ও বৈজ্ঞানিক নব নব যুগে নূতন দর্শন ও বিজ্ঞানতত্ত্ব লইয়া আবির্ভূত! মানব-চরিত্র ও প্রতিভার পুনরুত্থান হইয়া মাতা বসুন্ধরার ক্ষতিপূরণ করিতেছে। কেবল ক্ষতিপূরণ নয়—নবযুগের নব মহাজনগণ উন্নতির পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতেছেন। পৃথিবীর ভবিষ্য বংশধরগণ পৃথিবীকে মহত্তর, উন্নততর ও সুন্দরতর করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

নবজীবন ও উন্নতির সুসমাচার সৃষ্টি-রাজ্য ও মানব-ইতিহাস যেমন প্রচার করিতেছে, প্রত্যেক মানবজীবন ও মানবাত্মা কি তেমনি তাহা প্রচার করিতেছে না? মানবজীবন কৌমার, যৌবন ও জরার মধ্য দিয়া যায় বলিয়া কি পুরাতন হইয়া মৃত হয়? ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা অসম্ভব। দেহের অবশ্য উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, কিন্তু দেহের মধ্যে যে অমর আত্মা আছে, তাহা দেহ হইতে স্বতন্ত্র; তাহা পুরাতন ও জীর্ণ হয় না। কত প্রাচীন সাধুর মধ্যে আমরা নবীন ভাব দেখিতে পাই। স্বর্গগত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর যখন অশীতিপর বৃদ্ধ, দৃষ্টিহীন ও শ্রবণশক্তিবিহীন, তখন আমরা তাঁহার জরাজীর্ণ দেহে যৌবনের তেজ ও প্রভাব কত সময় অনুভব করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। তিনি নিজেও বলিতেন "ইন্দ্রিয়শক্তিহীন হইয়া বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ যত ছিন্ন হইতেছে, ততই অন্তরের নব অনুভব করিতেছি,—ভিতরের জ্যোতি দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে, তাহাতেই সুখে আছি।" প্রত্যেক ধর্ম্মাত্মা সাধু এই মহাসত্যের সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। এখন তাঁহারা লোকান্তর-গত বলিয়া কি মৃত?

খ্রীষ্টানেরা যিশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে কবর ও মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি কবর হইতে পুনরুত্থান করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া স্বর্গস্থ পিতার সহিত মিলিত এবং পিতার অক্ষয় সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। প্রত্যেক মানবের পক্ষে এই কথা সত্য। মানবাত্মা মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে অমর জীবনে জীবিত হয় এবং অনন্ত কাল পিতার অনন্ত সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে।

পরলোকের তত্ত্বলাভার্থ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না—মানব ইহলোকেই জীবন্মুক্ত হইয়া অমর জীবনের সাক্ষ্য দিয়াছেন। জনক, বুদ্ধ, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ সংসারে থাকিয়াও সংসারের জীব ছিলেন না। সংসারের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, মলিনতা তাঁহাদিগকে মায়াবদ্ধ জীব করিয়া রাখিতে পারে নাই, তাঁহারা মায়ামুক্ত মহাপ্রাণ হইয়া সংসারের ঊর্দ্ধে বাস করিয়াছেন এবং সংসারের নরনারীগণকে পাপতাপ মোহমায়া হইতে উদ্ধার লাভের সহায়তা করিয়াছেন।

পৃথিবীর পিতা মাতা হইতে যে জন্ম, তাহা পশুজন্ম। গুরুর নিকট শিক্ষা

দীক্ষা লাভে যে জন্ম তাহা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবজন্ম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দেবজন্ম আছে, তাহা ব্রহ্মসংস্পর্শে বা পরমাত্মার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে লাভ হয়। তাহাকে Regeneration বা নবজীবন বলে। কোনও সাধক নিম্নলিখিত কবিতায় এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"প্রথম জনম হয় পিতার ঔরসে,
দ্বিতীয় জনম হয় গুরু-উপদেশে,
তৃতীয় জনম হয় ব্রহ্মের পরশে।"

এই ব্রহ্মস্পর্শ অর্থাৎ আত্মার সহিত পরমাত্মার সংস্পর্শ যেখানেই হইয়াছে, সেখানেই নবজীবন সঞ্চারিত হইয়া ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ করিয়াছে। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। পণ্ডিতগণ বলেন সকল বস্তুতে সকল সময় সকল কার্য্য হয় না। শুভ-যোগ বা মাহেন্দ্রক্ষণ আছে। শামুক সর্ব্বক্ষণ জল ভক্ষণ করিতেছে, তাহাতে মুক্তা ফলে না। স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টির এক ফোঁটা জল যখন তাহার উদরে যায়, তখন তাহা মুক্তাতে পরিণত হয়। এই পৃথিবীও নিয়ত সূর্য্যের সম্মুখে ঘুরিতেছে, তা বলিয়া সকল সময় বসন্ত হয় না। পৃথিবী ও সূর্য্যের যে সমসূত্র-পাতের কথা বলা গিয়াছে, যখন সেই ঘটনা হয়, তখনই নববসন্তের সঞ্চার হইয়া ধরাকে নবজীবন, রসমাধুর্য্য ও শোভাসৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া দেয়। পরমাত্মার সহিত আত্মার যখন সাক্ষাৎ নিগূঢ় যোগবন্ধন হয়, তখন তাহা ঐশ্বরিক অনুপ্রাণনে নবজীবন লাভ করিয়া ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ করে। নবজীবন-প্রাপ্ত ব্যক্তি সংসারে মৃত ও ঈশ্বরে জীবিত। সংসারের লাভালাভ, স্তুতিনিন্দা, দণ্ড-পুরস্কার তাহার সুখ দুঃখের কারণ হয় না, কিন্তু ঈশ্বরের নামে তাঁহার আনন্দ, তাঁহার চিন্তায় তাহার অনুরাগ এবং তাঁহার আদেশ পালনে তাহার দেহ মন প্রাণ সার্থক হয়। তাহার বাহিরের যেরূপ অবস্থা হউক, "পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তং নৃত্যতি নৃত্যতি নৃত্যতি নৃত্যং।" পরব্রহ্মে একান্ত যুক্তচিত্ত হইয়া সে ব্যক্তি কেবলই নৃত্য করে—কেবলই আনন্দ করে।

পরমেশ্বর চির-নবীন, চির-সুন্দর, চির-রসময় চিরানন্দনিলয়। এই জগৎ সংসার তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র। তিনিই যুগে যুগে নানা ভাবে সর্ব্বত্র লীলা করিতেছেন। ভূস্তরের গঠনে তাঁহারই হস্ত, প্রকৃতি-রাজ্যের নববসন্তে তাঁহারই শক্তির ক্রিয়া, মানব-সংসার রচনায় তাঁহারই ইচ্ছা এবং প্রত্যেক মানবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে তিনিই কার্য্য করিতেছেন। তিনিই পুরাতনকে নূতন, নির্জীবকে সজীব, নীরসকে সরস করিয়া দিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা এই যে তাঁর সৃষ্টি আরও নবতর, কল্যাণতর ও সুন্দরতর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবে।

আমাদের বর্ত্তমান যেরূপ হউক, ভবিষ্যতের উপর আমাদিগের আশা। ভবিষ্যতে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে,

সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তাঁহার সহিত আত্মার যোগ শুভযোগ, তাহাতেই আত্মার নবজীবন—নববসন্ত। প্রকৃতি-রাজ্যে নববসন্তের উদয় করিয়া দিয়া তিনি আমাদের প্রাণকে নূতন করিয়া উদ্বোধন করিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে সকল কামনা কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁর জন্য একমন একপ্রাণ হইতে পারিব, তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই হইব, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার কৃপার শুভযোগ ও মাহেন্দ্রক্ষণ হইয়াছে বুঝিতে পারিব এবং তখনই নবজীবন লাভ হইবে।

এই নব বর্ষের প্রথম দিন নূতন করিয়া সঙ্কল্প লইবার দিন—ব্রতধারণ করিবার দিন—অনুতাপ করিবার দিন—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও গ্রহণের দিন। আমরা আশা, উৎসাহ ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে যেন অদ্যকার দিনের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারি। আত্মপ্রভাবে ও দেবপ্রসাদে সাধুমহাত্মদের ন্যায় অবশ্যই আমাদেরও শুভযোগ উপস্থিত হইবে এবং আমরাও পিতার সুসন্তান হইয়া অনন্ত পিতৃ-সম্পদের অধিকারী হইব।

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সন্ন্যাসী। “আমি একবার তীর্থ পর্য্যটনে গিয়ে হিমালয় পর্ব্বতে কিছুদিন অবস্থান করি। সেই সময় দেখি যে এক রাজকন্যা সখীজন-পরিবৃতা হয়ে প্রতিদিন উষাকালে আমার সম্মুখ দিয়া নির্ঝরিণীতে অবগাহন করিতে যান এবং প্রত্যহই আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করে বাটী ফিরেন না। তাঁকে অতিশয় সুশীলা ও সুন্দরী দেখে আমি তাঁহার সম্বন্ধে সখীদিগকে দুই একটী প্রশ্ন করিয়া অবগত হই যে ঐ রাজকন্যা ব্রাহ্মণ-তনয়া ও অবিবাহিতা, এবং অনতি-বিলম্বে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে উপযুক্ত ভর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করবেন বলে সংকল্প করেছেন। সখী মুখে এই কথা শুনে আমি তোমার ছবিটী তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলাম “ইনি বঙ্গদেশীয় এক ধার্ম্মিক জমিদারের পুত্র; ইনি অতিশয় গুণবান্ এবং রূপবান্; ইনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ; রাজকন্যা যদি ইহাঁকে বরণ করেন, তা হ’লে উপযুক্ত মিলন হয়।” আমার কথাবসানে তারা আমার নিকট হ’তে প্রতিকৃতিটী গ্রহণ করে রাজকন্যার হস্তে প্রদান করেন। রাজকন্যা সেইটী লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং তিন দিন পরে এই প্রতিকৃতিটি ফিরাইয়া দিবেন এবং তাঁহার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিবেন বলিয়া যান। এই সুন্দরীই ‘অঞ্জনা’। তিনদিন

অতিবাহিত হইবার পর চতুর্থদিবসে রাজকন্যা সখীদ্বারা আমার নিকট মনোভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি সেই প্রতিকৃতির অনুরূপ একটী প্রতিকৃতি চিত্রিত করাইয়া লইয়াছেন এবং আরও বলেন যে তিনি তোমাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন এবং সেই অভিলাষ তাঁহার পিতামাতাকেও জানাইয়াছেন। কিন্তু তোমার অতি দূরদেশে বাস—তোমার পিতামাতাও সেরূপ প্রভূত অর্থশালী নন বলিয়া তাঁহার পিতামাতা তাঁহার অভিলাষ অনুমোদন করিতে স্বীকৃত হলেন না।

সুরেশ। "তার পর কি হলো?"

সন্ন্যাসী। তার পর সেই অঞ্জনা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন যে তোমার সহিত যদি তাঁহার পরিণয় না হয়, তা হ'লে তিনি চিরকুমারী হইয়া থাক্‌বেন অথবা প্রাণত্যাগ কর্‌বেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার প্রায় একমাস পরে আমি সে স্থান হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করি। প্রত্যাগমনকালে তিনি সেই পাখীটি ও তাঁহার নিজের একটি ফটোগ্রাফ আমায় প্রদান করেন, এবং সেই দুইটী তোমাকে অর্পণ কর্‌তে বলেন।

সুরেশ শশব্যস্তে কহিলেন "তাঁর প্রতিকৃতি তবে আপনার নিকটে আছে?"

সন্ন্যাসী। আছে।

সুরেশ। অনুগ্রহ করে একবার দেখালে বড়ই কৃতার্থ হই।

স। তুমি এখন আর সেই সতীর প্রতিকৃতি দেখিবার উপযুক্ত নও।

সু। কেন?

স। তুমি যখন দারপরিগ্রহ করেও পরস্ত্রী লাভের আশায় বাটী হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়েছ, তখন তোমার চরিত্র যে কলুষিত নয়, একথা কিরূপে বিশ্বাস করবো? অসাধু পুরুষ সতী স্ত্রীর দর্শন লাভ করিতে পারে না।

সুরেশ। অঞ্জনা যখন আমাকে পতিত্বে বরণ করেছে, তখন আর তাকে কিরূপে পরস্ত্রী বলা যেতে পারে?

সন্ন্যাসী। স্ত্রীলোক যেরূপ একের অধিক পতি গ্রহণ কর্‌লে তাকে লোকে ব্যভিচারিণী বলে, পুরুষও সেইরূপ একের অধিক পত্নী গ্রহণ কর্‌লে সেও ব্যভিচারী। তুমি সেই ব্যভিচার-পাপে লিপ্ত।

সু। এতে কি আমার সাধ্বীপত্নী বর্জ্জনের পাপ হবে না?

স। না; তিনি তোমাকে পতিত্বে বরণ করতে পারেন, কারণ ইতঃপূর্ব্বে অন্য কেহ তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পান নাই। তাঁর ফাঁকা হৃদয় তোমায় স্থান দিয়াছে। তুমি তোমার পূর্ণ হৃদয়ে কিরূপে অপরা স্ত্রীলোককে স্থান দিতে সক্ষম হবে? একজনকে না হৃদয় হতে অপসৃত কর্‌লে তো আর অপরকে সে স্থান দিতে পার না। তোমার কি সেইরূপ ইচ্ছা?

সুরেশ। না।

সন্ন্যাসী। তবে আর অঞ্জনার কথায়

তোমার প্রয়োজন কি? তার প্রতিকৃতি দেখেই বা কি ফল?

সুরেশ। "আমাকে না পাইলে যে রমণী স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে অভিলাষিণী, আমি কি একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে অভিলাষ করতে পারি না? যে আমার জন্ম উন্মাদিনী, আমি কি তার জন্য জীবনের সকল সুখ, আশা, ভরসা দূরে নিক্ষেপ করে আবশ্যক হ'লে স্বীয় প্রাণ বিনিময়ে তার প্রাণরক্ষা করতে চেষ্টা করতে পারি না? যে অঞ্জনার আমার প্রতি এত ভালবাসা বিদিত হ'বার পূর্ব্বেই তাকে লাভ করবার জন্য পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে দুর্ব্বিবহ দুঃখে অভিভূত করে এসেছি; যার দর্শন-লালসায় পতিরতা স্বীয় জায়াকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে এসেছি; যার পাখীর সুমিষ্ট স্বরে মুগ্ধ হয়ে কত পর্ব্বত কত অরণ্য পদব্রজেই অতিক্রম করে সুদূর জনশূন্য স্থানে উপস্থিত হয়েছি; যার কেবলমাত্র নাম ও গুণব্যাখ্যা শ্রবণ করে আপনাকে মৃত বলে আত্মীয় স্বজনের মনে ধারণা জন্মায়ে দিয়েছি; যার বুকভরা ভালবাসা, গালভরা হাসি দেখবার জন্য পিতৃলব্ধ ধন ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি; আজ তার প্রতিকৃতি নিকটে থাকতেও যদি একবার চক্ষে না দেখতে পাই, এর অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হতে পারে?

সন্ন্যাসী। প্রতিকৃতি দর্শন করলে তোমার মঙ্গল হবে না; তুমি অধীর হয়ে পড়বে।

সুরেশ। "প্রতিকৃতি না দেখান, ক্ষতি নাই; আমি চল্লেম; যত দিন না অঞ্জনার সাক্ষাৎ পাই, ততদিন দেশ বিদেশে অন্বেষণ করে বেড়াব। অবশেষে যখন দেখবো যে আমার মনোরথ সিদ্ধ হবার নয়, তখন আত্মহত্যায়ে সকল জ্বালার অবসান করবো।"—সুরেশ এই কথা বলিবার পর, সন্ন্যাসী উত্তর করিতে যাইতেছেন, এমন সময় মহিমা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন "বাবা! উনি যে আমাকে দেখে 'অঞ্জনা' বলে ভ্রম করেছিলেন, সে অঞ্জনা কি এরই কেউ হয়?" এই বলিয়া মহিমা একটী রমণীর প্রতিকৃতি সুরেশ ও সন্ন্যাসীর মধ্যস্থলে ফেলিয়া দিলেন। প্রতিকৃতিটী দেখিয়া সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইয়া কহিলেন "মহিমা তোমাকে এটি আন্‌তে বলিনি, তবে আনলে কেন?" মহিমা কহিলেন "আমার একটা কথা মনে পড়লো বলে আনলেম। আপনি যে আমার নিকট একবার গল্প করেছিলেন যে, এ স্ত্রীলোক বড় রূপবতী, এবং ইনি মনোমত পতি ভিন্ন কারেও বিবাহ করবেন না; আপনি এই ব্রাহ্মণ-যুবকের সঙ্গে এই স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতিটী মিলয়ে দেখুন দেখি, কেমন দেখায়। আমার বিশ্বাস যে, এর অপেক্ষা মিলন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

মহিমার কথা শুনিয়া সুরেশ আগ্রহসহকারে কহিলেন "প্রভু! একবার দেখি; অঞ্জনার প্রতিকৃতি দেখে জীবন সার্থক করি।" এই কথা বলিয়া পুনরায় তিনি

মহিমাকে কহিলেন "হাঁ মহিমা, আমি এই অঞ্জনারই নাম উচ্চারণ করেছিলেম।" মহিমা কহিলেন "তুমি অঞ্জনাকে কিরূপে চিনলে? আমাকে দেখে অঞ্জনা বলে চমকিত হয়েছিলে কেন? বাবার নিকট শুনেছি যে, কাশ্মীর প্রদেশে তাঁর পিত্রালয়, তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কেমন করে; তোমারও কি সেই দেশে বাড়ী নাকি? তিনি কি তোমার কেউ হন?"

সুরেশ কহিলেন "হাঁ মহিমা! শুনিতে পাই তিনি আমায় বড় ভালবাসেন।"

মহিমা। "তাঁর বিবাহ হয়েছে?"

সু। "তা জানি না।"

ম। "তুমি কি এতদিন দেশে ছিলে না?"

মহিমা এই কথা বলিবার পর সন্ন্যাসী কহিলেন "মহিমা! অতিথিকে অধিক প্রশ্ন করে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।"

সু। প্রভু! এতে আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না; মহিমাকে আমি যথার্থই আপন ভগ্নী অপেক্ষা অধিক ভালবাসি; মহিমা আমার জন্য নিজে বিপদে পড়তে কুণ্ঠিত হয়নি। মহিমা আমারি জন্য অঞ্জনার প্রতিকৃতিটী এনেছিল। নয়নভরে দেখতে না দেখতেই আপনি সেটী সম্মুখ হতে অন্তর্হিত করলেন!

ম। কেন বাবা! ছবিটা ওঁকে দেখতে দিচ্ছ না কেন?

স। তার কারণ আছে!

সু। প্রভু! আমায় একটীবার মাত্র দেখতে দিন; আমি আর অধিকবার দেখতে চাইব না।

স। আচ্ছা, আর একবারমাত্র তোমায় ছবিটী দেখতে দেব।

—এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী সুরেশের সম্মুখে অঞ্জনার প্রতিকৃতিটী ধরিয়া কহিলেন "এই সেই অঞ্জনা—; আমিই এর সর্ব্বনাশ করেছি; দেখ দেখ, একবার জগদীশ্বরের সৃষ্টিনৈপুণ্য অবলোকন কর।"

সুরেশ ছবিটীর পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, মনে কত ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। একবারমাত্র প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তিনি যেন অঞ্জনার জীবনের সমগ্র ঘটনা অবগত হইলেন। তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন; তন্ময়চিত্ত হইয়া সেই প্রতিকৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"কেবা তুমি? কহলো সুন্দরী—
স্নিগ্ধদৃষ্টি ইন্দুমুখী হরিণ-নয়না;
মরি মরি শোভিতেছে কিবা মনোরমা—
দশক নখর-প্রান্তে দশক চন্দ্রমা!
ভেদিয়া বসন ফুটে ক্ষীণতনু আভা
করিবারে ম্লানমুখী অপ্সরী-কন্যকা;
মিষ্টঘ্রাণে তুষ্টি-আশে দুষ্টু সমীরণ
ত্যজিয়া কামিনীকুলে নিদাঘকালীন
উল্লাসে আপন মনে বহে অনুক্ষণ
মুছাইতে মুক্তানিভ স্বেদ-বিন্দু তব।
উদ্ভাসিত প্রফুল্লিত মুখ-পদ্মোপরি
বিরাজিত কেন হেরি কালিমার ছায়া!

বুঝি প্রাণ-প্রিয়জন-বিরহ কারণ—
মলিনী নলিনীসম বিরসবদন।—"

—হঠাৎ সন্ন্যাসী বাধা দিয়া কহিলেন "সুরেশ! এই জন্যই তোমায় প্রতিকৃতি দেখতে দিতেছিলেম না এবং বলেছিলাম যে এতে তোমার বিপরীত ফল হবে।"

সুরেশ যেন একটু লজ্জিত হইলেন। অবনত-মস্তকে উত্তর করিলেন "প্রভু! ক্ষমা করবেন; আপনি আমার উপকারের জন্যই নিষেধ করেছিলেন; এখন আমার যাতে অঞ্জনার সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়, তার উপায় করে দিতে হবে।" এই বলিয়া সুরেশ সন্ন্যাসীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "তুমি আজকার মত আশ্রমে অবস্থান কর। এতদিন অঞ্জনা জীবিত আছেন কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয়। তারপর আরও অনেক বিষয় তোমার জেনে রাখা আবশ্যক।"

সন্ন্যাসীর আজ্ঞানুসারে সুরেশ বাবাজীর আশ্রমে অবস্থান করিলেন, এবং মহিমা সুরেশের আহারের উদ্যোগে গমন করিলেন।

বহুদিন অতীত হইল আমরা অমিয় ও অমলাকে বসুন্দিয়া গ্রামে বিধুবাবুর শান্তিনিকেতনে রাখিয়া আসিয়াছি! এখন দেখা যাউক,—

অসহায়া কুলবালা বিরহ-বিধুরা
কিরূপে যাপেন দুঃখে দিবা বিভাবরী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরুণাচরণ হাজরা।

প্রাতঃকৃত্য।

প্রাতঃপ্রণাম (১)

(ঈশ্বরপ্রণাম।)

সমুত্পদ্যন্তি জীবন্তি বিলীয়ন্তে চ দেহিনঃ।
যতো যেন চ যস্মিংশ্চ তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥১॥

এ অখিল ভূতচয় যাঁহা হ'তে সৃষ্ট হয়,
সুরক্ষিত যাঁর করুণায়,
লীন হয় অবশেষে পুন যেই পরমেশে,
নমস্কার সেই বিশ্বাত্মায়॥১॥

শরণমশরণানাং কারণং কারণানাং
স্তুতিপথসমতীতং দৈবতং দৈবতানাং।
অভয়মমৃতমেকং নিষ্কলং নির্ম্মলং তং
পরমপুরুষমীশং স্বপ্রকাশং স্মরামি॥২॥

অমৃত অভয় এক নিষ্কল নির্ম্মল,
ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়ের স্থল,
সর্ব্বকারণের যিনি অনাদিকারণ,
দেবের দেবতা যিনি পরমার্থ ধন,

(১) এই প্রকরণে যথাক্রমে—ঈশ্বর-প্রণাম, মাতৃপ্রণাম, পিতৃপ্রণাম, মন্ত্রদাতা গুরুপ্রণাম, বিদ্যাদাতা গুরুপ্রণাম, পুণ্যশ্লোক-প্রণাম, ঈশ্বর-প্রণাম, প্রার্থনা ও ঈশ্বর-স্তোত্র প্রদত্ত হইল।

বাক্য মন হারি মানে স্তুতিগানে যাঁর,
স্বপ্রকাশ সে ঈশ্বরে করি নমস্কার ।২।

সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বসাক্ষী
স্থূলে সূক্ষ্মে বিশ্বতো ব্যাপ্তরূপঃ, ।
সত্যো নিত্যো যশ্চিদানন্দশান্তিঃ
বন্দে দেবং সর্ব্ববিঘ্নাপহং তম্ ॥৩॥

অদ্বৈত অনন্ত সত্য নিত্য নিরঞ্জন,
সর্ব্বাধ্যক্ষ যিনি, যাঁর সর্ব্বত্র গমন,
স্থূলে, সূক্ষ্মে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত চরাচরে,
সর্ব্বসাক্ষীরূপে যিনি সবারি ভিতরে,
প্রাণারাম, শাশ্বত আনন্দশান্তিধাম,
সর্ব্ববিঘ্নহারী সেই বিভুরে প্রণাম ।৩।

যন্মঙ্গলং যৎকরুণাঞ্চ বিশ্বে
ক্ষরন্ত্যজস্রং পরমাণবোঽপি ।
তং জীববন্ধুং ভবসিন্ধুনাবং
কারুণ্যসিন্ধুং শতশো নমামি ॥৪॥

অশ্রান্ত করুণা যাঁ'র অনন্ত মঙ্গল
অণু পরমাণু হ'তে ঝরে অবিরল,
জীববন্ধু দয়াসিন্ধু ভবসিন্ধুগতি,
সেই ঈশ্বরের পদে সহস্র প্রণতি ।৪।

অসীমমাহাত্ম্যমচিন্ত্যশক্তিং
মহাবিরাজং শিবকল্পবৃক্ষম্ ।
গুরুং গুরূণাং শরণং তমেকং
পরাৎপরং বিশ্বপতিং নমামি ॥৫॥

অপার মহিমা যাঁর অচিন্ত্য শকতি,
নিখিল জীবের যিনি একমাত্র গতি,
মহান্ বিরাট্ যিনি শিবকল্পতরু,
সকল গুরুর যিনি সর্ব্বোপরি গুরু,
যাঁহা হ'তে শ্রেষ্ঠতর নাহি কিছু আর,
সেই বিশ্ববিধাতারে করি নমস্কার । ৫ ।

(মাতৃপ্রণাম ।)

পরারাধ্যতমাং বন্দে মাতরং সর্ব্বদুঃখহাম্ ।
সর্ব্বংসহাং সর্ব্বদাত্রীং সাক্ষাদ্ব্রহ্মদয়াং
সতীম্ ॥১॥

সুধাময়ীং মুদা বন্দে সদা স্নেহময়ীং শিবাম্ ।
পুত্রধাত্রীং প্রাণদাত্রীং পুত্রপ্রাণাধি-
দেবতাম্ ॥২॥

ভক্তিঃ শক্তির্গতির্মুক্তির্যৎসেবা তনয়স্য মে ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ মাতৃদেব্যৈ নমোনমঃ ॥৩॥

পরারাধ্যতমা সর্ব্বদুঃখহরা সতী,
সর্ব্বদাত্রী শিবা ব্রহ্মদয়া মূর্ত্তিমতী,
পুত্রধাত্রী প্রাণদাত্রী পুত্রের দেবতা,
সর্ব্বসহা সুধাময়ী স্নেহময়ী মাতা,
যাঁর সেবা মোর শক্তি ভক্তি মুক্তি গতি,
সেই জননীর পদে সহস্র প্রণতি । ১।২।৩।

যদ্‌গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন
জীবতি ।
তাং সাক্ষাদীশ্বরীং বন্দে মাতৃদেবীং পুনঃ
পুনঃ ॥৪॥

যাঁর গর্ভে করিয়াছি জনম গ্রহণ,
সদা যাঁর স্নেহে করি জীবন ধারণ,
সাক্ষাৎ ঈশ্বরী তিনি জননী আমার,
তাঁর পদে বার বার করি নমস্কার ৪।

'মা'-নামকীর্ত্তনাদেব লীয়ন্তে সর্ব্বযাতনাঃ ।
তাং সাক্ষাৎ পরমাং শান্তিং কোটিকৃত্বো
নমাম্যহম্ ॥৫॥

মা বলে ডাকিলে সব যাতনা জুড়ায়,
এমন পরমা শান্তি কি আছে কোথায়?
নতশিরে ভক্তিভরে চরণে তাঁহার,
বার বার কোটিবার করি নমস্কার ।৫।

সর্ব্বদেবময়ী যা হি সর্ব্বতীর্থময়ী চ যা।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী যা চ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ ॥৬॥
সর্ব্বতীর্থ-ধর্ম্ম-সর্ব্বদেবের আধার
যিনি, সেই মার পদে করি নমস্কার ।৬।
প্রদায় দেহাত্মমনাংস্যকুণ্ঠং
প্রাণাংস্তদুঃখাদপি দুঃসহানি।
দুঃখানি বা সংসহতে সুতার্থে
পাদাম্বুজং ধ্যায় মনস্তদীয়ম্ ॥৭॥
দেহ-আত্মা-মন-প্রাণ করি' সমর্পণ,
সহেন মরণাধিক দুঃসহ বেদন,
পুত্র তরে অকাতরে দেন যিনি প্রাণ,
তাঁর পাদপদ্ম মন! সদা কর ধ্যান ।৭।
তব সর্ব্বাত্মনাশীর্যা মর্ম্ম ভিত্ত্বা বিনির্গতা।
সৈব সাক্ষাদ্ ভগবতঃ করুণা তনয়স্য মে ॥৮॥
হে মাতর্ম্মহিমানং তে কিমু জানামি মূঢ়ধীঃ।
দেহি পাদরজো মূর্দ্ধ্নি গৃহাণ প্রণতিং মম ॥৯॥
প্রাণভরা বুকচেরা আশীষ তোমার,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর-কৃপা তাহাই আমার;
মূঢ় আমি কি জানি মা! মহিমা তোমার,
শিরে দাও পদধূলি লহ নমস্কার ।৮।৯।

(পিতৃপ্রণাম।)

নমঃ সদাশুতোষায় স্বর্গাদুচ্চতরায় তে।
সর্ব্বাপরাধক্ষমিণে নমস্তে পিতরীশ্বরঃ ॥১॥
অন্নদাত্রে জ্ঞানদাত্রে সুখায় সুখদায় চ।
নমস্তে সুতকল্যাণস্নেহকারুণ্যসিন্ধবে ॥ ২
দুর্লভং মানুষমিদং ত্বৎপ্রসাদাদ্বপুর্ম্মম।
সহস্রকৃত্বশ্চরণৌ পিতস্তে প্রণমাম্যহম্ ॥৩॥
তব সম ক্ষমাশীল পিতঃ! কেবা আছে?
সর্ব্ব অপরাধে ক্ষমা পাই তব কাছে।
আশুতোষ সর্ব্বদাতা সর্ব্বসুখাকর,
অন্নদাতা জ্ঞানদাতা তুমিই ঈশ্বর;
সন্তানে কল্যাণ-স্নেহ-করুণা-সাগর,
ত্রিদিব হ'তেও পিতঃ! তুমি উচ্চতর;
এ দুর্লভ নরদেহ তোমারি কৃপায়,
সহস্র সহস্রবার নমি তব পায় ।১।২।৩।
সর্ব্বান্তঃকরণাশীর্ভিরসাধ্যানাঞ্চ সাধনৈঃ।
যতমানায় পুত্রার্থে কৃপাধারায় তে নমঃ ॥৪॥
পুত্রে কর আশীর্ব্বাদ হৃদয় ভরিয়া,
অসাধ্য সাধন কর পুত্রের লাগিয়া;
এ অধম সুতে তব করুণা অপার,
বার বার ও চরণে করি নমস্কার ।৪।
মোহান্ধকারেষু নবো বিবস্বান্
সর্ব্বার্থদানেষু চ কল্পবৃক্ষঃ।
সুতস্য সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্ত্বং
গুরূত্তম! ত্বচ্চরণৌ স্মরামি ॥৫॥
অজ্ঞান-আঁধারে তুমি নব বিভাকর,
সর্ব্বার্থ প্রদানে তুমি কল্পতরুবর,
পুত্রের ঈশ্বর তুমি গুরুর প্রধান,
তব পাদপদ্ম পিতঃ! সদা করি ধ্যান ৫।

(একসঙ্গে মাতাপিতার প্রণাম)

কারুণ্যমূর্ত্তেঃ পরমেশ্বরস্য
ভবেঽবতারৌ সুত-জীবনায়।
অপত্যদেহে রসধাতুরূপী
স্নেহো যয়োস্তৌ পিতরৌ নমামি ॥৬॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর-কৃপা ভবে অবতরি'
দেখা দিল মাতা-পিতা-যুগ্ম-রূপ ধরি;
সুত-দেহে রসধাতু যাঁহাদের স্নেহ (১),
জীবের জীবনী শক্তি হেন আছে কেহ?

(১) 'রসধাতু'—শরীরধারক সাতটী পদার্থ, যথা;—(১) রস, (২) রক্ত, (৩) মাংস, (৪) মেদ, (৫) অস্থি, (৬) মজ্জা, (৭) শুক্র।

সেই মাতা-পিতা-যুগ্ম-দেবতা-চরণে
বারবার নমস্কার ভক্তিপূর্ণ মনে।৬।

(মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরুর প্রণাম)*

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১॥

অখণ্ড মণ্ডলাকারে যিনি নিরন্তর
ব্যাপিয়া আছেন এই বিশ্ব চরাচর,
হেরি সে বিভুর পদ যাঁহার কৃপায়,
নমস্কার করি সেই শ্রীগুরুর পায়।১।

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞিতম্ ॥২॥

যাঁহার অমৃতময় অপূর্ব্ব বচন
সংসারের পাপ তাপ করে নিবারণ,
সেই ইষ্টদেবরূপী গুরুর চরণে
নমস্কার করি আমি ভক্তিপূর্ণ মনে।২।

যত্র গত্বা ন শোচন্তি যেন তদ্‌ব্রহ্ম লভ্যতে।
নমস্তস্মৈ সপুলকং গুরবেঽচিন্ত্যশক্তয়ে ॥৩॥

যাঁহারে লভিলে শোক চিরতরে যায়,
সেই ব্রহ্ম লাভ হয় যাঁহার কৃপায়;
অচিন্ত্যশকতি সেই গুরুর চরণে
বার বার নমি আমি পুলকিত মনে।৪।

(বিদ্যাদাতা আচার্য্য গুরুর প্রণাম)

বিদ্যাধর্ম্মসদাচারশৌচসংযমশিক্ষকম্।
আচার্য্যং প্রাঞ্জলির্বন্দে জ্ঞানকল্পতরুং গুরুম্ ॥১॥

বিদ্যা, ধর্ম্ম, সদাচার, শুচিতা, সংযম,
শিখান ছাত্রকে যিনি হেরি পুত্রসম,
জ্ঞানকল্পতরু সেই আচার্য্য-চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে আমি প্রণমি সঘনে।১।

কায়েন মনসা বাচা সদা শিষ্যহিতে রতম্।
অভিন্নং পিতৃতো বন্দে ভক্ত্যা বিদ্যাপ্রদং গুরুম্ ॥২॥

কায়মনোবাক্যে যিনি ভাবেন কেবল
সতত একান্তভাবে ছাত্রের মঙ্গল;
সেই বিদ্যাদাতা, পিতা, অভেদ উভয়ে,
তাঁর পদে নমি আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে।২।

অশেষজগদৈশ্বর্য্যং কলাং নার্হত্যণীয়সীম্।
যস্যোপদেশরত্নস্য তমাচার্য্যং নমাম্যহম্ ॥৩॥

ত্রিলোকীর মাঝে আছে যতেক বৈভব,
যার তুলনায় তুচ্ছ হয় সেই সব; (১)
হেন জ্ঞানরত্ন পাই যাঁহার কৃপায়,
নমি সেই বিদ্যাদাতা আচার্য্যের পায়।৩।

স্নেহং চ যত্নং চ দয়াং ক্ষমাং চ
সর্ব্বাত্মনা মঙ্গলচিন্তনং চ।
পিতেব মাতেব করোতি শিষ্যে
যস্তং গুরুং ভক্তিভরেণ বন্দে।৪।

স্নেহ, যত্ন, ক্ষমা, দয়া ছাত্রের উপর
পিতা-মাতা-সম যাঁর রহে নিরন্তর;
সর্ব্বভাবে চান যিনি ছাত্রের কুশল,
বন্দি সেই আচার্য্যের চরণকমল।৪।

(একসঙ্গে মন্ত্রদাতা ও বিদ্যাদাতার প্রণাম।)

দূরীকরোতি কুমতিং বিমলীকরোতি
চেতশ্চিরন্তনমঘশ্চুলুকীকরোতি।

---

* এই প্রকরণে ১ম ও ২য় শ্লোক প্রাচীন।

(১) "একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণী-ভবেৎ॥"

এক বর্ণ শিখে যদি গুরুর কৃপায়,
শিষ্য তাহে চির-ঋণী থাকে তাঁর পায়;
হেন ধন নাহি ভবে যা দিয়া তাঁহারে,
শিষ্য সেই ঋণ তাঁর শুধিবারে পারে।

প্রীতিং চ কামপি হৃদি প্রকটীকরোতি
বাণী যয়োঃ পুলকিতোঽস্মি নতো
গুরূ তৌ॥৫॥
যাঁহাদের উপদেশ করিলে শ্রবণ,
নষ্ট হয় দুষ্ট বুদ্ধি, পূত হয় মন;
সঙ্কিত ত্বরিত দূরে করে পলায়ন,
অপূর্ব্ব আনন্দে আত্মা হয় নিমগন,
মন্ত্রদাতা, বিদ্যাদাতা উভয়ের পদে
পুলকিত চিতে আমি নমি পদে পদে ৫
(ক্রমশঃ)

দার্জ্জিলিঙ ভ্রমণ।

দুর্জ্জয়লিঙ্গ।

দার্জ্জিলিঙ্গের অধিকাংশ স্থানই পূর্ব্বে মহা অরণ্যে আবৃত ছিল। ভুটিয়া, পাহাড়ীয়া, ও নেপালীয়েরাই এখানে বাস করিত। এখনও দার্জ্জিলিঙ্গে তাহাদেরই অধিক আধিপত্য। সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমানের মহারাজেরই এখানে আগমন হয়। স্থানের অপূর্ব্ব রমণীয়তাই তাঁহার এ নির্জ্জন স্থানে বাসের কারণ। বর্দ্ধমানের মহারাজই দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শিবের নামানুসারেই পূর্ব্বে এ স্থান দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু এই অপূর্ব্ব রমণীয় পাহাড় ভূমি ইংরেজের লোলুপদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ইংরেজেরা দুর্জ্জয়লিঙ্গের সে সুগভীর নির্জ্জনতা এবং সে প্রকৃতিগত রমণীয়তা বিনষ্ট করিয়া সেখানে একটি মনোহর কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র সহর রচনা করিয়া লইয়াছেন। তদবধি দুর্জ্জয়লিঙ্গই দার্জ্জিলিং নামে বিখ্যাত হইয়াছে। "অব্‌জারভেটরি হিল" নামে একটি উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে মহারাজা শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানে এখন দুর্জ্জয়লিঙ্গের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয় না। একটি ভগ্ন ত্রিশূলখণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া এখনো সেখানে রীতিমত পূজা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। একটি পশ্চিমে ব্রাহ্মণ ত্রিশূলের পূজক। এখানে পাহাড়ীয়া লোকেরই অধিক সমাগম হয়। ধুপ, দীপ, সিন্দুর,, সুপারী, কলা ইত্যাদি জিনিস সেই ত্রিশূলের সম্মুখে প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রিশূলের চারিদিকে নামাঙ্কিত বহুল পতাকাশ্রেণী সেই শূন্য স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। পাহাড়ীয়া জাতি অতি অসভ্য ও বর্ব্বর, কিন্তু এই অসভ্য জাতির শিব-ভক্তি অতি আশ্চর্য্য।

অব্‌জারভেটারী হিলের নীচেই একটি অতি প্রাচীন গুহা। সূক্ষ্মদর্শী ইংরেজরাও এই গুহার আদি অন্ত নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। গুহার উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—কোনটি ভগ্ন,কোনটি অর্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায় দর্শকের মনে ভয়ানক ভীতির

সঞ্চার করে। এই গুহা-সংলগ্ন একটি অনতিপ্রশস্ত গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই অপূর্ব্ব গুহার অন্যাংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

গুহার বাহিরে বহুসংখ্যক মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ছোট ছোট শিব-লিঙ্গ পতিত রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গগুলি দেখিতে অতি সুন্দর এবং এগুলি সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠিত। এই ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গের উপরে অসংখ্য কারুকার্য্য! এমন কারুকার্য্য-খচিত শিবলিঙ্গ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই গুহার সম্মুখে কেহ কেহ যে শিবপূজা করিয়া থাকেন, এই শিবলিঙ্গই তাহার সত্যতা প্রচার করিতেছে। এই গুহার সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহ অতিশয় নির্জ্জন ও রমণীয়। এই গুহা হইতে ছোট ছোট প্রায় পঞ্চাশটি প্রস্তরের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া অব্‌জারভেটরি হিলে উঠিতে হয়।

জলাপাহাড়।

দার্জ্জিলিঙ্গের অন্য একটি উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গকে জলাপাহাড় কহে। জলাপাহাড় যেমন নির্জ্জন, তেমনি মনোরম। এখানে কতকগুলি মেম সাহেব ও গোরা সৈন্য ব্যতীত অন্য কেহ বাস করে না। এই উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে সমস্ত দার্জ্জিলিং সহর নয়ন-গোচর হয়। জলাপাহাড় সমস্ত দার্জ্জিলিং সহরের সৌন্দর্য্যরাশি দর্শকের চক্ষে ঢালিয়া দিয়া আপন উচ্চতার মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে। দর্শকেরা এই জলাপাহাড়ের উপরে আরোহণ করিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখিতে পায়। জলাপাহাড়ের নিম্নভূমি যেমন সুন্দর, ইহার উপরের শান্তিরসও তেমনি সকলের উপভোগ-যোগ্য।

এই জলাপাহাড়ের উচ্চতায় অধিকাংশ সময়েই মেঘাবরণে আবৃত। অনেক সময় মেঘমালা ধূম্রবর্ণ আপন পক্ষের ভিতর জলাপাহাড়ের শোভাসৌন্দর্য্য, সহরের সুন্দর দৃশ্য ও কাঞ্চনজঙ্ঘার উজ্জ্বল ছবি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই ঘটনাই সহরের মুখশ্রী এবং দিগন্তপ্রসারিত কাঞ্চনজঙ্ঘার জলন্ত স্বর্ণময় ছবি দর্শনের পক্ষে ঘোর অন্তরায়। কিন্তু সূর্য্যালোকে মেঘাবরণ ভেদ হইলে জলাপাহাড়ের উপর হইতে দেখা যায় না এমন দৃশ্য অতি বিরল।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

সংকল্প।

(১)

দৈন্য জড়তা আজ দূরে ফেলে দিয়ে
দাঁড়াইব বিশ্বের সভায়—
শৃঙ্খল ফেলিব খুলে, মুছি অশ্রুজল
করিব না আর হায় হায়!
যে টুকু শকতি আছে মরমে তাহারে

জোর করে রাখিব না চাপি ;
দাঁড়াইব হে দেবতা—উঠিব এবার
দাঁড়াইব বীরদাপে দাপি।

(২)

মোদের অস্তিত্বটুকু তিল তিল করে
দিন দিন যেতেছে হারায়ে,—
শির পাতি লইয়াছি দাসত্ব-মুকুট,
গৃহলক্ষ্মী ঠেলিয়াছি পায়ে।
সে মুকুট ফেলে দিব—করিব তাহারে
আপনার চরণে দলিত ;
দাঁড়াইব হে দেবতা, আপনার পায়ে
গর্ব্বভরে, হে চিরবাঞ্ছিত !

(৩)

আমার এ কামনার পথে আছে জানি
বিঘ্নবাধা পর্ব্বতসমান,
ক্রোধোদ্দীপ্ত আঁখি শত, ভ্রূকুটি ভীষণ,
তাড়নার আছে বাক্যবাণ।
মুমূর্ষুর হাসি সম—তার প্রতি আজ
উপেক্ষায় হাসিব ভীষণ,
দাঁড়াইব হে দেবতা—সংগ্রামের মাঝে
দাঁড়াইব—এই মোর পণ !

(৪)

যতই চাপিবে তারা, হইয়া পেষিত,
করিব হে বেশী অধিকার
সেই স্থান, যার তরে করে দিবানিশি
স্বার্থ যুদ্ধ, এত হাহাকার।
শুধু প্রতিবাদ নহে—লয়ে আত্মবল
এ আত্মায় রাখিব স্বাধীন,
দাঁড়াইব, হে দেবতা, তোমার দুয়ারে
নতশিরে তোমার অধীন।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাজনের উক্তি।

১। স্ত্রীলোককে মর্ম্মাহত করিতে হইলে তাহার স্নেহ-বৃত্তিতে আঘাত কর। —ওয়ালেস্।

২। স্ত্রীলোকের হস্ত যত অলস, তাঁহার হৃদয় তত ব্যাপৃত।—ডুবে।

৩। স্ত্রীলোক তাহার স্ত্রী-চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া দণ্ডায়মান হউক।—ল্যাম্ব।

৪। পুরুষ যতদূর দেখিতে পায়, স্ত্রীলোক তত পায় না; কিন্তু স্ত্রীলোক যাহা দেখে, চক্ষের নিমিষে দেখে। —বকল।

৫। স্ত্রীলোকের আশা সকল সূর্য্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল, কিন্তু একটু ছায়াপাতেই তাহা ধ্বংস হয়।—জর্জ ইলিয়ট।

৬। সৌন্দর্য্য সুরা অপেক্ষা অপকৃষ্ট; ইহাকে যে ধারণ করে ও যে দর্শন করে, ইহা সে উভয়কেই উন্মত্ত করিয়া তুলে। —জিমারম্যান।

৭। স্ত্রীলোককে রক্ষা করা যত কঠিন, কেল্লা, বাস্তু-দেবতা বা আর কাহাকে রক্ষা করা তত কঠিন নয়।—আলেক্‌সিস।

৮। দুর্ব্বলতা স্ত্রীলোকদের নিজস্ব অস্ত্র, ইহা যখন তাহারা আশ্রয় করে, তখনি

তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী।—ম্যাডাম-ডেক্কাও।

৯। আহার পান ব্যতীত বাঁচা এবং স্ত্রীব্যতীত পুরুষের জীবন ধারণ করা সমান।—লুথার।

১০। নারী যদি পুরুষকে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়া থাকেন, এতকাল তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সে ক্ষতি পূরণ হইয়াছে।—সেলডেন।

১১। সুন্দরী রমণী চক্ষু বিনোদন করে, সতী নারী হৃদয় রঞ্জন করে। একটী রত্ন, আর একটী রত্নভাণ্ডার। —১ম নেপোলিয়ন।

১২। আমাকে ভাল মা দেও, আমি ভাল জাতি প্রস্তুত করিয়া দিব।—ঐ।

ফুলার-বন্দনা।

"চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

১

ছিল্ন বঙ্গে ছোট লাট
পাতিয়া আসন পাট
বিরাজিছে শশী যথা পূর্ণিমা-নিশায়;
রাজার,স্বজন জাতি,
রাজার পরম জ্ঞাতি,
নমঃ নমঃ নরোত্তম-পদ-পাদুকায়।

২

আহা সে পুরুষবর,
না জানি কেমনতর,
কিবা আঁখি নাসা ভুরু কিবা তার ঠোঁট;
কিবা তার সাধ আশা,
কেমন আলাপ ভাষা,
কিবা তার পেণ্টুলান কিবা তার কোট্!

৩

কিছুই জানিনা তার,
তবু এ কি চমৎকার,
শয়নে স্বপনে চিত্ত তাতেই মগন;
কেগো সে দেবের অংশ,
উজলি ইংরাজ-বংশ,
আসিয়াছে ধরাতলে দিতে জাগরণ?

৪

সরল পবিত্র মন,
স্নেহ প্রীতি-পরায়ণ,
প্রাণখানি ঢেলে দেছে মানবের হিতে;
বাঙ্গালি সামান্য নয়—
অকৃতজ্ঞ দুরাশয়,
মহত-মহিমা তাই পারে না বুঝিতে!

৫

বাঙ্গালী-যকৃত পীলে,
ফাটে ক্ষুদ্র চড় কীলে,
বাঙ্গালীর মাথা কাটে মধুর আঘাতে;
বিভীষণ শব্দ গুলি—
"বন্দে মাতরং" বুলি
বাজে পাছে বাঙ্গালির সুকোমল দাঁতে;

৬

শোন সুধী শাস্ত্রমতে,
"স্নেহঃ পাপমাশঙ্কতে" *
সদয় ব্যথিত প্রাণে তাই মহামতি
গোল বাঁধিবার কালে
পাঠাইলা বরিশালে
গোলা গুলি লাঠি সহ সেনা সেনাপতি।

৭

সে তপ্ত নয়ন-ভঙ্গি
সঙ্গীন-শাসন লঙ্ঘি,
"বন্দে মাতরম্" ধ্বনি ছাইল গগন ;
কাজেই ত্যজিয়া ব্রীড়া,
আরম্ভিল রণক্রীড়া—
সে কেবলি রক্তপাত—বধেনি জীবন।

৮

কেবলি লইল সাথে
সয়েছে সুরেন্দ্রনাথে,
উদার ইমারসন মধুর হাসিয়া ;
দুটি কথা শুনাইল,
"লীডারে" ফেরত দিল,
রজতের খণ্ড মাত্র লইল মাগিয়া।

৯

ছাড়িত কি সেনাগণ
অথবা ইমারসন,
অবাধ্য নিরস্ত্র বঙ্গ-সন্তানে এবার ?—
মেঘের আড়াল থেকে
কে যে গো উঠিল ডেকে,
"নেটিভের হত্যা আজ নেভার নেভার !"

* স্নেহঃ খলু পাপমাশঙ্কতে।

১০

—সেতো আর কেহ নয়,
আমাদেরি দয়াময়—
ছিল বাঙ্গালার সেই ছোট্ট মহাপ্রভু
নব ইন্দ্রজিত-লীলা
কলিকালে দেখাইলা,
পাষণ্ডে কলঙ্ক ঘোষে শত মুখে তবু!

১১

না হয় স্বদেশভক্ত
ঢালিয়াছে কিছু রক্ত,
ক্ষণী চিত্তরঞ্জনের গেছে কিছু মাথা ;
না হয় কুলের নারী
রাজপথে—ভয়নারি,
ভয়ত্রস্তা মৃগীসমা ছুটেছে অনাথা ;

১২

না হয় বিলিতি দাদা
বকিতে দিয়েছে বাধা,
না হয় সুরেন্দ্রনাথ দেছে জরিমানা ;
তা ব'লে বাঙ্গালি! তোর
কেন এত মুখ-জোর—
সহেনি কি নিত্যানন্দ কলসীর কাণা ?

১৩

আজি ছোট মহামতি
দিতেছেন অনুমতি
"বন্দে মাতরম্ গাহ যেথানে সেথানে ;
মাভৈ রে বঙ্গবাসী!
বুটন তোদেরি দাসী,
আমি ত্রাতা মাসতুতু, গেঁথে রাখ্ প্রাণে ;

১৪

"স্বদেশীতে ঢালি চিত্ত
লহ ধর্ম্ম মোক্ষ বিত্ত,

দেশীয় কলম কালি কাগজ লইয়া
স্বদেশী পুস্তক লেখ,
কুলারে স্মরণ রেখ,
জন্ম তার শাপভ্রষ্ট—বশিষ্ঠ মরিয়া”

১৫

ছিন্ন বঙ্গে ছোটলাট !
পাতিয়া আসন পাট,
উজলিছে চন্দ্রকলা যেন পূর্ণিমায় ;
বাঙ্গালা হয়েছে ধন্য,
বাঙ্গালি কৃতার্থম্মন্য,
পুণ্যবান্. কীর্ত্তিমান্, লভিয়া তোমায়।

১৩১৩ সাল।
২৭শে জ্যৈষ্ঠ
রবিবার।

কস্যচিৎ
বঙ্গ-সন্তানস্য,
জেলা যশোহর।

রসায়ন।

মার্শ গ্যাস্ বা জলা-বাষ্প।

সাঙ্কেতিক নাম CH_4 ; মৌলিকাণুর ভার ১৬।

শতাংশিকের উষ্ণতায়—ভার ৮।

ইহা ১ ভাগ অঙ্গার ও ৪ ভাগ হাইড্রোজেন সংযোগে উৎপন্ন হয় ; এ নিমিত্ত ইহাকে চতুরুদ-অঙ্গার গ্যাস কহিয়া থাকে। এবং $C_2 H_4$ অপেক্ষা কার্ব্বন কম আছে বলিয়া ইহাকে লাইট-কার্ব্বুরেটেড হাইড্রোজেন (Light carburetted Hydrogen) কহে। স্রোতোহীন বদ্ধ জলাশয়ে উদ্ভিদ পচিলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয় ; এইজন্য ইহাকে মার্শগ্যাস বা পূতিবায়ু বা আর্দ্র মেথিলিক হাইড্রাইড কহে। পাথুরিয়া কয়লার খনিতে এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া দীপস্পর্শে প্রবলবেগে জ্বলিত ও শব্দিত হইয়া সময়ে সময়ে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত করে।

ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, বায়বীয় পদার্থ। ইহা জলে দ্রব হয় না এবং বিষধর্ম্মী নহে। প্রশ্বসিত হইলে ইহা দ্বারা কোনও অনিষ্ট হয় না। চাপ ও শৈত্য-সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিন আকারে আনা যায় না। ইহা দাহক নহে কিন্তু দাহ্য ; শ্বেতার্চ্চিঃ হইয়া জ্বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহার আলোক উজ্জ্বল নহে। জ্বলিবার সময় যদি আপন আয়তন অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত অক্সিজেন অথবা ১০ গুণ পরিমিত বায়ু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত শব্দিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহার জ্বলনে বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত জল ও দ্বাম্লঅঙ্গার উৎপন্ন হয়। কয়লার খনিতে যে জীবননাশ হয়, তাহা ঐ জলনোৎপন্ন দ্বাম্ল অঙ্গার প্রশ্বসন দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

ইহা বায়ু অপেক্ষা, ৫৫৯ গুণ লঘু। পূতি-বায়ু উদ্‌জান অপেক্ষা ৮ গুণ ভারী হইলেও বায়ু অপেক্ষা এত লঘু যে ইহা

দ্বারা ব্যোমযান-উড্ডয়ন কার্য্য সমাধা হইতে পারে। ইহা উদ্জান ভিন্ন সমুদায় পদার্থ অপেক্ষা লঘু।

প্রস্তুত-প্রণালী—(১) কোন পঙ্কিল পুষ্করিণীতে একটী প্রশস্ত-মুখ বোতল জলপূর্ণ করিয়া উপুড়ভাবে মগ্ন করিয়া তন্নিম্নস্থ পঙ্ক আলোড়িত করিলে $CO_২$ মিশ্রিত $CH_৪$ বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। বোতল উঠাইয়া লইয়া তন্মধ্যে একখণ্ড আর্দ্র পটাস নিক্ষেপ করিলে ঐ পটাস দ্বারা CO_2 আকৃষ্ট হয়, পূতি-বায়ু অবশিষ্ট থাকে।

(২) সোডিয়ম্ এসিটেট্ ও কষ্টিক সোডা একত্র উত্তপ্ত করিলে সোডিয়ম কার্ব্বনেট ও $CH_৪$ উৎপন্ন হয়; যথা—

$Na\,C_২\,H_৩\,O_২ + Na\;\;HO = Na_২\,CO_৩ + CH_৪$

তৈলোৎপাদক বাষ্প।

সাঙ্কেতিক নাম $C_২\,H_৪$. যৌগিক গুরুত্ব ২৮।

ইতিহাস—তৈলোৎপাদক বাষ্প উদ্জান অপেক্ষা ১৪ গুণ ভারী। ইহা হরিতীনের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে মিলিত হইয়া তৈলের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে বলিয়া, ওলন্দাজ রসায়ন-বেত্তারা ঐ বাষ্পীয় পদার্থটীকে ওলিফায়্যান্ট গ্যাস বা তৈলোৎপাদক বাষ্প নামে আখ্যাত করিয়াছেন। দুই ভাগ অঙ্গার ও চারি ভাগ উদ্জান রাসায়নিক সম্বন্ধে মিলিত হইলে তৈলোৎপাদক বাষ্প উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে চতুরুদ অঙ্গার এবং গুরু-কার্ব্বরেটেড হাইড্রোজেন (heavy carburretted Hydrogen) কহা যায়। ইহাতে মার্শ গ্যাস অপেক্ষা ১ ভাগ H অধিক আছে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ ও অদৃশ্য। ইহা মার্শ গ্যাস অপেক্ষা উজ্জলশিখ হইয়া জলিয়া থাকে; ইহার দহনে CH এর সহিত বায়ুস্থ O সংযুক্ত হইয়া জল ও কার্ব্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯৮১। কেহ কেহ কহেন ইহার রসুনের ন্যায় গন্ধ আছে।

প্রস্তুত-প্রণালী—

দুই ভাগ তেজস্কর গন্ধক-দ্রাবক ও এক ভাগ আল্‌কোহল মিশ্রিত করিয়া কাচের কুপীতে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে তৈলোৎপাদক বাষ্প উৎপন্ন হয়। এস্থলে আল্‌কোহলের সহিত $H_২\,SO_৪$ মিশ্রিত হইয়া কোনও যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। কেবল আল্‌কোহলের জলীয় অংশ গন্ধক দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া বাষ্পাকারে ওলিফায়্যান্ট গ্যাস নির্গত হইয়া থাকে। যথা—$(C_২\,H_৬\,O) + H_২\,S\,O_৪ = (H_২\,S\,O_৪\,H_২\,O) + C_২\,H_৪$ অথবা $C_২\,H_৬\,O - H_২\,O = C_২\,H_৪$।

পরীক্ষা—

১। ইথিলীন পূর্ণ বোতল-মুখে দীপ লগ্ন করিলে ইহা উজ্জল আলোক সহকারে জলিতে থাকে।

২। ইথিলীনের এক আয়তন প্রমাণ

অম্লজন মিশাইয়া দীপ সংলগ্ন করিলে মহা শব্দিত হইয়া জলিয়া উঠে।

৩। একটী বোতলে সমান সমান আয়তন ইথিলীন ও ক্লোরাইন মিশ্রিত করিয়া বোতলটী কিয়ৎক্ষণ জলমগ্ন করিলে বোতলের অন্তর্গত গ্যাসদ্বয় সংযুক্ত হইয়া একপ্রকার তৈলজ পদার্থ জন্মিয়া জলের উপর ভাসিবে, ইহাকে ইথিলীন্-ক্লোরাইড্ কহে; উহার চিহ্ন এই $C_২ H_৪ + ২Cl = C_২ H_৪ Cl_২$।

৪। কোন বড় বোতলে এক আয়তন ইথিলীন ও দুই আয়তন ক্লোরাইন মিশ্রিত করিয়া দীপ স্পর্শ করিলে (HCl) উৎপন্ন হইবে। অঙ্গার বোতলের গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ আবরণের ন্যায় সঞ্চিত হয়। যথা $C_২ H_৪ + ৩O_২ = ২ CO_২ + ২H_২ O$

সেফ্‌টী ল্যাম্প বা নিরাপদ প্রদীপ।

উপযুক্ত উত্তাপ না পাইলে পূতিবায়ু জলে না। এই বিষয়টী সার হেম্ফ্রী ডেবী সাহেব অবগত হইয়া বিপদ নিবারণ জন্য এক প্রকার সেফ্‌টী-ল্যাম্প অর্থাৎ রক্ষা-প্রদীপ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকর্ত্তার নামানুসারে ঐ দীপকে ডেবীস্ ল্যাম্পও কহিয়া থাকে। উহা লৌহ বা তাম্রতারের জাল নির্ম্মিত চোঙের আকারে খাঁচা বিশেষে স্থাপিত তৈলাধার দীপ মাত্র। পূতিবায়ু ঐ খাঁচার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দীপলগ্ন হইলে ঐ খাঁচার মধ্যে থাকিয়াই জলিয়া উঠে। উহার জলনে তাপ উৎপন্ন হয়। তার সংস্পর্শে তাহার শিখার তাপ এত কমিয়া যায় যে বাহিরের পূতিবায়ু জলিত হইতে পারে না, তজ্জন্য কোনও বিপদ ঘটে না। এরূপ ঘটনা হইবামাত্র সেই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত, যেহেতু খাঁচার মধ্যে পূতিবায়ু দীর্ঘকাল জলিয়া তার সকল এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে তার-সংযোগস্থ বহির্ভাগের পূতিবায়ু জলিয়া উঠে, তজ্জন্য ঘোরতর বিপদ হইতে পারে।

ডাক্তার সত্যপ্রিয় দত্ত।

বালক ধর্ম্মার্থীদিগের প্রতি।

দশবিধি।

১। প্রতিদিন ভক্তিভরে পূজিবে ঈশ্বরে,
২। পিতামাতা গুরুজনে সেবিবে আদরে।
৩। ভাই বোন সঙ্গী সবে ভালবাসা দিবে,
৪। দীনে দয়া—সর্ব্বজীবে মমতা করিবে।
৫। সযতনে বিদ্যাধন করিবে অর্জ্জন,
৬। আপন উন্নতিতরে হবে দৃঢ়পণ।
৭। আত্মদোষ পরীক্ষিয়া করিবে শোধন,
৮। ঈশ্বরচরণে ক্ষমা করিবে প্রার্থন।
৯। সময় অর্থের ব্যয় করিবে বিহিত,
১০। যথাকার দ্রব্য তথা রাখিবে সজ্জিত।

দশ নিষেধ।

১। মিথ্যাকথা কটুকথা কভু না কহিবে,
২। বিবাদ কলহ যথা, তথা না যাইবে।

৩। গুরুজন-বাক্য কভু করো না হেলন,
৪। আলস্যে সময় বৃথা করো না হরণ।
৫। আপনার কাজ চাপা'ওনা অন্যোপরি,
৬। খোয়া'ওনা কোন দ্রব্য অপচয় করি।
৭। পরের দ্রব্যেতে লোভ করো না কখন,
৮। করো না কাহার হিংসা অনিষ্ট-চিন্তন।
৯। অশুদ্ধ করো না দেহ—সে যে দেবালয়,
১০। মাদক ব্যসনে কভু দিও না প্রশ্রয়।

গরিলা।



আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে গরিলাকে মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকেন, তাহার ছবি উপরে দেখ। ইহা সিম্পাঞ্জি নামক বনমানুষজাতীয় বলিয়া প্রথমে বিবেচিত হইত। কিন্তু জীয়ফ্রয় সেণ্ট হিলেয়ার নামক ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ইহাকে এক স্বতন্ত্র জীবশ্রেণী বলিয়াছেন। এই জীব পশ্চিম আফ্রিকায় আছে, বহুদিন

জনশ্রুতিতে ছিল ; ১৮৪৭ সালে গরিলার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার উইলসন নামে এক মার্কিন মিসনরী গাবুনা নদীতীর হইতে বোষ্টন নগরের ডাক্তার সাভেজের নিকট ইহার এক মাথার খুলি পাঠাইয়া দেন। তিনি ইহার কঙ্কাল বা অস্থিদেহের কতক অংশও পান। তাহাদ্বারা সাভেজ স্থির করেন, ইহা ৫ফুট দীর্ঘাকৃতি বৃহৎ বানর; বফোন-আবিষ্কৃত আউরাং আউটাং হইতে ইহা বিভিন্ন। অতঃপর এই জন্তুর পূর্ণ-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে। মুসিয়ার ডু চাইলু "আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলের আবিষ্কার ও ভ্রমণ" নামে এক গ্রন্থে গরিলার বিষয় বর্ণন করেন। গরিলা ও সিম্পাঞ্জিতে প্রভেদ অনেক। গরিলা সিম্পাঞ্জি অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। পূর্ণবয়স্ক গরিলা ৫॥ কখনও ৬ ফুটের অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের বল অসাধারণ। ইহাদের হস্ত ও পদের ন্যায় চোয়ালের শক্তিও অধিক। চক্ষুর উপরিস্থ অস্থিরেখা অধিক সুস্পষ্ট। ইহাদের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র, কিন্তু নাকের হাড় সিম্পাঞ্জির অপেক্ষা উচ্চ, ইহাতে মনুষ্যকঙ্কালের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য অধিক বোধ হয়। ইহা-দের শ্বদন্ত, কর্ত্তন-দন্ত, ও কসের দাঁত যদিও সুসজ্জিত নয়, তথাপি অনেকটা মানুষের দন্তশ্রেণীর ন্যায়। মুখমণ্ডলের উপরিভাগ মানুষের মত, কিন্তু নিম্নভাগ সূচলো। ইহাদের এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধ পর্য্যন্ত স্থান চওড়া, পাঁজরা ১৩ যোড়া। ইহাদের বস্তিদেশ অন্য বানরের ন্যায় নয়, অনেকটা মনুষ্যাকৃতি। ইহাদের পা মানুষের পা অপেক্ষা খর্ব্ব হইলেও সিম্পাঞ্জি অপেক্ষা দীর্ঘ। ইহারা দাঁড়াইলে বাহু আজানুলম্বিত হয়। পায় তলা মানুষের মত ভ্রমণোপযোগী এবং পদের বুড়ো আঙ্গুল হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায়। হস্তের আকৃতি ও জোর অসাধারণ। হস্তের অঙ্গুলিগুলি খর্ব্ব অথচ মোটা। গরিলার চর্ম্ম দেখিতে কাল, কাল রোম নিম্নদেশ হইতে ক্রমে ফিঁকা হইয়া উঠিয়া মস্তক আবৃত করিয়াছে। মাথার চুল কটা। বাহুর রোম অধিক দীর্ঘ। মুখমণ্ডল রোমশ, কিন্তু বক্ষঃস্থল রোম-হীন। মুখগহ্বর বৃহৎ ও প্রশস্ত, ঘাড় নাই বলিলেই হয়। চক্ষু কোটরগত এবং মুখভঙ্গী ভয়ঙ্কর। ইহারা যদিও উদ্ভিদ-ভোজী, তথাপি অত্যন্ত পেটুক। ইহাদের লম্বোদর সম্মুখে স্ফীত। গরিলারা তত দলবদ্ধ হইয়া থাকে না। তাহারা ভূমিতে বাস করে, কিন্তু আহারান্বেষণে বৃক্ষে বৃক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা যেরূপ বলশালী, তাহাতে কোনও শ্বাপদ জন্তুকে ভয় করে না এবং নির্ভয়ে নিবিড় জঙ্গলে ভ্রমণ করে। উষ্ণদেশবাসী কাফ্রিরা ইহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করে। ইহারা প্রায়ই পোষ মানে না। ডু চাইলু গরিলা অপেক্ষা ছোট আর দুই বানরজাতির উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাদের নাম কুলো-

কাম্বা এবং উদিনখোভ। এই শেষ-জাতীয় বানর বৃক্ষ পত্রদ্বারা একপ্রকার আশ্রয়-স্থান নির্ম্মাণ করে, তাহা দেখিতে ছত্রাকার।

দেশাচার।

শব-সৎকার।

১। তিব্বতীয়েরা মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া হ্রদে নিক্ষেপ করে, তথায় মৎস্যগণ তাহা ভক্ষণ করে।

২। ব্যাকট্রিয়েরা কতকগুলি কুকুর পুষিত, মৃত আত্মীয়ের দেহ তাহাদেরই ভক্ষ্য ছিল।

৩। প্রাচীন নর্সেরা (নরওয়ে প্রভৃতি দেশবাসীরা) আত্মীয়ের সমুদায় সাজ-সজ্জার সহিত তাহার জলন্তদেহ জাহাজে করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিত।

৪। ইথিওপীয় জাতি শবদেহ হয় নদীতে নিক্ষেপ করিত, নচেৎ সোণার বা পোড়া মাটীর প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে রাখিত।

৫। বাবিলোনীয়েরা দাহক্রিয়াকে সূর্য্যদেবের অবমাননা মনে করিয়া মৃতদেহ মধুর কলসে ডুবাইয়া রাখিত।

৬। কানারী দ্বীপবাসীরা মৃতদেহ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে বার্ণিস করিয়া রাখিত।

৭। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের প্রস্তর-যুগের লোকে আপনারা যেরূপ পর্ব্বত-গুহায় বাস করিত, শবকেও সেইরূপ গুহায় সমাহিত করিত।

৮। মিসরবাসীদের যেমন সংরক্ষিত শব ছিল, পেরু ও মেক্সিকোবাসীদের মধ্যেও সেইরূপ ছিল।

৯। গ্রীকদের মধ্যে দাহক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল। রোমকেরা সাধারণতন্ত্রের সময় শব গোর দিত, উত্তরকালে গ্রীক-প্রথা অবলম্বন করিয়া দাহ করিত।

১০। পার্সিরা দাখামা বা নীরবতার গৃহে শব রাখিয়া দেয়। শকুনীরা মাংস খাইলে এক মাসের মধ্যে অস্থিগুলি কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এই কূপে বংশাবলীর দেহাবশেষ আছে।

১১। উনাস্কা ও স্নুটকা সাউণ্ড অধি-বাসীরা পাহাড়ের উপর শবের সমাধি দেয়। গোরের উপর প্রত্যেক পান্থ এক একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে।

১২। হিন্দুরা শব দাহ করে। পূর্ব্বে মৃত স্বামীর সহিত স্ত্রীরা সহমৃতা হইতেন। কোন কোন স্থলে রাজা বা বড়লোক মরিলে তাঁহার সহিত প্রিয় ঘোড়া ও দাসদাসীদিগকেও অগ্নিসাৎ করা হইত।

১৩। ব্রহ্মদেশবাসীরা শবকে বার্ণিস করা শবাধারে রাখিয়া প্রথমতঃ সুগন্ধি

চন্দনাদি কাষ্ঠের চিতায় পোড়ায়, তৎপরে দগ্ধদেহ মাটীতে পোঁতে।

১৪। আমেরিকার আদিমবাসীরা মৃত আত্মীয়ের শব গাছে টাঙ্গাইয়া দেয়, তথায় শকুনী প্রভৃতি খাইয়া ফেলে। কোন কোন জাতি মৃতদেহ উইলো শাখায় জড়াইয়া কার্পাস বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখে এবং তৎসঙ্গে খাদ্য, অস্ত্র ও তামাক দেয়। তাহাদের বিশ্বাস আত্মীয়ের দূরদেশে শিকার বা ভ্রমণকালে এ সকলের প্রয়োজন হইবে।

১৫। চিনেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমি বাছিয়া তথায় শব সমাহিত করে। চিন শ্রমজীবীরা যখন দূরদেশে যায়, তখন লেখা পড়া করিয়া লয় যে, তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের দেহ স্বদেশে পাঠাইতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষদের দেহ-পরমাণুর সহিত তাহাদেরও দেহ-পরমাণু মিশিবে এবং তাহাদের আত্মা পূর্ব্বপুরুষদের সহিত মিলিত হইবে। ইহা না হইলে তাহাদের আত্মা বিদেশে বিদেশীয়দিগের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে ও মহা ক্লেশ পাইবে!!

নূতন সংবাদ।

১। মাতাজি মহারাণী তপস্বিনী কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়া মহাকালী পাঠশালা খুলিয়াছেন। তাঁহার কাশীর বালিকা-বিদ্যালয়েরও অবস্থা ভাল হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

২। আম্রের এই দুর্বৎসরে আকেয়াব দ্বীপে দু এক টাকার ভাল আম্রের শ বিকাইতেছে, এটি সুখের সংবাদ।

৩। ইংলণ্ডের রাজা রাণীর ন্যায় যুবরাজ ও যুবরাণীও বিবাহোৎসবে মাড্রিডে গিয়াছিলেন, তথা হইতে বিদায় লইয়া লণ্ডনে আসিয়াছেন।

৪। বাবু প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি ৮০০ টাকা বেতনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির একটিন সেক্রেটারী হইয়াছেন। এ পদে দেশীয়ের এই প্রথম নিয়োগ।

৫। আফ্রিকায় নেটালের ন্যায় সুদানেরও ইংরাজ-প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে।

৬। মতিলাল সা তাঁহার দশ বৎসরের বিবাহিতা স্ত্রীকে শ্বশুর বদন সা আটকাইয়াছে বলিয়া নালিশ-বন্দী হয়। সম্প্রতি আইন অনুসারে বার বৎসরের কম বয়সের বালিকা স্বামীর নিকট থাকিবার উপযুক্ত নয়, এই যুক্তিতে আদালত কন্যার ভার তাহার পিতার হস্তে দিয়াছেন।

৭। মেলবোরণের এক কেরাণী একখানি পোষ্টকার্ডে ১০,১৬১টী শব্দ লিখিয়াছেন।

৮। আগামী ১লা জুলাই হইতে অণ্ডাল-সাঁইথা রেল লাইন খুলিবে।

৯। ঢাকায় নূতন কলেজ নির্ম্মাণে ২লক্ষ, আর্ট কলেজ গৃহনির্ম্মাণে ১,২৫,০০০ এবং কুর্জ্জন হল নির্ম্মাণে ১লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

১০। লেপ্টনন্ট কর্ণেল এন্ চাটুর্য্যি ব্রহ্মদেশের সর্ব্বপ্রধান "মেডিকাল অফিসার" হইলেন। দেশীয়ের পক্ষে এ পদ নূতন।

১১। ৫ই জুন সানফ্রান্সিস্কোতে দ্বিতীয়বার ভূমিকম্প হইয়াছে।

১২। স্পেন বরবাত্রে আর কয়েক জন আহত সৈন্য হাঁসপাতালে মরিয়াছে।

১৩। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বাকরগঞ্জের জজ সুরেন্দ্র বাবুর "কোর্ট অবমাননার" আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৪। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী স্বনাম-ধন্য কৃষ্ণদাস পালের পুত্র বাবু রাধাচরণ পালকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। ইনি পিতার নাম রক্ষা করুন্।

১৫। স্পেনদেশীয় ২৮ বৎসরের ধনি-সন্তান মাটিও মরাল স্পেন রাজদম্পতীর আততায়ী বলিয়া ধৃত হয়। সে আত্ম-হত্যা করিয়াছে। তাহার সহচর অনেকে ধরা পড়িয়াছে।

১৬। শিক্ষয়িত্রীদিগকে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা ও বাঁকিপুরে দুইটী আদর্শ শিক্ষয়িত্রী-কলেজ প্রতিষ্ঠা গবর্ণমেণ্টের স্থিরসিদ্ধান্ত। এই দুইটী কলেজের জন্য ইংলণ্ড হইতে দুইটী বিদুষী খ্রীষ্টীয় মহিলা প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসিবেন।

১৭। ইহুদীদের প্রাচীন রাজধানী জেরুসালেমের শেষ আদমসুমারিতে জানা যায়, তথায় এখন নানা দেশীয় ইহুদীর সংখ্যা ৬০,০০০, খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ৪০,০০০ ও মুসলমানের সংখ্যা ৫,০০০ মাত্র। ইহুদীরা স্বদেশ হারাইয়া পৃথিবী-ময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

১৮। সুবিখ্যাত বহুদর্শী ইংরাজ ক্ষতচিকিৎসকদিগের সিদ্ধান্ত এই, ক্ষত-মুখে দগ্ধ পশমের ধোঁয়া দিলে ক্ষতের বিষ-বীজ নির্ম্মূল হইয়া যায়। বিশ ত্রিশ মিনিট ধরিয়া ধোঁয়া লাগাইতে পারিলে যন্ত্রণার উপশম হয় ও রোগীর ক্ষতও পূরিয়া উঠে।

১৯। বাঙ্গলার এসিয়াটিক সোসাইটীর ভাষাতত্ব, প্রাণিতত্ব ও মানবতত্ব তিন বিভাগ ছিল। ইহার সহিত চিকিৎসাতত্ব নামে এক নূতন বিভাগ সংযুক্ত হইবে।

২০। এবার র‍্যাংকেটে সিনিয়র রাঙ্গলার রাজন মান্দ্রাজের এক সুবিখ্যাত ছাত্র। ৬ষ্ঠ রাঙ্গলার বীরেন্দ্রনাথ দেব এম এ মেদিনীপুরের এক দরিদ্রসন্তান।

২১। রুক্মিণীমল এবং শ্রীরঙ্গমলনাম্নী যে দুইটী মান্দ্রাজী যুবতী বি এ পরীক্ষো-ত্তীর্ণা হইয়াছেন, মহীশূরের মহারাণী এক দরবার করিয়া তাঁহাদিগকে বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ পুরস্কার দিয়াছেন।

বামারচনা।

চাতকের প্রাণ।

নিয়ে যা আমায় নিয়ে যা আমায়
তপনের দূত! নীলাকাশ গায়।
সংসার যে বড় আবিলতাময়,
পলে পলে করে মম আয়ুক্ষয়।
চাহি না ভাইরে এদেশে থাকিতে,
লয়ে চল তোমা পাখা দুটী পেতে।
সদানন্দ তুমি—উন্মুক্তপরাণ,
ভবের জঞ্জাল পায় নাকো স্থান,
তাই ধাও নিতি নীলাম্বরপথে
অরুণের দেশে কিরণের রথে।

(হায়!) সংসারের দুঃখী—শত শত জনে
দেখিয়া কি দয়া হয় না পরাণে?
(আহা!) প্রভাতে যখনি গগনে উধাও,
গীতি-সুধা ঢেলে জগত মাতাও,
বড় প্রাণ কাঁদে যেতে অই দেশে,
শোক-জ্বালা যাবে ও বায়ু পরশে।
অমরার আলো ম্লান নয় কভু;
ত্বরা লয়ে চল যথা মম প্রভু।

—ভা।

পচম্বা, ২২ সেপ্টেম্বর—১৮৯২।

বিয়োগ-গাথা।

(কবি-ভগিনী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর অকালবিয়োগ উপলক্ষে লিখিত।)

এত শীঘ্র ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন,
তোমার সংসার ফেলে
হায় কবি, কোথা গেলে?
ছাড়িতে সংসার-রাজ্য কাঁদিল না মন!
এমন নিঠুর হিয়ে,
বিষয়-বিরাগী হ'য়ে,
কোথা তুমি কেন হায়! করিলে গমন? ১

আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ তোমারি লাগিয়া
আকুল বিষাদে মিশি
কাঁদিতেছে দিবা নিশি,
স্মরিতে বিদায়-দৃশ্য উঠি শিহরিয়া।
তোমার আপন যাঁরা,
কেমনে আছেন তাঁরা,
ভাবিতে আমার প্রাণ যায় বিদরিয়া! ২

আছে সুখ আছে দুঃখ জগৎ ব্যাপিয়া,
তুমি কি ভগিনী হায়!
নিপীড়িত বেদনায়,
যাতনা উঠিল তব জীবন ছাপিয়া!!
তাই কি নিঃসঙ্গ-বেশে
চলিলে অচেনা দেশে,
স্নিগ্ধ-শান্তি-পুণ্য-সুখ-তৃপ্তির লাগিয়া? ৩

প্রতিভায় প্রকাশিয়ে জীবন-প্রভাতে,
না সেবিতে সন্ধ্যা বায়ু
মধ্যাহ্নে ফুরাল আয়ু!
এই কি অদৃষ্ট-লেখা আছিল তোমাতে?
হায় কবি, এ জগত
নির্ম্মম নিষ্ঠুর এত,
প্রয়োজন যারে,তারে পারে না রাখিতে ৪

অম্বর-আলয় হ'তে প্রকাশিলে যাহা,
বিষাদ বেদনা মাখা
সোহাগ লালিত্য ঢাকা,
সাধের সঙ্গিনী যেই ছিল হেথা আহা!
সে কবিতা ভগ্নবুকে
অশ্রুভরা ম্লানমুখে,
সহিতে বিরহ তব রয়ে গেল তাহা! (৫)

জগতের সুখ দুঃখ করি দরশন,
একান্তে আপন মনে
রচিতে গো নিরজনে,—
তোমার সে গাথাগুলি মধুর কেমন!
প্রফুল্ল প্রশান্ত প্রাণ—
আর গাহিবে না গান,
আজ হ'তে শব্দহীন তব কুঞ্জবন। ৬

অই রবি-শশী-তারা আসিবে ফিরিয়া,
দিবস রজনী আর
আলোক ও অন্ধকার,
আসিবে আবার, তুমি রবে লুকাইয়া।
হাসিবে সংসারী জন,
হাসিবে গো ফুলবন,
তুমি আর দাঁড়াবে না মধুর হাসিয়া! ৭

তোমাকে বিদায় দিতে কেঁদে উঠে প্রাণ।
তোমার সঙ্গিনী মোরা
তোমারে হইনু হারা,
তব-সঙ্গ-সুখ আজ হ'তে অবসান।
যাও কবি ফুল্ল-প্রাণে
তোমারি সে কাম্য স্থানে,
বিষাদ বেদনা ভুলি লভিও আরাম!! ৮

শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু।

বন্ধুর প্রতি।

কবে করেছিলে তুমি কোন্ অপরাধ,
কবে তুমি দিয়েছিলে ব্যথা,
কবে অভিমানভরে পায়ে ঠেলে ছিলে,
বলেছিলে সুকঠিন কথা।
আজ আর সেই কথা এনোনা তুলিয়া
অতীতের অন্ধকার হ'তে,
অতীতে মুহূর্ত্ত ভু'লে হয়ে গেছে যাহা,
থাক্ তাহা লুকায়ে অতীতে।
আমি কতদিন প্রাণে দিয়েছি বেদনা,
জলে তব ভরেছে নয়ন,
বড় আশা ক'রে যবে কাছে এসেছিলে,
ফিরায়েছি আমার বদন।
আশা করে এসেছিলে ডেকে লবে কাছে
কত যত্নে ভালবাসা-ভরে,
হয়ত সে দিন ওগো হয়েছে এমন
আমি হায়, চাহি নাই ফিরে।
ব্যথা পেয়ে চলে গেছ আপনার গৃহে
ক্লান্তমনে তপ্ত হৃদি লয়ে,
সে সব দিনের কথা—সেই অবহেলা
ক্ষমা কর সব প্রাণ দিয়ে।
আমার হৃদয় লয়ে করেছ যে খেলা,
মোরে তাহা ভুলে যেতে দাও;
আমি যত দিন তোমা করিয়াছি হেলা
তাও আজ ভুলে তুমি যাও।
আবার নিকটে মোরে ডেকে লও তুমি
স্নিগ্ধ স্নেহে ভালবাসা ভরে,

আমি কাছে ডেকে লয়ে আজিকে তোমায়
হৃদয়েতে বরিব সাদরে।
দুঃখ ব্যথা অবহেলা যাতনা বেদনা
মুছে ফেলি হৃদয় হইতে,
অতীতের ব্যথা-ক্ষত নয়নের জল
থাক্, প্রিয়, লুকায়ে অতীতে।

চামেলী।

কাক ঝোরা। *

১

কোথায় চলেছ তুমি নির্ঝরের জল!
কুলু কুলু কুলু রবে,
মোহিত করিছ সবে,
মুখরিত করি চির-স্তব্ধ-বনস্থল?

২

নীরব পাহাড়-ভূমি—নীরব সকল;
ভাঙ্গিয়া সে নিস্তব্ধতা,
তুমি চলিয়াছ কোথা,
অয়িলো রজত-লতা সুন্দর সরল?

৩

কোন্ দেব-দেশ হতে উজ্জ্বল অমল
রজত-ঝরণা ঝরি,
পড়িছ পর্ব্বতোপরি,
পান করি পরিতৃপ্ত তৃষার্ত্ত সকল।

৪

কোথায় চলেছ তুমি নির্ঝরের জল!
চরণে নুপুর কিবা,
বাজিছে যামিনী দিবা,
দিগ্ দিগন্তরে ব্যাপী কল্ কল্ কল্।

৫

অমরের অক্ষিবারি ক্ষরি অবিরল
চলিয়াছে নাচি নাচি,
নাচাইয়া তৃণ গাছি,
ভিজাইয়া কাঁপাইয়া শুষ্ক দূর্ব্বাদল।

৬

বিগলিত শান্তি এই নির্ঝরের জল।
চারিপাশে ফুলদল
করে সদা দলমল,
হেলিয়া দুলিয়া নাচে ব্রততী সকল।

৭

সকলের সুখ-প্রিয় নীর নিরমল,
কখনো সর্পের মত,
বেঁকিয়া হয়েছ নত,
কখনো আধেক বক্র, কখনো সরল।

৮

বরফের মত তুমি সতত শীতল,
পর্ব্বত গহ্বর হতে,
ছুটিয়াছ বনপথে,
ধোয়াইয়া ধরণীর তপ্ত অন্তস্তল,
নির্ঝরের জল!

১৮ এপ্রিল -০৬
দারজিলিঙ } শ্রীঅম্বুজাসুন্দরীদাসগুপ্ত।

---

* দার্জিলিঙের প্রকাণ্ড নির্ঝর।

Bamabodhini Patrika.

Mme. Curie has been nominated by the Council of the University of Paris to succeed her husband, the late Prof. Curie, in the chair of General Physics held by him at the time of his death. The nomination has been accepted by the Minister of Public Instruction.

In the recent examinations held by the Education Department in the Punjab 370 young men have obtained certificates of qualification as teachers. This supply falls far short of the demand. As for female teachers every available candidate has obtained employment and 300 more are wanted.

REMARKS BY
H. R. H. THE PRINCE OF WALES,
at an entertainment meeting at the Guidhall.
London, May 17, 1906.

"I have realised the patience, the simplicity of life, the loyal devotion, and the religious spirit which characterise the Indian peoples. I know also their faith in the absolute justice and integrity of our rule. I cannot help thinking from all I have seen and heard that the task of governing India will be made the easier if we on our part infuse into it a wider element of sympathy. I will venture to predict that to such sympathy there will be an ever-abundant and genuine response."

The Tsar in opening the assembly of the People's Representatives spoke as follows :—

"Divine Providence has laid on me the care of the welfare of the Fatherland and has moved me to summon representatives elected by the people to co-operate in the work of framing laws. With an ardent belief in a prosperous future for Russia I welcome in you the best men to whose election I commanded my beloved to proceed. Difficult and complicated labours await you, but I believe that the ardent wishes of the dear native land will inspire you and will unite you. I for my part will unswervingly uphold the institutions which I have granted in the firm conviction that you will devote all your powers to the self-sacrificing service of the Fatherland, to a clear presentation of the needs of the peasants which lie so close to my heart, to the enlightenment of the people, and to the development of its well-being. You must realise that for the great welfare of the State not only is liberty necessary, but also order, as the basis of laws. May my ardent wishes be fulfilled. May I see my people happy and be able to bequeath to my son as his inheritance a firmly established, well-ordered, and enligetened State. May God bless me in conjunction with the Council of the Empire and the Duma, in the work before us, and may this day prove the rejuvenation of Russia's moral outlook and the re-incarnation of her best powers. Go to the work to which I have summoned you and justify worthily the trust of your Emperor and your conntry ! God help me and you !"

QUEENS TALLER THAN KINGS.

There is hardly a king in Christendom to-day whose wife does not overtop him by a head.

King Edward is quite six inches shorter than Queen Alexandra.

The Czar is overtopped a full head by the Czarina.

Kaiser Wilhelm is of the medium height, but the German Empress is tall, and that is why the proud Kaiser will never consent to be photographed beside his wife, unless she sits while he stands.

The King of Italy, short and squat, hardly comes up to shoulders of the tall athletic Queen Helena.

The King of Portugal, though fatter, is less tall than his Queen.

Even the Prince of Wales is shorter a good four inches than the Princess.

The young King of Spain is several inches shorter than his new bride. Ena.

The Queen of Denmark towers above her royal spouse.—"New York Press."

WIT AND HUMOUR.

"Money does not make happiness"—Quite so. But how the lack of money makes for woe!

"Silence is golden" —but no mute's a millionaire!

"Beauty is only skin-deep"—Well, that's as far as the sight goes.

If you will play with fire, do it with a hose.

"Children should be seen and not heard."—Why seen?

Not to let one hand know what the other hand does is good Christianity but poor "Bridge."

"Two heads are better than one"—especially if they are on American dollars.

"What is worth getting is worth trying for"—unless you can get it without.—"Harper's Bazar"

At the birth of a Japanese baby a tree is planted which must remain untouched until the marriage-day of the child. Then the tree is cut down, and a skilled cabinet-maker transforms the wood into furniture, which is considered by the young couple as the most beautiful of the ornaments of the house.

One of the notabilities of the town of Moutlucon, in the Department of Allier, is a man named Couion, aged seventy-six, whose beard measures 10ft. 10in. and his moustache is over a yard and a half long. He spends every Sunday dressing his beard, and when he exhibits his uxurious growth the inhabitants of the town come out to see him go by.

At a meeting of Maharatta authors and literary men, held in Poona, on the proposal of Mr. B. G. Tilak, it was resolved to continue the work of compiling the Maharatti Encyclopædia by Mr. M. B. Namjoshi. Mr. Tilak said Government had promised to contribute Rs. 10,000 to-wards the cost of such a work, and he urged his hearers to band together to carry it through. It is estimated that the work would occupy fifteen years to complete at the very least.

A correction—In our last issue the communication about the Dacca Mobila Samiti was from its President, who is a gentleman but was mistaken for a lady.

August, 1906.
No. 516.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪২ বর্ষ। ৫১৬ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩১৩। আগষ্ট, ১৯০৬। } ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল—এই বস্ত্রবয়ন যন্ত্রের মূলধন ১২ লক্ষ টাকা অংশদ্বারা সংগ্রহের চেষ্টা হয়, এখন আবশ্যক মূলধন অপেক্ষা কয়েক লক্ষ টাকা বেশী উঠিয়াছে।

বাঙ্গালীদিগের শিল্পক্ষেত্রে এই প্রথম চেষ্টার শুভফল দর্শনে আমরা যে কতদূর আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে বঙ্গলক্ষ্মী কার্য্যদ্বারা ইহার নামের সার্থকতা করুন্।

সস্ত্রীক গুইকোয়ার—বরদারাজ গুইকোয়ার সস্ত্রীক ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁদের সরলতা, বিচক্ষণতা ও ভদ্র ব্যবহারে বিদেশীরা মুগ্ধ।

চিত্রটালি—সন্তোষের জমীদার বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হেমনলিনী রায় চৌধুরাণী ক্যাম্বেল কোম্পানীর চিত্রটালি কারখানার স্বত্ব ক্রয় করিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন ও নানা বর্ণের ফুল পাতায় অঙ্কিত চিত্রটালি প্রস্তুত করাইতেছেন।

স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসায়ে ধনাঢ্যা রমণীগণ অগ্রসর হইতেছেন, ইহা অতি সাধু ও শুভকর দৃষ্টান্ত।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়—বাঁকিপুরে Training College for Women স্বতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় ইহা বেথুন কলেজের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার নিম্নশ্রেণীগুলিকে শিক্ষয়িত্রীব্রত-শিক্ষার্থিনীদিগের পরীক্ষাক্ষেত্র করা হইবে। আবার ইহার জন্ত পাঁচ শত টাকা বেতনের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ আসিবেন।

কলিকাতার শিক্ষিতা রমণীদল এবং বেথুন

বিদ্যালয়ের হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রায় ৯০ জন অভিভাবক এই শেষ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে বেথুন কলেজের সমূহ ক্ষতি হইবে। শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় হয় বেথুন কলেজের অধীনস্থ শাখা হউক, নয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক। দুইটি স্বাধীন বিদ্যালয়ের সংমিশ্রণ উভয়েরই অনিষ্টসূচক। আর বাঙ্গলা শিক্ষার তত্ত্বাবধানার্থ ইংরাজ বিবির প্রয়োজন কি?

ফাদার লাফোঁর অবসর গ্রহণ—সেণ্ট জেবিয়ার কলেজে প্রায় ৪০ বৎসর সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া ভক্তিভাজন ফাদার লাফোঁ অবসর লইতেছেন।

এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারের ইনি একজন অগ্রণী। কেবল নিজের কলেজে নয়, সকল শ্রেণীর সভাসমিতিতে ইনি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী দ্বারা দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কলিকাতার শিক্ষিতা মহিলারা ইহাঁর সাহায্যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। ইনি ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভা সংগঠনের প্রধান সহকারী। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ইনি এখনও ভারতবর্ষে থাকিয়া যথাসাধ্য কার্য্য করিবেন। ঈশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘজীবী করিয়া ইহাঁদ্বারা এদেশের আরও কল্যাণ বর্দ্ধন করুন।

মাইকেল স্মৃতি-উৎসব—গত ২৯শে জুন কলিকাতাস্থ সমাধিস্থলে শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ অনেকগুলি অনুরাগী লোক একত্র হইয়া ৩৩ বার্ষিক উৎসব করিয়াছেন। আদ্যন্তে সঙ্গীত এবং মধ্যে কয়েকটী বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ হয়। তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রীর লিখিত কবিতাটী অন্যত্র দৃষ্ট হইবে।

এই উৎসব উপলক্ষে বঙ্গের সকল কবির সম্মিলন হইয়া কাব্য-প্রতিযোগিতা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির পথ হয়।

জন্মদিন সম্মান—৯ই নবেম্বর ইংলণ্ডেশ্বর ভারতসম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ডের জন্মদিন হইলেও এ বৎসর ভারতে ২৯এ জুন জন্মদিনের ছুটী হইয়াছে। জন্মদিনে অনেক সম্মানসূচক উপাধি বর্ষিত হইয়াছে। হাইকোর্টের প্রতিনিধি প্রধানতম জজ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষকে কৌলীন্য উপাধি "সার" প্রদত্ত হওয়াতে এদেশ-বাসিগণ পরমানন্দিত হইয়াছেন।

রাজার ইচ্ছায় তাঁহার জন্মোৎসব যখনি হউক ঈশ্বর তাঁহাকে সপরিবারে দীর্ঘজীবী ও সুখী করিয়া রাজধর্ম্মপালনে সমর্থ করুন।

সুরেন্দ্র বাবুর নিষ্কৃতি—ছুলার গবর্ণমেণ্ট বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়কে বরিশালঘটিত যে অপরাধে বিচারিত পুনর্ব্বিচারিত করিয়া ক্লেশ দিতেছিলেন, এখন তাহার মোকর্দ্দমা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং সুরেন্দ্র বাবু দণ্ডিত ২০০ টাকা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।

বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সন ও কোটাল-প্রবর কেম্প যে জবরদস্তী করিয়াছেন, হাইকোর্টে তাহার সুক্ষ্ম বিচার হইলেই বিভ্রাট, এজন্য গবর্ণমেণ্ট আপনার মান বাঁচাইয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু হবচন্দ্র রাজা গবচন্দ্র মন্ত্রিগণ লইয়া কতদিন কৃতিত্ব দেখাইবেন?

ভূমিকম্প—সিমলা ও দার্জ্জিলিঙ অঞ্চলে পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইতেছে। কোন স্থানে বৃহৎ বৃহৎ শৈলস্খলনও হইতেছে।

রাজপুরুষেরা সাবধান। শৈল-বিহার মায়া পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে অধিষ্ঠান করুন্।

রাজ্যাভিষেক — নরওয়ের রাজা হেকন এবং রাজ্ঞী মড গত ২২শে জুন প্রাচীন প্রথানুসারে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের যুবরাজ পত্নীসহ এবং ইউরোপের সকল রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, কেবল জ্ঞাতি-বিরোধ-বশতঃ সুইডেনের রাজা উপস্থিত হন নাই।

ইহুদী-হত্যা—একজন ইহুদী বোম নিক্ষেপ করিয়া কয়েকটি রুষের প্রাণনাশ করে। ইহাতে রুষেরা ক্ষেপিয়া বহু-সংখ্যক ইহুদীকে হত্যা করিয়াছে।

সেবিকাদল—লেডি মিণ্টো একটি প্রশংসনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—সে কার্য্য ইউরোপীয় মহিলাদিগের সেবার জন্য ধাত্রী প্রস্তুত করা। ইহার জন্য যে ফণ্ড হইয়াছে তাহাতে লর্ড মিণ্টো ৫ হাজার ও লর্ড কিচেনার ১৫০০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ব্যবস্থাটি দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য হইলেও ভাল হয়।

মোটর জুতা—ফ্রান্সের কন্‌ষ্টাণ্টাইন নামক এক শিল্পী ১৫ ইঞ্চ লম্বা এক প্রকার জুতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার নীচে চাকা এবং সেই চাকা তাড়িত-পূরিত। ইহা পরিয়া ঘণ্টায় ২৫ মাইল ভ্রমণ করা যায়।

দুর্ভিক্ষ—ভারতের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ, তন্মধ্যে বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমের বিপন্ন অধিক। পূর্ব্ববাঙ্গালায় বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় হাহাকার উঠিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট নাকি কেবল কৃষিজীবীদিগকে কিছু কিছু টাকা ধার দিবেন। ফলায় গবর্ণমেণ্টের নিকট অধিক মমতার প্রত্যাশা করা বৃথা।

স্ত্রী-ব্যবহারাজীব —— অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্‌সল্যাণ্ড নামক স্থানের রমণীগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে আইন ব্যবসায়ের অধিকার পাইয়াছেন।

মৃত্যু—একটী প্রবীণ ও একটী যুবক বন্ধুর মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। প্রবীণ—বাবু চণ্ডীচরণ সেন, পেন্সন প্রাপ্ত সবজজ বঙ্গসাহিত্যের সেবক এবং দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যের সহায় ছিলেন। যুবক—মোহিতচন্দ্র সেন এম এ যেমন সুপণ্ডিত, সেইরূপ সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম-

নীতি বি এ ক্লাসের পাঠ্য। বামা-বোধিনীর সাহায্য করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর ইঁহাদের পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুন।

দান—শ্রীমতী কিরণময়ী দাসী নাম্নী আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে দুইটী রোগীর শয্যার জন্য ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

এরূপ সদনুষ্ঠান অনুকরণীয়।

ফুল্লরা। *

ফুল্লরা ব্যাধ-কন্যা—কিন্তু পূর্ব্বজন্মে সে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরের পত্নী ছিল। হিন্দুর মতে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী—পাপ পুণ্যের অংশভাগিনী, তাই নীলাম্বরের পাপে তাঁহার পত্নী ছায়াবতীর মর্ত্ত্যে ব্যাধকুলে জন্ম পরিগ্রহ, নতুবা তাঁহার আপনার কোনও অপরাধই ছিল না। সুরপুরে দেবরাজ শিবপূজা করিতেন, পুত্র নীলাম্বর পুষ্পচয়নার্থ মর্ত্ত্যে আসিতেন। একদিন বেলা অতিক্রান্ত, নীলাম্বর ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও বনভ্রমণশ্রমে ক্লান্ত, এমন সময় তিনি ধর্ম্মকেতু নামক ব্যাধকে মৃগ শিকার করিতে দেখিয়া মনে করিলেন তাঁহার অপেক্ষা ব্যাধের জীবনও সুখের। ইন্দ্রপুত্র পুষ্প সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু উপযুক্ত যত্নের অভাবে পুষ্পমধ্যে কাষ্ঠ পিপীলিকা থাকিয়া গেল। পূজার সময় সেই পিপীলিকা শিব-অঙ্গে দংশন করে। আরাধ্য দেবতা রুষ্ট হইলেন। স্বার্থপর দেবরাজ নিজের দায়িত্ব এড়াইয়া পুত্রের স্কন্ধে দোষ চাপাইলেন। দেবতা অন্তর্যামী, নীলাম্বরের মনের কথা জানিতেন—অভিশাপ করিলেন—"নীলাম্বর মর্ত্ত্য-লোকে ব্যাধগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যাধের জীবনের দুঃখ কষ্ট সমস্ত ভোগ করিবে।" নীলাম্বরের দেব-দেহ লয়প্রাপ্ত হইল, সেই সঙ্গে ছায়াবতীকেও মর্ত্ত্যে ব্যাধগৃহে জন্ম-গ্রহণ করিতে হইল। ইহাই ফুল্লরার পূর্ব্ববৃত্তান্ত। মর্ত্ত্যে ফুল্লরার জন্মস্থান কলিঙ্গসমীপবর্ত্তী কিরাতভূমি। ফুল্লরার পিতার নাম সঞ্জয়কেতু, মাতার নাম হীরা। ইহার অধিক ফুল্লরার পূর্ব্বপরিচয় আর কিছুই নাই।

ফুল্লরা ব্যাধ-নন্দিনী—সুতরাং তাহার বাল্যকালের বেশী কিছু পরিচয় থাকিতে পারে না; তবে যখন তাহার বয়স আট নয় বৎসর, মাতা হীরা ব্যাধিনীর সহিত সে হাটে মাংস বেচিতে যায়, তখন তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। তাহার পিতা সঞ্জয়কেতু ঘটক ব্রাহ্মণকে কন্যার রূপ গুণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন :—

"এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
বন্ধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গণে॥"

* কবিকঙ্কণ চণ্ডীর "কালকেতু উপাখ্যান" অবলম্বনে লিখিত।

ফুল্লরার মাতা হীরাবতী বলিয়াছিলেনঃ—

"আমার ফুল্লরা কন্যা আন্ধারের বাতি।" পিতা অপেক্ষা মাতা খোলা কথায় কন্যার রূপের পরিচয় দিল। ফুল্লরা ব্যাধ-বালিকা হইলেও সুন্দরী। সে কালে নীচজাতীয়ের মধ্যেও কন্যাপণ প্রচলিত ছিল—এই বিবাহে দ্বাদশ কাহন কড়ি পণ ধার্য্য হইয়াছিল। ঘটক ব্রাহ্মণ ঘটকালি পাইয়াছিল বারপণ কড়ি, পাঁচ গণ্ডা গুবাক, আর দুই সের গুড়। বুধবার রেবতী নক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে ফুল্লরার সহিত কালকেতুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহে ব্যাধোচিত ধুমধামও হইয়াছিল। বিবাহকার্য্য আজি কালিকার নীচজাতীয়ের পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন হয় নাই—উচ্চজাতীয়ের বিবাহে যে যে অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ব্যাধকন্যা ফুল্লরার বিবাহে তাহার কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই। সেকালে ব্যাধ যাজক ব্রাহ্মণও মিলিত। তাহা না হইলে এই বিবাহে সোমাই পণ্ডিত যজন কার্য্য ও পৌরোহিত্য করিবেন কেন? পুরোহিত সোমাই পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণ, তাহারও প্রমাণ আছে যথা,—

"দ্বিজ পূত্র বাজে করে, মুকুট বান্ধিল শিরে,
জয় জয় ধ্বনি চারি ভিতে।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা, একে একে চেদিরাজা
স্থতাধারে কৈল পুরোহিতে॥"

ফুল্লরার পিতা জামাতাকে ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, হীরক অঙ্গুরী যৌতুক দেন নাই—দিয়াছিলেন কেবল থরশাণ তিনটী শর আর একটা ধনুক। আজিকালি যদি জীবিকার উপযোগী যৌতুক দান প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে অনেক কন্যার পিতা ঘোর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইতেন।

বিবাহের পর বালিকা ফুল্লরা স্বামি-গৃহে আসিয়া সাংসারিক কার্য্যে শাশুড়ীকে অব্যাহতি দিল। ফুল্লরার স্বামী কালকেতু নিত্য মৃগয়ায় যায়, নানাজাতীয় জন্তু বধ করে; ফুল্লরা পশুমাংস, পশুশৃঙ্গ, পশুদন্ত, পশুচর্ম্ম বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় চাউল,ডাউল, তরকারি কিনিয়া আনে, যত্নপূর্ব্বক তাহা রন্ধন করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকে খাইতে দেয়, পরে স্বামীকে খাওয়ায়, শেষে আপনি খায়। ফুল্লরা গৃহস্থবধূর কর্ত্তব্যতা পূর্ণমাত্রায় পালন করে—আজি কালিকার অনেক ভদ্র-কুলবধূর নিকট বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর এরূপ সেবা প্রত্যাশা করা কঠিন। এইরূপে নব ব্যাধ-দম্পতীর দিন অতিবাহিত হইতে থাকে। কালকেতু বিপুলবিক্রমশালী ব্যাধ—তাহার হস্তে দিন দিন পশুকুল নির্ম্মূল হইতে চলিল দেখিয়া তাহারা দেবী ভগবতীর শরণ লইল। দেবী তাহার প্রতীকারও করিলেন, সুতরাং কালকেতুর জীবিকায় আঘাত পড়িল। ক্রমে কালকেতুর সংসার অচল হইল। ফুল্লরা বুদ্ধিমতী গৃহিণী—যে দিন সংস্থান না থাকে, সেদিন বন্ধুবান্ধবের নিকট ধার কর্জ্জ করিয়া দিনপাত করে। স্বামী সংসারের

অভাব অনাটন চিন্তা করে না, মৃগয়ায় যে দিন যাহা পায়, তাহা আনিয়া ফুল্লরাকে দেয়, ফুল্লরা গুছাইয়া সংসার চালায়। যে সংসারের গৃহিণী গোছাল, অমিতব্যয়ে আসক্ত বা অভ্যস্ত নহে, সে সংসারের কর্ত্তার কর্ত্তব্য গৃহিণীর উপর সমস্ত নির্ভর করা। ফুল্লরা বিচক্ষণা গৃহিণী; দায়ে না পড়িলে, স্বামীর উদরান্নের অভাব না হইলে সে ধার করিত না—আপনার অর্দ্ধাশন বা অনশন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া ধরিত না।

এইরূপ অবস্থায় ব্যাধ-পরিবারের দিন যায়। দুঃখের সংসারে স্ত্রী পুরুষে কলহ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কালকেতুর সংসারে সে অশান্তি প্রায়ই ছিল না—ফুল্লরার পতিভক্তি অচলা—সে জানিত স্বামী অলস নহে, মৃগয়ায় গিয়া সমস্ত দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করে—এ জন্ম ব্যাধবালা ফুল্লরা বড়ই অদৃষ্টবাদিনী ছিল এবং বলিত অদৃষ্ট মন্দ, কি হইবে? তাহার মুখে আমরা কখন পতিনিন্দা শুনি নাই—কেবল একটী দিন বড়ই বিপাকে পড়িয়া আপনার অদৃষ্ট লাঞ্ছনা উপলক্ষে তাহার একটু আভাস পাইয়াছিলাম। এইরূপ দুঃখ কষ্টের দিনে একদিন কালকেতু মৃগয়ার্থ বনে বনে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া একটী স্বর্ণ গোধিকা মাত্র ধরিয়া আনে। ইহা দেবী ভগবতীর ছলনা—তিনি স্বয়ং স্বর্ণ গোধিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ব্যাধনন্দন কালকেতু কুটীরে আসিয়া পত্নীকে দেখিতে পাইল না—অগত্যা শিকারটীকে তথায় রাখিয়া পত্নীর অনুসন্ধানে গোলাহাটে গমন করিল। ইত্যবসরে ফুল্লরা আসিয়া দেখিল এক অলোক-সামান্যা স্বর্ণাভরণে ভূষিতা ষোড়শী রূপসী তাহাদের কুটীর আলো করিয়া বিরাজমান। দেবী ভগবতী তখন গোধিকা মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সেই রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ফুল্লরা তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইল—ভাবিল এ আবার কি—বিপদের বিষম ছলনা—কি সৌভাগ্যের সূচনা? তাহার মনে বিপদের আশঙ্কাই পূর্ণ মাত্রায় উদিত হইল। সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল-দেবী ভগবতী যে পরিচয় দিলেন তাহাতে ফুল্লরা তাঁহাকে মানবী বই দেবী বলিয়া বুঝিতে পারিল না, অধিকন্তু যখন তাঁহার মুখে এ কথা শুনিল যে—

> তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি।
> এই স্থানে কিছু দিন করিব বসতি॥"

তখন—"হেন বাক্য হৈল যদি অভয়ার তুণ্ডে।
> পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে॥"

ফুল্লরা প্রমাদ গণিল—ভাবিল এই দুঃখের সংসারে স্ত্রী পুরুষে দুবেলা দুই মুষ্টি অন্ন মিলে না, তাহার উপর অতিরিক্ত একজন আসিয়া জুটিল। যে কোন উপায়ে তাঁহাকে অপসারিত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল;—সে তাঁহাকে যে সকল উপদেশ বাক্য বলিল, তাহা অমূল্য। ফুল্লরা-চরিত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা মুকুন্দরাম

কবিকঙ্কণ ফুল্লরার মুখে দেবী ভগবতীর রূপের ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করিয়া শেষে বলাইলেন,—

"নাহি দেখি তোমা,   কার কোলে রামা,
কি হেতু ছাড়িলা পতি?
সত্য কহ মোরে,   কে আনিলা তোরে,
কিবা পতি-দোষ,   দেখি হৈলা রোষ,
সত্য কহ মোরে বাণী।
এ বিরহ-জ্বরে,   যদি পতি মরে,
কোন্ ঘাটে খাবে পানি॥
শাশুড়ী ননন্দ,   কি বা বলে মন্দ,
স্বরূপ কহ আমারে।
তোর সঙ্গে যাব,   অনেক নিন্দিব,
বুঝাব নানা প্রকারে॥"

ভগবতী পুনরপি একটু খোলসা করিয়া পরিচয় দিলেন, ফলে ফুল্লরা তাহা বুঝিল না। শেষে তিনি ফুল্লরাকে ধনের লোভ দেখাইলেন, সুখের আশা দিলেন, কালকেতু আপনি তাঁহাকে আনিয়াছে—ক্রমে একে সমস্তই বলিলেন,—

"ক আর জিজ্ঞাসা কর,   আইলাম তোমা ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন,   তুষিব বীরের মন,
আজি হতে সম্পদের সুখ॥
এবে বিধি হৈল সখা,   বীর সঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করে আনে নিজ ঘরে।
শুনগো ব্যাধের ঝি,   তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাবো কোথাকারে॥"

ফুল্লরা এ কথায় ক্রুদ্ধ হইল। দেবীকে অনেক বুঝাইল, ধনের লোভে তাহার মন ভুলিল না, সুখের আশাও সে গ্রাহ্য করিল না।

"আমি তোরে বলি ভাল,   স্বামীর ধর্ম্ম'ত বল,
পরিণামে পাবে বড় সুখ।
শুনগো নিমূঢ়মতি,   যদি ছাড় নিজ পতি,
কেমনে দেখাবে লোকে মুখ॥
স্বামী বনিতার পতি,   স্বামী বনিতার গতি,
বনিতার স্বামীই বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন,   স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখমোক্ষদাতা॥
সন্তোষে বদায় খাটে,   দোষ দেখ নাক কাটে,
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।"

এই বলিয়া রাবণের সীতাহরণ, তজ্জনিত সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথা, আরও অনেক পৌরাণিক কথায় দেবীকে সতীধর্ম্মে উপদেশ করিল। দেবী ছাড়িলেন না, আবার অনেক কথা বলিলেন—আরও বলিলেন যার যে অবস্থা সে আপনি যতটা জানে, অন্যে তাহা ততটা না জানিতে পারে—আমি নিজের অবস্থা নিজে ভালই জানি, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

এই কথা শুনিয়া ফুল্লরা ভীতা ও দুঃখিতা হইল, স্বামীর চরিত্রে কতকটা সন্দিহান না হইল এমনও নহে। দুঃখের কথা শুনিলে যদি সমাগতা রমণীর মনের পরিবর্ত্তন ঘটে, এজন্য সে ব্যাধগৃহে বার মাসে কত কষ্ট তাহা এক একটী করিয়া বর্ণনা করিল, তাহাতেও তাঁহার মত পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তখন ফুল্লরা নিরুপায় হইয়া গোলাহাটে স্বামীর নিকট ধাবমানা হইল। চক্ষু দুইটি অশ্রুজলসিক্ত, কেশ আলুলায়িত; যেন উন্মাদিনী। ব্যাধ-বালিকা ফুল্লরা আকাশ পাতাল ভাবিতে-

ছিল, কিয়ৎকাল মধ্যেই গোলাহাটে স্বামীর সাক্ষাৎকার মিলিল। ফুল্লরাকে সাশ্রুনয়না দেখিয়া কালকেতু জিজ্ঞাসিল—ব্যাপার কি? তুমি কাঁদিতেছ কেন? ঘরে ঝগড়া বিবাদ করে এমন কেহ নাই, তুমি কাহার সহিত ঝগড়া করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়াছ? ফুল্লরা উত্তর করিল,—

"সত্য সতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
এবে ফুল্লরার হৈল বিমুখ বিধাতা॥
কি দোষ দেখিলা প্রভু আজিকার স্বপ্নে।
দোষ নাহি দেখি কেন কর অপমানে॥
কি লাগিয়া বীর এবে পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটির ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী॥
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্বার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥"

ব্যাধনন্দন কালকেতু এ কথায় বড়ই বিরক্ত হইল, ফুল্লরাকে সত্য বলিতে অনুরোধ করিল, ফুল্লরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সত্যই বলিল। কালকেতু তাহার সঙ্গে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে ফুল্লরাকে সত্যবাদিনী বলিয়া জানিল। ষোড়শী কামিনীকে অনেক বুঝাইল—স্বস্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তিনি যখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সে শরাসনে শর সন্ধান করিল, কিন্তু শর নিক্ষেপে সমর্থ হইল না। পরে দেবী আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিলেন—"তোমাদের দুঃখ বিমোচনার্থ আসিয়াছি," নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন, ব্যাধ দম্পতীকে সাতটী কলস মুদ্রা এবং একটী বহুমূল্য অঙ্গুরী দিলেন। শুধু তাহা দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, একটী নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে তাঁহার মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আজ্ঞা করিলেন—কালকেতু তাহাই করিল। দেবীর স্বপ্নাজ্ঞায় কলিঙ্গ দেশের অধিবাসীরা তথায় উপবিষ্ট হইল, তজ্জন্য কলিঙ্গরাজার সহিত কালকেতুর যুদ্ধ বাধিল। কালকেতু রাজসৈন্য পরাজিত করিল, ফুল্লরা স্বামীকে রাজার সহিত সন্ধি করিবার যুক্তি দিল। কালকেতু প্রবল পরাক্রান্ত বীর—ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপ্রিয়, ফুল্লরাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, তাহার যুক্তি পরামর্শ শুনিত। সম্মুখযুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাজসেনাপতি কালকেতুকে ধৃত করিবার জন্য কৌশলজাল পাতিল। ভাঁড়ুদত্ত নামক একজন বণিক্ কালকেতুর পক্ষে ছিল, তাহাকে হস্তগত করিয়া কালকেতুর অন্তঃপুরে পাঠাইল। কালকেতু ফুল্লরার যুক্তিমতে তথায় লুক্কায়িত ছিল, ইহা কলেকেতুর চরিত্রে একটী মহাকলঙ্ক সন্দেহ নাই—কিন্তু ভালবাসার নিকট সকলই পরাভব পায়—কালকেতু ফুল্লরার ভালবাসায় বাধ্য হইয়া ভীরুতাবলম্বনে কুণ্ঠিত হয় নাই। স্ত্রীবুদ্ধির দোষে রাজসেনাপতির হস্তে কালকেতু বন্দী হইল। ফুল্লরা স্বামীর মুক্তির জন্য আপনার অলঙ্কারাদি যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে চাহিল—সেনাপতি সম্মত হইলেন না, ফুল্লরা স্বামীর বন্দিত্বে তাহার প্রতি

যে বিনয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা প্রকৃতই বীরপত্নীর ন্যায়। ফুল্লরার উক্তিতে যেন পতিপ্রেম ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল—

"না যায় না যায় বীরে নির্দ্দয় কোটাল।
গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার॥
চুরি নাহি করি কোটাল, ডাকা নাহি দি।
ধন দিয়া গেলা দুটা হেমন্তের ঝি॥
গো মহিষ ধান্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীরে আমার॥
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন নিয়া তুমি বীরে কর পরিত্রাণ॥
বিচারিয়া দেখ অপরাধ নাহি করি।
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী॥
কার নাহি লই রাজ্য, কারু এক পণ।
তৌলিয়া গণিয়া রাজা লোক যত ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসি ঘায়ে আগে ফুল্লরারে হান॥
তবে শেষে করিহ বীরের প্রাণদণ্ড।
পিতৃ-পুণ্যে জ্বালি মোরে দেহ অগ্নিকুণ্ড॥"

স্বামী বন্দী হইয়া কলিঙ্গরাজার দরবারে নীত হইল, তথায় রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। দেবী ভগবতীর কৃপায় তাহার বন্দিত্ব মোচন হইল, আপনার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সে ফিরিয়া পাইল, গড়জাত রাজ্যে মহা মহোৎসব হইল। অনতিকালবিলম্বে নীলাম্বর ওরফে কালকেতুর শাপ-বিমোচন হইল, ইন্দ্র স্বর্গ হইতে পুত্রের জন্য পুষ্পক রথ প্রেরণ করিলেন, রথে চাপিয়া কালকেতু ফুল্লরার সহিত স্বর্গারোহণ করিল। এইখানেই তাহাদের নরলীলা সাঙ্গ হইল।

ফুল্লরা ব্যাধকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—সে সতীধর্ম্মের সারতত্ত্ব অবগত ছিল; পতিকে প্রাণের তুল্য ভালবাসিত, স্বামীর জন্য প্রাণত্যাগ করিতেও কাতর ছিল না। ব্যাধগৃহিণী হইয়াও ফুল্লরা স্বামিসেবা জানিত। তাহাদের স্ত্রীপুরুষে যে বড়ই সদ্ভাব ছিল, তাহা আমরা সেই দিন দেখিয়াছি, যে দিন কালকেতু কাননে গিয়া মৃগবধে নিতান্ত অকৃতকার্য্য হইয়া কুটীরে আসিল। সম্বলমাত্র নাই; কিরূপে সে দিন উদরান্নের সংগ্রহ হইবে, তাহার উপায় না পাইয়া উভয়ে যুক্তি করিল—ফুল্লরার সখীগৃহে চাউল ধার করাই স্থির। সে দিন কালকেতু পত্নীকে বলিল—

তোমার সইয়েরে দিবে তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি করিব পসার॥

অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষে ইহ সংসারের খেলা পাতিয়া উভয়ে উভয়ের জন্য তুল্য দায়ী—একজন নহে। এরূপ একপ্রাণতার দৃষ্টান্ত, এরূপ দুইটীতে এক দেখিবার, এবং দেখাইবার স্থল আর কোথা মিলিবে? ফুল্লরা ছদ্মবেশা দেবী চণ্ডীকে সতীধর্ম্মের যে কয়টী কথা বলিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—

তোরে দেখিয়ে উত্তম পাতি, দেবতা সমান কান্তি,
কোপ কর জীবের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ, কেন আইলা পরবাস,
আপনার কি সাধিলা মান॥
যদি সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে,
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।

ক্ষোভে করি বিষপান, আপনি ত্যজিবে প্রাণ,
সতিনের কিবা হবে হানি॥

ইহাতেই স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, ফুল্লরা দেশ-কাল-পাত্রোচিত ব্যবহার জানিত।

ফুল্লরা প্রিয়ভাষিণী, স্বামি-সোহাগিনী, সংসারের পাকা গৃহিণী—সে উপবাস অনশনে কষ্ট পাইলেও স্বামি-সহবাসে সকল সন্তাপ ভুলিতে পারিত। বাস্তবিক এ সংসারে এরূপ স্ত্রী বড়ই দুর্লভ। হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী-পুরুষের একপ্রাণতা জন্মাইবার জন্য যে বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পালন করিলে প্রত্যেক দম্পতী ইহ জীবনে স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন। কেবল মাত্র দাম্পত্য-প্রেমকে পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় তুলিবার জন্যই হিন্দু ঋষি-দিগের এই ব্যবস্থা। তাই নীচ অপেক্ষাও নীচ—সুনীচ ব্যাধ-দম্পতীকে আদর্শ করিয়া কবি স্বামী স্ত্রীর ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আপামর সাধারণের মনে দাম্পত্য-প্রেমের প্রাধান্য সমভাবে বিস্তৃত হইতে পারিবে, ইহাই কবির উদ্দেশ্য।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

দার্জ্জিলিং ভ্রমণ।

১লা বৈশাখ বেলা সাড়ে সাতটার গাড়ীতে আমরা জলপাইগুড়ী ছাড়িয়া দার্জ্জিলিং রওনা হইলাম।

চলিলাম দার্জ্জিলিং স্বামিপুত্রসনে
ছুটিল বাষ্পীয় রথ গর্জিয়া সঘনে,
ধূম্ররাশি দ্রুত আসি মুখ চোখ ঢাকে,
সড়কের বালী উড়ি প্রবেশয় নাকে।
সময় বুঝিয়া ভাল পবন চঞ্চল,
কুন্তল খুলিয়া দিয়া উড়ায় অঞ্চল।

বড় বিপদেই পড়িলাম, কিন্তু দার্জ্জিলিং দেখার উৎসাহে সে বিপদটাকে নিতান্তই উপভোগের যোগ্য বলিয়া মনে করিলাম। মধ্যে "বেলাকোপা" ষ্টেষণ। শিলিগুড়ীতে গাড়ী বদল করিয়া দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে উঠিলাম। এই গাড়ীতেই দার্জ্জিলিং যাইতে হইবে। গাড়ীগুলি দেখিতে অতি অদ্ভুত, ছোট পাল্কী হইতে বড় বলিয়া বোধ হয় না। গাড়ীর ভিতরে দুই দিকে ছোট ছোট দুইখানি বেঞ্চ ও দুই ধারের দরজাই মুক্ত, শুধু কাপড়ের পরদা দ্বারা আবৃত। বেঞ্চের পাশে বসিবার স্থানে সাধারণ একটু রেলিং আছে, সেই রেলিংটুকুই পতনের হস্ত হইতে আরোহীদিগকে রক্ষা করে। পরদা দুইটী ইচ্ছামত তুলিতে ও নামাইতে পারা যায়। গাড়িগুলি এত পাশাপাশি যে এ গাড়ীর ওগাড়ীর লোকের মধ্যে বেশ কথা উপকথা চলে। জলপাইগুড়ী

হইতে শিলিগুড়ী এক ঘণ্টার পথ। শিলিগুড়ী হইতে দার্জ্জিলিং যাইতে সাত ঘণ্টা সময়ের দরকার। এই সাত ঘণ্টা সময় যাইতে বেলা গড়াইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ পনরখানা গাড়ীর বেশী পাহাড়ের উপরে উঠিতে পারে না। পাহাড়ের উপরে উঠিবার সময় গাড়ী অতি বিচিত্র ভাব ধারণ করে। পাহাড়ের উপরে গাড়ীর এক লাইনে সোজা উঠা অসাধ্য ব্যাপার। একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিয়া সাপের মত এঁকিয়া বেঁকিয়া উঠিতে থাকে। শিলিগুড়ীর পরে "শুক্‌না" ষ্টেষণ। এই ষ্টেষণ হইতেই গাড়ীর গতির পরিবর্ত্তন দেখিলাম এবং দুই পাশের অবর্ণনীয় শোভারাশি নয়নপথে প্রকটিত হইতে লাগিল।

গাড়ী চলিল। সে মনোহর গতির বিচিত্র ভাব লিখিয়া আমি কেমন করিয়া জানাইব? ছোট গাড়ীগুলি পিপিলীকার শ্রেণীবৎ দ্রুতবেগে ছুটিল। সর্পাকারে হেলিয়া দুলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে লাগিল, কখনও বামে, কখনও দক্ষিণে — কখনও কখনও অদৃশ্য হইতে লাগিল; কখনও অধিক অধিক বেঁকিয়া একেবারে আমাদের সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আমরা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে একবার বামে, একবার দক্ষিণে ঝুঁকিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ হাস্যতরঙ্গে রেলগাড়ীর ক্ষুদ্র কক্ষ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। গাড়ী যতই উপরে উঠিতে লাগিল, ততই দুই দিকে পার্ব্বতীয় শোভার বিকাশ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপরে পর্ব্বত পাহাড়ের উপরে পাহাড়, যথার্থই

"অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তদুপরে"

দেখিতে দেখিতে ভাবাবেশে মনঃপ্রাণ বিমুগ্ধ হইল, চারিদিকে সীমাহীন শ্যামশোভা, কোথাও অতল-স্পর্শ গিরিগহ্বর, কোথাও গগনস্পর্শী পর্ব্বতশৃঙ্গ, কোথাও পর্ব্বতগাত্রে লতার উপরে লতা, পাতার উপরে পাতা, গাছের উপরে গাছ, পাথরের উপরে পাথর; কোথাও পর্ব্বতগাত্রে নির্ঝরের কলনাদ ও শীতল সলিলরাশির বেগবান্ প্রপাত, সমীরণের পুষ্পসঞ্চালন, পর্ব্বতভূমিতে সৌরকরোজ্জ্বল ফারণ (fern) পাতার মনোমোহন উজ্জ্বলতা আমাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া দৃষ্টিকে অসম্ভবভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখিল।

কখনও বা দাখ, খাথ, খাথ, খাথ, কখনো বা ঝোঁক, ঝোঁক, ঝোঁক, ঝোঁক, শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিল। আমি ভাবে ডুবিয়া ডুবিয়া শুনিতে লাগিলাম গাড়ী যেন আমাকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে ইঙ্গিত করিতেছে। গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই গাড়ীর দুইদিকে শ্যামসাগরে ফুলের তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নানা স্থানে নানাবিধ ফুল, দেখিতে দেখিতে ফুলের সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে এত ফুল যে সে ফুলের যেন সীমা নাই—সংখ্যা নাই —উপরে ফুল, নীচে ফুল, পশ্চাতে ফুল,

সম্মুখে ফুল—যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই ফুলের বাহার। প্রকৃতি যেন শ্যাম আবরণে অঙ্গাবৃত করিয়া নীরবে নীরবে মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতেছিল, হঠাৎ আমাদিগকে দেখিয়া শতমুখে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার বদন-ব্যাদনস্থিত ফুলদন্তগুলি বিকশিত হইয়া আমাদের নাকে মুখে চোখে কপোলে কপাল মধু সিঞ্চন করিয়া দিল।

যেন—ফুলভরাদেশে, ফুলময় বেশে
ফুল হাসি হাসে প্রকৃতি,
যেন—ফুলেরি বসন, ফুলেরি দশন
ফুলভরা মধু-মূরতি।
যেন—নাকে মুখে ফুল, ফুলে ঢাকা চুল,
ফুলেরি পোষাক পিন্ধনে,
রহে—ফুলেরি প্রাঙ্গণে, (বায়) ফুলেরি
আসনে,
তার—ফুলেরি বাসনা মরমে।

দুই ধারে ফুলের আড়ঙ পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ী চলিল। সেই দ্রুতগামী গাড়ীর মধ্যেই সময় সময় ফুলের সুগন্ধ আসিয়া আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। অহো! লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা।

এখনি যে জিনিসটাকে উচ্চে—অতি উচ্চে দেখিলাম, পরক্ষণে আমরাই সে উচ্চতা অতিক্রম করিয়া তাহারও উর্দ্ধে উঠিলাম। সেই পূর্ব্ব-দৃষ্ট উচ্চ জিনিস-গুলি আমাদেরই পদতলে পড়িয়া অদৃশ্য হইল। কি আশ্চর্য্য! প্রায় পনর কুড়ি হাত উপরে ও নীচে এক একটি রেল পাতা। এই সব স্থানে উঁচু হইতে নীচুতে নামিবার এবং নীচু হইতে উঁচুতে উঠিবার বড় সুন্দর একটি কৌশল আছে। বাঘ যেমন শিকার ধরিবার পূর্ব্বে একবার অগ্রসর ও একবার পশ্চাৎপদ হয়, তারপর হঠাৎ শিকারের উপরে গিয়া পড়ে, রেল গাড়ীও তদ্রূপ একবার এগোয়, একবার পিছোয়, তাহার পর হঠাৎ সেই যুগ্ম লাইনের উপরে গিয়া উপস্থিত হইল।

এইরূপ নানাবিধ কৌতুকাবহ ও হর্ষ-প্রদ ঘটনাবলী সন্দর্শন করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। টিণ্ডারীয়া ষ্টেষণ পার হইতেই একটি বিশাল নির্ঝর দেখিতে পাইলাম। গাড়ী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সেই কল-কল-নাদিনী, দ্রুতগামিনী নির্ঝরিণী হইতে তাহার বিশাল উদর পূর্ণ করিয়া জলপান করিয়া লইল। শুনিলাম এই নির্ঝরের নাম "পাগ্‌লাঝোরা"। পূর্ব্বে এই পাগ্‌লাঝোরা প্রতি বরষায় এত প্রবল হইত যে, চারিদিক্ ভাসিয়া শেষে রেল লাইন পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইত। কিন্তু এখন আর সে প্রবলতা নাই; ইংরেজেরা আপন প্রয়োজনসাধনার্থ সেই প্রকৃতি-গত নির্ঝরকে বন্ধন করিয়া ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি তাহার ভীমশব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত। গাড়ী চলিল, গাড়ীর দুইদিকে পাহাড়িয়া স্ত্রী পুরুষের অবিশ্রান্ত গমনাগমন একটি দর্শনীয় জিনিস বটে।

দার্জ্জিলিং পঁহুছিবার অনেক পুর্ব্বেই দার্জ্জিলিং সহরের অতুল অপূর্ব্ব শোভা-রাশি আমাদের নয়ন-পট ঝলসিতে লাগিল। আমরা শ্রান্তি, ক্লান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমুদায় বিস্মৃত হইয়া সেই বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিতে লাগিলাম। আমরা ডুবিতেই লাগিলাম, গাড়ী দার্জ্জিলিঙ্গের পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, ও সুবন্দোবস্তযুক্ত ষ্টেষণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। "বাবু কুলি" "বাবু কুলি" "কুলি" "কুলি" "কুলি চাই" শব্দে প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম সাত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া আশি বৎসরের পাহাড়ীয়া স্ত্রী-পুরুষেরা কুলি সাজিয়া ষ্টেষণে হাজির হইয়াছে।

আমরা কুলির মাথায় জিনিস পত্র তুলিয়া দিয়া সেনিটারিয়ামে গিয়া উঠিলাম। ষ্টেষণ হইতে সেনিটারিয়াম অনেক নীচে। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সে দিন আর ভ্রমণে বাহির হওয়া হইল না। আহারাদির পর কোমল শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া শীঘ্র সুখনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে দার্জ্জিলিঙ্গের ফুল ফল লতা পল্লব সমুদায় বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গেল—অন্য এক নূতন রাজ্যে গিয়া জাগ্রত হইলাম। সে রাজ্য যেন দার্জ্জিলিং হইতেও উত্তম, দার্জ্জিলিং হইতেও রমনীয়। পর দিবস নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম সেই দার্জ্জিলিং—সেই সেনিটারিয়াম্। কাপড় চোপড় গায়ে দিয়ে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সুখাতিশয্যে মনঃপ্রাণ উথলিয়া উঠিল—শরীর কণ্টকিত হইল। তাহার পর সকালবেলার পান ভোজন শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। আমি শিশুগুলিকে লইয়া "রীক্‌সায়" চলিলাম। অন্য সকলে পদব্রজেই চলিলেন। "রীক্‌সা" মানুষঠেলা গাড়ী, চারিদিক্ খোলা, রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথার উপর টোপ দেওয়া আছে।

যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, ততই দার্জ্জিলিঙ্গকে স্বর্গরাজ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সমস্ত দার্জ্জিলিং সহরটি যেন সুন্দর শ্বেতপাথরের কারু-কার্য্যে খচিত ও নানাবিধ বৃক্ষাবলী ও কোমল লতাপল্লবে সুসজ্জিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম শ্বেত-পাথর-গঠিত পদ্মফুল তুল্য মনোহর হর্ম্ম্যমালা ও প্রকৃতিজাত সুসজ্জিত, সুগঠিত, পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষাবলী পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অহো কি মনোহর দৃশ্য !!

চারি পাঁচ দিনে অনেক স্থান বেড়াইলাম—"কুচবেহারের রাজবাড়ী", রোজব্যাঙ্কে "বর্দ্ধমানের রাজবাড়ী", শ্রুসবারি (ছোটলাটের আফিশ), "মিউজিয়াম", "জলাপাহাড়", "গুম্পা", "লিবং", "অভ্‌জারভেটরি হিল", "সেনিটেরিয়াম্", "বোটানিকেল্ গার্ডেন", "মেলরোড", "চৌরাস্তা", "উড্‌লেণ্ড

হোটেল", "ড্রাম ডুইড হোটেল", "ইডেন সেনিটারিয়াম", "রয়েল হোটেল", "বার্চ্চ-হিল", "দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিব", "স্কুল", "ষ্টেশন", "জেলখানা", "ভুটিয়া পল্লী", "বাজার", ও বহু "সাহেবের দোকান", পথ, ঘাট, বন, জঙ্গল উঁচু, নীচু, চার বাগান, চা তুলিবার প্রণালী সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। তাহার পর গমনে অসমর্থ হওয়ায় প্রত্যেকের জন্যই ডাণ্ডি করিতে হইল। ডাণ্ডি অনেকটা দেশী পাল্কীর মত, কিন্তু চারিদিক্ খোলা। রোদ বৃষ্টি নিবারণের জন্য রিক্সার মত ডাণ্ডির উপরেও ছাপর দেওয়া আছে, দুই দিকে রেলিং আছে, পড়িবার ভয় নাই। পর্ব্বতপথভ্রমণে ডাণ্ডিই সুবিধা-জনক। রিকসা পর্ব্বতের অনেক স্থানে উঠিতে পারে না। দার্জ্জিলিঙ্গে যত রকম সুন্দর গাছ দেখিলাম, তাহার মধ্যে "ক্রিপ্টোমেরিয়া" গাছই সর্ব্বপ্রধান। এই গাছ দ্বারা দার্জ্জিলিঙ্গের অধিকাংশ পথ, ঘাট, বাগান, বাড়ী, বন, জঙ্গল শোভমান।

ক্রিপ্টোমেরিয়া গাছকে দার্জ্জিলিঙ্গের লোক "ধূপগাছ" কহে। ক্রিপ্টোমেরিয়া গাছ দেখিতে আমাদের দেশীয় বিবাহের মুকুটের মত; রং গাঢ় সবুজ। বোটানিকেল গার্ডেনে অতি সুন্দর একটি জলের ঝরণা ও জলের মধ্যে অনেক লাল নীল মাছ দেখিলাম। দেখিলাম ঐ জল-ঝর্‌নার নিকটেই একটি সুন্দর আঙ্গুর গাছ লতাইয়া যাইতেছে। এই গার্ডেনের চারিদিকে অনেক রকম গাছ আছে। পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্য কয়েকটি গাছের নাম উল্লেখ করিলাম :—

"রডডেনড্রন"—(এই গাছ সচরাচর হিমালয়ের পাদদেশে জন্মিয়া থাকে), "লিট্‌ছিয়া", "স্পিরিয়া" এক একটি ফুলের গাছ। এই গাছে ছোট ছোট থোবা থোবা পুষ্প বিকশিত হইয়া স্থানের অতুল শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। "পিটস্ পোরাম" যে গাছটি জাপান হইতে আনা হইয়াছে, তাহার নীচে জাপানিকা, এবং যে গাছটি লণ্ডন হইতে আনা হইয়াছে, তাহার নীচে "লণ্ডনিকা" লেখা রহিয়াছে। এই বাগানের ভিতর এত ফুল দেখিলাম যে, জীবনে কোথাও একত্র এত ফুল দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

(দেখিলাম)

অযুত অযুত ফুলরাশি,
দেখিলাম থরে থরে, দেখিলাম সুধা ঝরে,
দেখিলাম হাসে মধু হাসি।

প্রত্যেক ফুলের নীচে ফুলের নাম লেখা রহিয়াছে। যে কয়টি লিখিয়া আনিয়াছিলাম, উদ্ধৃত করিলাম।

"সিনিরেরিয়া", "জিরেনিয়াম", "ভায়োলা", "বেলিস", "পেন্‌সি", "পেন্‌সিয়া"। পেন্‌সি ফুল-গুলি দেখিতে ঠিক্ প্রজাপতির মত। পেন্‌সি ফুলের উপর প্রজাপতি বসিলে, প্রজাপতি ও ফুল পৃথক্ করা কঠিন। প্রজাপতির যেমন রং, যেমন গঠন, পেন্‌সি ফুলেরও

তেমনি রং ও তেমনি গঠন। প্রজাপতি নড়িয়া চড়িয়া ফুলের মধু পান করে। পেন্‌সি ফুলও তদ্রূপ হেলিয়া দুলিয়া প্রজাপতিকে অভ্যর্থনা করে, দেখিতে বড়ই সুন্দর, বড়ই আনন্দ প্রদ। পেনথিয়া ছোট ছোট ফুল। ইহার গাছটিও ছোট। ছোট গাছটি ভরিয়া ছোট ফুলগুলি সর্ব্বদা ফুটিয়া রহিয়াছে। আবার সেই ছোট ছোট ফুলগুলি ভরিয়া ছোট ছোট মৌমাছির ঝাঁক পড়িয়াছে। মৌমাছি ফুলগুলিকে এমনি ভাবে ঢাকিয়াছে যে ফুলগুলি ভালরূপ দেখা যায় না বলিলেই হয়। মৌমাছি উড়িয়া নড়িয়া মধু পান করিতেছে, আর সুমধুর-গান করিতেছে। আহা! এই ক্ষুদ্র মৌমাছির মৃদু-সঙ্গীতে কি এত মনোহারিত্ব, এত মাদকতা! সেই অস্পষ্ট সঙ্গীতঝঙ্কারে যেন ঝলকে ঝলকে অমৃত বর্ষিত হইতেছে। একসঙ্গে লক্ষ মৌমাছির ঝঙ্কারধ্বনি যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন যে. এই ক্ষুদ্র পেন্‌থিয়া ফুল সেই নির্জ্জন গিরিবক্ষে যেন স্বর্গের অবতারণা করিয়া রাখিয়াছে। অনেক সময় দার্জ্জিলিঙকে স্বর্গরাজ্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয় স্বর্গবাসিগণই যেন ফুলরূপে দার্জ্জিলিঙে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

দার্জ্জিলিং স্বর্গ-রাজ্য, কুসুমের বেশে
স্বর্গের দেবতা সব মধু-সরে ভাসে।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ করি নির্ঝর সকল
স্বর্ণদীর স্বর-সুধা করিছে নকল।

অনেক সময় মেঘমালার ধূম্র বরণে দার্জ্জিলিঙ্গের এ সমুদায় শোভাই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, যেন মেঘসমুদ্রের ধূম্ররূপ বারিরাশির মধ্যে দার্জ্জিলিং সহরটি ডুবিয়া যায়, আবার দেখিতে দেখিতে সৌর করমালায় আলোকিত হইয়া পূর্ব্বের সমুদয় বস্তুই সমধিক উজ্জ্বলতা লাভ করে।

দার্জ্জিলিঙ্গে কাঠের ঘরই অধিক। কাঠের ঘর পাথর-বসান চুনকাম-করা। দূর-হইতে গৃহগুলি শ্বেত পাথরের তৈয়ারী বলিয়াই ভ্রম জন্মে।

দার্জ্জিলিঙ্গের বাজারে সমুদায় জিনিসই দেখিলাম। মাছ, তরকারী, ফল ফলারী শাক সব্‌জি, কাপড়, চোপড়, ঘটি বাটী, খেলানা পুতুল, চিড়া মুড়ী মুড়কী, মেঠাই মোণ্ডা কিছুরই অভাব নাই। এতদ্ব্যতীত প্রতি রবিবারে একটি করিয়া প্রকাণ্ড হাট হয়। দার্জ্জিলিঙ্গে পাহাড়িয়া স্ত্রীলোকেরা না কি নৃত্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করে। আমি তিনটি শিশু বালিকার নৃত্য দেখিয়াছি। "চন্দ্রমায়া", "গঙ্গা" ও "কালু" এই তিনটি পাহাড়ীয়া, ভুটিয়া ও নেপালিয়া বালিকার যে নৃত্য দেখিয়াছি ও গান শুনিয়াছি, তাহা আর এ জীবনে বিস্মৃত হইব না। দার্জ্জিলিঙ্গের কথা অনেক লিখিলাম, এখন আর একটি মাত্র কথা লিখিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিব, মনে করিতেছি।

আমরা যখন দার্জ্জিলিং যাই, তখন স্বর্ণকমল নামে একটি ফটোগ্রাফার বাবু সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সেই

অপরিচিত স্থানেও তাঁহার উদারতা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে শান্তিদান করিয়াছে। ইঁহারই গুণবতী স্ত্রী দার্জ্জিলিঙ্গের পথে আমার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, এবং ইঁহার অপরিসীম ধীরতা ও সহিষ্ণুতা গুণ দেখিয়া আমি মনে প্রাণে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

শ্রীঅমুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

জ্যোৎস্নাবালা।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রায়পুর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, জগৎচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত গ্রামের জমিদার। দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণে রায় মহাশয় গ্রামের সকলেরই ভক্তি ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে রায় মহাশয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও পুত্র-কন্যাধনে বঞ্চিত বলিয়া বড়ই মনঃকষ্টে ও অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। যতই বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, রায় মহাশয়ের প্রাণ ততই হুহু করিতে লাগিল, তিনি পুন্নরকের ভয়ে ততই বিষাদ-জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। ভগবানের নিকট এই অভাব পুরণের জন্য কতই ক্রন্দন, কতই আবেদন করিলেন; কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। পরিশেষে সকলের পরামর্শে তিনি আর একবার দার-পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, যদি ইহাতেও তিনি পুন্নরক হইতে ত্রাণ না পান, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবেন দৃঢ় সংকল্প করিলেন। যথাসময়ে রায় মহাশয়ের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। রায় মহাশয়ের ভীষণ প্রতিজ্ঞা ও কাতর ক্রন্দনে বিধাতার এতদিনে সম্ভবতঃ দয়ার সঞ্চার হইল; শুভদিনে, শুভক্ষণে রায় মহাশয় একটী কন্যারত্ন লাভ করিলেন। রায় মহাশয়ের আজ আনন্দের সীমা নাই, স্বদেশী ও বিদেশী বাদ্যে, আতস বাজী ও আলোকমালায় রায়পুর ইন্দ্রপুরী হইয়া উঠিল—কাঙ্গালী বিদায়, দান, নৃত্যগীত ও ফলাহার ইত্যাদির কিছুরই আর ত্রুটি হইল না।

যথাসময়ে কন্যার নামকরণ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। কন্যার রূপে সকলে বিমোহিত। কন্যার নাম রাখা হইল "জোৎস্নাবালা"। জোৎস্না দিন দিন শুক্লপক্ষের সুধাকর-সম বর্দ্ধিত ও পরম-যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিল—বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বড়ই আদরের ধন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয় কন্যাকে শিক্ষা (ধর্ম্ম ও সাংসারিক) দিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। শিক্ষার গুণে ও সৎ পিতা মাতার যত্নে কন্যা স্বল্পসময়ের মধ্যেই সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্না প্রায়ই পিতার

সহিত সায়ংকালে বাগানে বেড়াইতে যাইত। পিতা সেই অবকাশে তনয়াকে ঈশ্বরে নির্ভর ও বিশ্বাস, গুরুজনে প্রীতি ও ভক্তি—ইত্যাকার নানা সৎবিষয় শিক্ষা দিতেন। দেখিতে দেখিতে কন্যা বিবাহোপযুক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু রায় মহাশয় কন্যার বিবাহের কথা একেবারে শুনিতে চাহেন না, 'জ্যোৎস্না এখনও আমার ছেলেমানুষ' এই তাঁহার একমাত্র কৈফিয়ৎ। আসল কথা বৃদ্ধ বয়সের বড় আদরের তনয়াকে কাছছাড়া করিয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও রাখিতে চাহেন না। একদিন সায়ংকালে "জ্যোৎস্না" একাকী তাহাদের বাগানবাটীতে বেড়াইতে গিয়াছে। সরলা বালিকা নাচিয়া নাচিয়া বেল, চামেলি, যুঁই, বকুল, ইত্যাদি নানা পুষ্প চয়ন করিল, শেষে বকুল গাছের তলে উপবেশন করতঃ কয়েকটী সুন্দর মালা গাঁথিল—একটী তাহার বাবা, একটী তাহার মা, একটী তাহার নিজের জন্য ও আর একটী কাহার জন্য গাঁথিল, জানি না। কিন্তু চতুর্থটী অতি সুন্দর করিয়া গাঁথিয়া বালিকা উহা বক্ষে ধারণ করতঃ নিজের মালা ও সেই মালা দুইটী ক্ষণেক একত্রে রাখিয়া ভাল করিয়া দেখিল। পরে নিজের মালা নিজের গলে পরিধান করতঃ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ অপরটী বকুল বৃক্ষের একটি ডালের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। প্রকৃতি কাহারও ইচ্ছাধীন নহে, সে কখনই তাহার বিরুদ্ধে কাহাকেও দাঁড়াইতে দিবে না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও রায় মহাশয় তাহার বিবাহ দিতে নারাজ, কিন্তু প্রকৃতি তাহা কি শুনে? সুতরাং এ মালা গাঁথা ও বকুলডালে দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহ ঝুলাইয়া রাখার জন্য জ্যোৎস্নার কোনই অপরাধ নাই। ইহা প্রকৃতি-অনুমোদিত। জ্যোৎস্না রাত্রির আবির্ভাবে গৃহে প্রত্যাগমন জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাগানের পুষ্করিণীতে পা ধুইতে গিয়া হঠাৎ পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেল। হায়! জ্যোৎস্নার সাধের মালা বুঝি আজ নিষ্ফল হইল। বৃদ্ধ পিতা ও জননীর এত সাধের জ্যোৎস্না বুঝি আজ চিরতরে তাহাদিগকে দুঃখের অমানিশায় মগ্ন করিয়া অন্ধকারে লীন হইল। হায়! কঠোর বিধি!! না, না পাঠিকা, বিধাতা কখনই কঠিন নহেন, তিনি চির-স্নেহশীল, আড়ালে থাকিয়া তিনি সকলকে সকল সময়ে রক্ষা করেন। ঐ দেখ পুষ্করিণীর অপর পারে কে একটী দিব্য-কান্তি বলিষ্ঠ যুবা কাঁটাবনের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। পদযুগল কাঁটায় ছিন্ন, ভিন্ন হইয়া রুধিরধারা প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু যুবার সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। ঐ দেখ যুবা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া গভীর জলে ঝম্প-প্রদানপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে সন্তরণ ও বাম হস্তে জ্ঞানশূন্যা জ্যোৎস্নাকে লইয়া তীরে আসিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নাকে একটী বৃক্ষতলে রাখিয়া দেখিল সে জ্ঞানশূন্যা,

উদরে জল প্রবেশ করাতে উদর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে—প্রত্যুৎপন্নমতি যুবা বিলম্ব না করিয়া বৃক্ষপত্র ইত্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক চকমকির সাহায্যে অগ্ন্যুৎপাদন করতঃ নিজ বস্ত্রদ্বারা সেঁক দিতে লাগিল। এরূপে কিয়ৎক্ষণ সেঁক দিবার পর জ্যোৎস্নার স্ফীত উদর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল—কিন্তু তখনও তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল না। জ্যোৎস্নাকে নিজ-ক্রোড়ে স্থাপন করতঃ মুখে ও মস্তকে জলদ্বারা আঘাত করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া একটী অপরিচিত যুবক সম্মুখে দেখিয়া তাহার বড়ই লজ্জা হইল, জ্যোৎস্না অবাক্ হইয়া চতুর্দ্দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল ও "বাবা, মা" বলিয়া ডাকিয়াই পুনরায় চক্ষু বন্ধ করিল। ক্রমে জ্যোৎস্না সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ভীতা হইয়া "আমি কোথায়?" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। যুবা সস্নেহে তাহাকে সমস্ত কথাই জ্ঞাপন করিল, সেও অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ বলিল "আমি এখন বাড়ী যাই, অনেক রাত হয়েছে। বাবাকে তোমার কথা বল্‌বো, তোমার নাম কি? আর আমার সঙ্গে যদি বাবার কাছে যাও, বাবা তোমায় পুরস্কার দিবেন, যাবে কি?"

যুবা বলিল—"আমার নাম বিনয়ভূষণ, আমি আজ আর তোমার বাবার কাছে যাব না, অনেক রাত হয়েছে, কাল সকালে যাব। এখন তবে চল, তোমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত তোমায় পঁহুছে দিয়া আসি। তুমি বড় দুর্ব্বল, হয়ত রাস্তায় পড়ে যাবে। আমি পুরস্কার চাহি না, আমিতো আমার কর্ত্তব্য বৈ বেশী কিছু করিনি—তোমার নাম কি, জানিতে পারি?"

বালিকা বলিল—আমার নাম জোছনাবালা।

বিনয়।—জোছনা, এখন তোমায় বাড়ী পঁহুছে দিলাম, আমি তবে আসি।

জোছনা—এসো।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতি-পূজা। *

(কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের সমাধিস্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে)

নব আষাঢ়ের আজি নব কাদম্বিনী
গরজিছে গুরুগুরু, পড়িছে উছলি
কার এ প্রাণের ব্যথা বারিধারা রূপে?
কার এ সুদীর্ঘ শ্বাস উঠিছে উচ্ছ্বাসি
নীরবে শোকের ভরা আকুল পবনে?
সুখের স্বপন কার ভাঙ্গিয়া অকালে
আঁধার করিয়া দেছে ধরণী-মাধুরী?
কি শুনিবে ভাই পান্থ! প্রাণান্ত বেদনা?
অভাগিনী বঙ্গমাতা হারাইলা হেথা
ভারত-গৌরব পুত্র শ্রীমধুসূদনে!—

* গত ২৯এ জুন মাইকেল ৩৩ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে পঠিত।

আসে তাই খুঁজিবারে বরষে বরষে
সে অমূল্য মহারত্ন—কাঙ্গালের ধন!
—তারি অশ্রু, তারি ব্যথা, তারি হাহাকার,
তারি আকুলতা আজি আবরিছে ধরা।
যেমতি পরশুরাম মাতৃবধ-পাপে
স্নানি তীর্থ ব্রহ্মপুত্রে পাইলা নিস্তার—
(লভিলা বিধির বর), আজিয়ে তেমতি
বঙ্গের সন্তান মোরা হৃদি-রক্ত দিয়া
কৃতঘ্নতা মহাপাপ ফেলিব প্রক্ষালি!
তুমি কি আসিবে ভাই, ভক্তি-অশ্রু-জলে
অনাদৃত দেবে আজি করিতে তর্পণ?—
গাই তবে প্রাণ খুলে কাঁপায়ে গগন,
"বঙ্গের গৌরব-রবি শ্রীমধুসূদন।"

পরিচিতা সেবিকা,
মাগুরখাছী।

শোভনা।

(এক অঙ্কে পরিসমাপ্ত ক্ষুদ্র নাট্য কাব্য)

প্রস্তাবনা।

একদা মিবারের রাণা কুম্ভ ঝালাবার সর্দ্দারের একটি দুহিতাকে হরণপূর্ব্বক কুম্ভমেরু দুর্গে আনিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই কুমারীর সহিত মাড়োয়াররাজ সূর্য্যমলের বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

মুন্দর দুর্গ মাড়োয়ার রাজ্যের অধীন। কুম্ভমেরুর প্রাসাদশ্রেণী মুন্দর দুর্গ হইতে স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইত। সর্দ্দার-কুমারী দুর্গমধ্যে আপন কক্ষে যে নিশা-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতেন, রাঠোররাজ তাহাই প্রণয়ের স্মৃতিচিহ্ন গুপ্ত সঙ্কেত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।—টড্ রাজস্থান।

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর—রাণা কুম্ভ ও রাণী মীরাবাই।

রাজা। মহিষি! কি ভাগ্য আজি
হেন অসময়ে কেন করেছ স্মরণ?

রাণী। মহারাজ!
সত্য কি এ জনরব? যা শুনি শ্রবণে,
উদার উন্নতচেতা, মিবারাধীশ্বর
তুমি নরবর,
এত নীচ মন তব বুঝিব কেমনে?
ঝালাবার-সর্দ্দার-কুমারী,
শোভনা যে অতুল সুন্দরী।
কুম্ভমেরু দুর্গে আনি তারে
রাখিয়াছ অবরুদ্ধ করি?
ছি ছি হে রাজন্!
এ রীতি কেমন?
রাজকুল-শ্রেষ্ঠ তুমি আশ্রিতপালক,
অসহায়া কুলের কামিনী
অনাথারে কর উৎপীড়ন?

রাজা। মহিষি!
যথার্থ সে জনরব শুনেছ শ্রবণে;
কিন্তু ত্যজ রোষ,
কেন হেন আরোপিছ দোষ?

সসম্মানে আনি তারে রেখেছি ভবনে।
ঝালাবার-সর্দ্দার-ঝিয়ারী
অনূঢ়া সে যুবতী কুমারী,
সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ মন
লোলুপ তাহার তরে ছিল কত জন।
দুর্জ্জনের চক্র হতে করিয়া উদ্ধার
কুম্ভমেরু দুর্গে তারে রেখেছি যতনে।
নহে উৎপীড়ন—নহে অত্যাচার,
অসম্মান করি নাই তার,
কিসে অপরাধী দাস চরণে তোমার?
উৎপীড়িতে রক্ষা করা রাজার ধরম,
রাজধর্ম্ম করেছি পালন;
বৃথা মোরে দোষ চন্দ্রাননি!
রাণী। বৃথা তবে নহে, সত্য শুনেছি সে বাণী।
লোক-মুখে শুনি,
সখীগণে করে কাণাকাণি,
রূপে মুগ্ধ হয়ে নাকি এনেছ কামিনী
বিলাসের আশে,
ধর্ম্মনাশ তরে তার রাখিয়াছ বাসে,
পিতৃরাজ্য হতে বলে আনিয়াছ হরি?
সে রমণী আকুল নিঃশ্বাসে
আঁখি-নীরে ভাসে,
মোচন করিতে নিত্য সাধে পায়ে ধরি।
বল প্রিয়তম!
নহে সত্য এ বচন মম,
নিষ্কলঙ্ক নিরুপম চরিত্রে তোমার
হইতেছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।
তাই প্রাণে বাজিয়াছে অতি,
পায়ে ধরি জানাই মিনতি;
হে রাজন্! সত্য যদি হয়,
প্রতীকার কর এ সময়,
সসম্মানে প্রেরি তারে পিতার আলয়
কর নিজ কলঙ্ক মোচন;
গুণনিধি! রাখ এ বচন,
চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, সহে তা পরাণে;
সুনামে কলঙ্ক তব সহিব কেমনে?
রাজা। না প্রিয়ে, তা নয়,
পিতৃরাজ্য হতে তারে করিনি হরণ,
সর্দ্দার-নন্দিনী
এসেছিল পূজিবারে ভবানী-চরণ—
চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী শুভ-প্রদায়িনী।
পথিমধ্যে কতিপয় দুর্বৃত্তের করে,
পড়েছিল দুর্ব্বিপাক ঘোরে!
গিয়েছিনু মৃগয়ায় আমি বনদেশে,
মৃগ অন্বেষণে ভ্রমি, তথা দৈব-বশে
উপনীত হয়ে হেরি দুরবস্থা তার,
দুর্জ্জনের চক্র হতে করিয়া উদ্ধার,
কুম্ভমেরু দুর্গে আনি তারে,
রাখিয়াছি সম্ভ্রমে আদরে।
কিন্তু ক্ষম দোষ,
যদিও সৌন্দর্য্যে তার মহা আকর্ষণ
জন্মিয়াছে ক্ষণতরে চিত্তের বিকার।
তবু তুমি মম জীবন-ঈশ্বরী,
রাজ্য, ধন, পরাণ ও মন,
তব করে করেছি অর্পণ।
রাণা কুম্ভ ভুবনবিজয়ী,
সে তোমার চরণের দাস।
কমলিনী কুলকুলরাণী,
রাজস্থান মধ্যে তুমি ফুল্ল সরোজিনী,
যে বন্ধনে বেঁধেছ হৃদয়,
শত প্রতিঘাতে রবে অটুট অক্ষয়।
নাহি ভয়,

করিব না কলঙ্কের কালিমা সঞ্চয়।

রাণী। না, না, নাথ!

তব উপেক্ষায়—কভু তব অনাদরে
করিব না রোষ অভিমান,
তুমি যদি পায়ে ঠেলে যাও,
হাসিয়া সহিব অপমান।
তবু এত বাজিবে না প্রাণে,
যত ক্লেশ পাই তব অকীর্ত্তি-শ্রবণে।
হয় যদি মন,
সহস্র সুন্দরী তব সেবিবে চরণ,
আমি কেন বাধা দিব তায়?
অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র নারী আমি,
বহু ভাগ্যে পাইয়াছি তোমা হেন স্বামী।
কর তুমি যেবা মনে লয়;
রমণীর ইচ্ছা যদি হয়,
ভাগ্যবতী সেই সতী,
বিবাহ করিয়া কর তৃপ্তি বাসনার।
কিন্তু অনিচ্ছায় তার,
কভু নাহি করো অত্যাচার,
এ মিনতি রাখিও আমার।

রাজা। (সাদরে রাণীর হস্ত ধরিয়া)

তব এই গুণে প্রিয়তমে!
কিনিয়াছ মিবারাধীশ্বরে।
ত্যজ চিন্তা, তুমি যতদিন
উজলিছ হৃদয়-আগার,
হবে না কুম্ভের যশে কালিমা সঞ্চার।

(প্রস্থান।)

রাণী। গীত।

কে কোথা তাপিত জন
আয় গাই হরিনাম;
প্রাণভরে ডাকলে তাঁরে
দুঃখ হবে অবসান।
সে নামে যে মজে হায়, সুধা রসে গলে যায়,
অপার্থিব সান্ত্বনায় শান্ত থাকে মনঃ প্রাণ।
আকুল কণ্ঠে ডাকিলে তাঁহারে,
দয়াময় হরি থাকিতে কি পারে?
জীবের বেদনা সহেনারে তাঁরে, সদা তিনি
প্রাণারাম।

তাঁর যে করুণাধারা
জলদে বর্ষণ করে,
তাঁহারি প্রেমের উৎস
শশী তপনেতে ঝরে।
মৃদুল পবন স্বন্ স্বন্ করে, তটিনী জীবন
কল কল স্বরে,
পাখী কলকণ্ঠে মধুর কুহরে করে সেই
নাম গান।

(ক্রমশঃ)

শতদল।

৮ম-নীতিপঞ্চাশৎ।*

"নীতি পঞ্চাশৎ", মণি-রত্নবৎ,
লহ লহ উপহার,
ধর চারুশীলা, সুশীলা মহিলা,
হিরণ্ময় কণ্ঠহার।

---

* প্রধানতঃ, 'সুনীতি সন্দর্ভ', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' 'নারীনীতি' ও 'উপদেশের' গর্ভস্থ কয়েকটী প্রবন্ধের ভাবাবলম্বনে লিখিত।

১। জনক-জননী ও শ্বশুর-শাশুড়ী এবং স্বামী, এ সংসারে পরম পূজ্য—পরম দেবতা।

২। তোমরা জ্ঞানবতী, গুণবতী, সত্যপ্রিয় হইয়াছ দেখিলেই ইহকালের পঞ্চদেবতার প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয়।

৩। প্রত্যক্ষ দেবতায় যাহার অনাস্থা, অশ্রদ্ধা বা অনাদর, পরোক্ষ পরমেশ্বরের করুণালাভ কখনই তাহার ভাগ্যে ঘটে না।

৪। শ্রদ্ধা-ভক্তিহীনা, শুশ্রূষাকাতরা এবং অধার্ম্মিকা নারীকে কখনও বিশ্বাস করিবে না; কখনও তাহার সংসর্গে থাকিবে না; সেই পিশাচী সকল দুষ্কার্য্যই করিতে পারে।

৫। লোকের পূজা ও সম্মান লাভ করিতে হইলে, "সুশীলা" হওয়া আবশ্যক।

৬। "সুশীলা" হইতে হইলে তোমাকে পাপাসুরের বিরুদ্ধে ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে—পাপের নিত্য সহচর—ক্রোধ, দ্বেষ, অসূয়া, অবিনয়, অহঙ্কার, প্রলোভনাদি শত্রু জয় করিতে হইবে, এবং ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাদি-গুণগ্রাম আশ্রয় করিতে হইবে।

৭। যেমন 'ধৈর্য্য' বিপত্তি-বহ্নির বারি সদৃশ, সেইরূপ 'সহিষ্ণুতা' দুঃখ-কষ্ট-ব্যাধির অমোঘ ঔষধ।

৮। ক্রোধ-প্রবণা ও গর্ব্বিতা নারী 'দুঃশীলা'—কেননা 'বিনয়-বর্জ্জিতা'।

৯। অন্যের কল্যাণ, পুরস্কার লাভ বা শুভানুষ্ঠান-দর্শনে তোমার চিত্তফলকে প্রসন্নতার প্রফুল্ল ছবি প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

১০। 'দ্বেষের' বশীভূত হইলে, তোমার হৃদয় কলুষ-পঙ্কিল হইবে।

১১। সদ্‌গুণে দোষারোপ করা অথবা গুণী ব্যক্তির দোষ আবিষ্কার করা, 'অসূয়ার' কার্য্য।

১২। 'অবিনয়' অনন্ত অসুখের মূল।

১৩। একটী বিনয়হীনা স্ত্রীর জন্য পরিবারস্থ সমস্ত লোক অসুখী হয়।

১৪। বিনয়-বর্জ্জিতা নারী পূজ্যের পূজা করিতে জানে না,—সম্মানীর মান রক্ষা করিতে পারে না।

১৫। যে নারী দয়া, সত্য, সরলতা, প্রিয়বাদিতা, কৃতজ্ঞতা, পরহিতৈষিতা প্রভৃতি গুণালঙ্কারে বিভূষিতা, তিনিই "চরিত্রবতী"।

১৬। যিনি সহানুভূতি প্রকাশে পর-দুঃখবিমোচনের চেষ্টা করেন, যিনি দীন-হীন অনাথ এবং দুর্ব্বল, পীড়িত ও ব্যথিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, যিনি যথাসাধ্য সাহায্যদানে দুস্থ ব্যক্তি-বৃন্দের দুঃখভার অপনোদন করেন, যিনি ভীত, বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন লোকদিগকে অভয়, উৎসাহ ও আশ্বাসপ্রদান করেন, তিনিই 'চরিত্রবতী'।

১৭। যে নারী সচ্চরিত্রতারূপ হিরণ্ময় ভূষণে ভূষিতা, তিনি মানুষ হইলেও 'অমর'; অকিঞ্চন হইলেও 'সাম্রাজ্ঞী'; অশিক্ষিতা হইলেও পরম 'জ্ঞানবতী'।

১৮। যে সংসারে 'চরিত্র'-বল প্রবল, তথায় ধর্ম্ম ও সত্যদেব অটল এবং শক্তি ও লক্ষ্মীদেবী অচলা।

১৯। যদি তুমি 'শ্রীলাভে' অভিলাষিণী হইয়া থাক, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে চরিত্রবতী হও।

২০। সুনীতির অনুসরণ ও দুর্নীতি-বর্জ্জন অপেক্ষা কল্যাণকর আর কিছুই নাই।

২১। ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়; ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়। হেন ক্রোধ জিনিবারে পারে যেই জন, এ সংসারে পূজে তাঁরে দুর্জ্জন-সুজন।

২২। 'ক্রোধ' নৃশংস পিশাচের তামস বা তমোগুণ, 'ক্ষমা' শান্তিময় দেবতার জ্যোতির্ম্ময় বা সাত্ত্বিকগুণ; ক্রোধের কার্য্য 'পরানিষ্ট করা', ক্ষমার কার্য্য 'অনিষ্টকারীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।'

২৩। 'পরোপকার' এবং 'দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শন', এ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

২৪। পরহিতে ধন-প্রাণ, যেই জন করে দান, তাহাকে 'অমর' বলি জানিবে নিশ্চয়; চিরদিন এই ভবে, এ জীবন নাহি র'বে, সুকার্য্যে ত্যজিলে প্রাণ 'সার্থকতা' হয়।

২৫। 'কু-সংসর্গে নারীবর্গে যাথে হলাহল, কলুষিত—জর্জ্জরিত সে গরল-ফল!'

২৬। যে সকল কুলমহিলা হীন সংসর্গে থাকে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন নষ্ট হয়, হৃদয়ে উদারতা থাকে না, এবং সেই হীন প্রকৃতির 'পাপাসক্তি' মনের 'কুপ্রবৃত্তি', 'হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা' 'প্রাণের নীচতা,' তাহাদের মন প্রাণ হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে—অজ্ঞাতসারে সংক্রামিত হয়।

২৭। স্বভাবতঃ নারীগণ কোমলহৃদয়,
দুষ্ট সহবাসে কিন্তু বিপরীত হয়;
অমল প্রবাহে বহে তটিনী সকল,
সাগরে মিশিলে কিন্তু পঙ্কিল সে জল।

২৮। কুসংসর্গে যেমন অনন্ত দোষোৎপত্তি হয়, সৎসংসর্গে তেমনই অসীম সম্পদ লাভ হয়।

২৯। ধার্ম্মিকার সম্পর্কে ও সংস্রবে গুণহীনাও লোক-সমাজে বরণীয়া ও আদৃতা হইয়া থাকে;—
কাঞ্চন সকাশে কাচ থাকিলে কেমন
'মরকত-মণি-শোভা' করয়ে ধারণ!

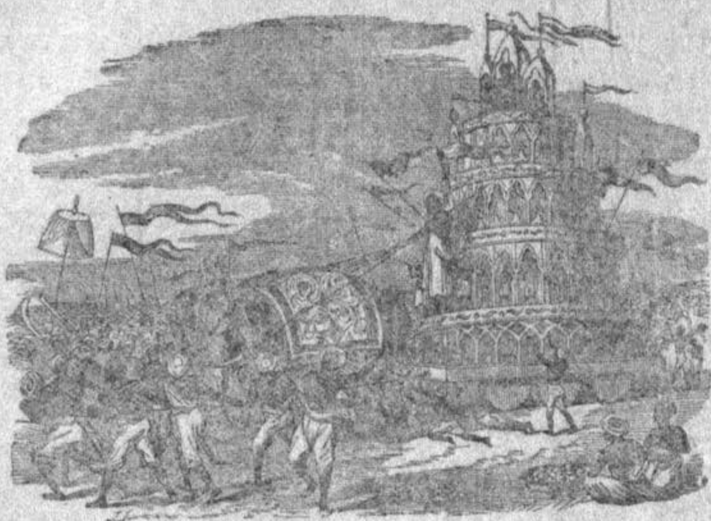
৩০। শত্রু হইলেও, শরণার্থী, আর্ত্ত, অনাথ, বিপন্ন বা আতুরের প্রতি স্বতঃই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে; ইহাদের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে, সে নিশ্চয়ই 'রাক্ষসী,'—'নারী' নহে।

৩১। স্বার্থের জন্য পরের অনিষ্ট-সাধনে বা পরের প্রতি অন্যায় ব্যবহারে যে আদৌ কুণ্ঠিতা নহে, সে "পূতনা-রূপিণী,"—সে নিশ্চয়ই পিশাচী। পরার্থ নষ্ট করিয়া যিনি কখনই অন্যায়রূপে স্বার্থ-সাধনে প্রয়াসী হন না, তিনি 'নিষ্ঠাবতী' তিনিই ধার্ম্মিকা। যিনি আপনার ইষ্টানিষ্টের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া

কেবল সহৃদয়ে ও ব্যগ্রভাবে পরার্থ সাধনোদ্দেশ্যে প্রাণপাত সঙ্কল্প করেন, তিনি মর্ত্ত্যধামে নিশ্চয়ই দেবতা'—তিনিই জীবনান্তে নিত্য আনন্দধামের 'অমরাত্মা।'

(ক্রমশঃ)

রথযাত্রা।



জগন্নাথের রথযাত্রা এ দেশের একটী প্রধান উৎসব এবং দুর্গোৎসবের ন্যায় অনেক স্থানে এই উপলক্ষে সপ্তাহ বা পক্ষব্যাপী সমারোহ হইয়া থাকে। জগন্নাথের স্নানযাত্রা, পরে প্রথম রথযাত্রা এবং তৎপরে পুনর্যাত্রা এই সকল উপলক্ষে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। পুরীর জগন্নাথের রথের অনুকরণে যে অন্যান্য স্থানে রথযাত্রার উৎসব হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। পুরীতে প্রতি বৎসর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার তিনখানি পৃথক্ পৃথক্ রথ গঠিত হয়। অন্যান্য স্থলে প্রায়ই একমাত্র জগন্নাথের রথ নির্ম্মিত হয় এবং তাহা যতদিন না ভগ্ন হয়, ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরীর জগন্নাথের এক শ্মশানভূমি আছে, তথায় ১২ বৎসর অন্তর পুরাতন জগন্নাথ-দেহ দগ্ধ করিয়া দারুময় নব কলেবর নির্ম্মিত হয়। অন্যান্য স্থানে এক জগন্নাথ-দেহ অঙ্গরাগ করিয়া বরাবর চলিয়া থাকে। পুরীর রথে সময় সময় লক্ষ লোকের সমাগম হয় এবং পথে মাঠে মেলাস্থলে তাহাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ—অনেকের মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। তথাপি রথ দেখিবার নেশা কমে না। ইহার কারণ লোকের বিশ্বাস :—

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

রথে জগন্নাথকে দেখিলে আর জন্ম হয় না।

পাণ্ডারা এই শ্লোকের কতই ব্যাখ্যা করেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক লোক চলনশীল রথের সম্মুখে পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন করিত; এখন রাজ-বিধিতে তাহার নিবারণ হইয়াছে।

রথের নানা অর্থ—মূল অর্থ শরীর। বেদে রথ অর্থে শব-বহনের যান ছিল। গীতায় কথিত আছে:—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।"

অর্থাৎ আত্মা রথী এবং শরীর রথ। বৌদ্ধেরাই সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধদেবের শব লইয়া রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেন। জগন্নাথ বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং জগন্নাথের মূর্ত্তির মধ্যে বুদ্ধের দন্ত আছে, এইরূপ জন-প্রবাদ। বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের অনুকরণে যে পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রার অনুষ্ঠান, ইহা অনেকটা সম্ভব।*

জগন্নাথের রথযাত্রার বিষয় শ্রুতি স্মৃতিতে নাই। স্কন্দপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে:—

"গুণ্ডিকাখ্যাং মহাযাত্রাং প্রকুর্ব্বীথাঃ ক্ষিতীশ্বর।
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া-পুষ্য-সংযুতা॥
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ।
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্ত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্॥
ধনাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম।
সপ্তাহং সরিতস্তীরে মম যাত্রা ভবিষ্যতি॥
অষ্টমে দিবসে সর্ব্বান্ রথান্ মাল্যৈর্বিভূষয়েৎ।
নবম্যামানয়েদ্দেবান্ প্রীতঃ সমৃদ্ধিদান্॥
যথা পূর্ব্বা তথা চেয়ং তে দ্বে মুক্তিপ্রদায়িকে॥"

হে রাজন্! গুণ্ডিকা নামে মহাযাত্রা এইরূপে করিবে:—আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রসংযুক্তা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও বলরামকে রথে স্থাপন করিয়া যাত্রোৎসব ও বহু দ্বিজকে প্রীত করিবেক। ধনাভাবে অন্য দিনে আমার প্রীতির জন্য কার্য্য করিবেক। সপ্তাহকাল নদীতীরে আমার যাত্রা হইবেক। অষ্টম দিনে সকল রথ মাল্যদ্বারা বিভূষিত করিবেক। নবম দিনে প্রীত হইয়া ধনদাতা দেবগণকে আনয়ন করিবেক। বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা সুদুর্লভ। প্রথম রথযাত্রা এবং দ্বিতীয় রথযাত্রা উভয়ই মুক্তি-প্রদায়ক।

* ১৩০৬ সালের বামাবোধিনীর ৩৩ ও ১৮৬ পৃষ্ঠায় 'রথ বা মহাবোধি উৎসব' প্রবন্ধ দেখ।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ।

বঙ্গ আজ ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়াছে! অঙ্গচ্ছেদের রক্ত এখনও শুকায় নাই, বঙ্গের প্রতি গৃহেই হাহাকার শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বকার সুশৃঙ্খলা আর নাই, নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতায় ও অরাজকতায় বঙ্গলক্ষ্মী উৎসন্ন-প্রায়। তাহার উপর আবার চারিদিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ! এই দুর্ভিক্ষ বাখরগঞ্জ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে! এ

ঘটনা সামান্য ভীতিপ্রদ নহে। বাখরগঞ্জ চাউলের জন্যই প্রসিদ্ধ—বাখরগঞ্জের চাউলেই সমস্ত বঙ্গের ভরসা। হায়! সেই বাখরগঞ্জেই অন্নাভাব! অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাখরগঞ্জেও অন্নাভাবে মানুষ মারা যাইতেছে। স্ত্রী পুত্রের উপবাস প্রাণে সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে আত্মহত্যা করিতেছে। আমাদের বঙ্গদেশের আজ বিপদের উপর বিপদ। গত ১৬ই অক্টোবর রাখী বাঁধিয়া মায়ের দুঃখে সকলে কাঁদিয়াছিলে—আর কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তোমাদের নিকট এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই আজি আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা।

দেশ বিদেশের লোক অন্নাভাবে মারা যাইতেছে। এ সময়ে বঙ্গমাতার সন্তানদের—ভাই বোনের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিলাসিতা দোষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আজ কাল সকলেই একটি পয়সা একটি মোহর দেখ, কারণ আজ কাল অনেকেই এই একটী পয়সার মুড়ী মুড়কীর অভাবে মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিতেছে। কেহ খাইবে না, কেহ বেশী করিয়া খাইবে, ইহা জগৎপিতা দয়াময়ের রাজ্যের নিয়ম নহে, কিন্তু আমরা গায়ের জোরে এই অন্যায় নিয়ম বলবৎ করিয়া পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করি; পাপে পাপে পৃথিবী পূর্ণ হইল। আমাদের পাপেই জন্মভূমির এই অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা। আইস আমরা সকলে স্থির করি আর কখনও পাপকর্ম্ম—অন্যায় কাজ করিব না। নিজে ভাল না খাইয়া পরকে খাওয়াইব, নিজে ভাল না পরিয়া পরকে পরাইব। তাহা কি পারিব না? কেন পারিব না?

আজ কাল কত বিদেশী অনাবশ্যক চাল চলন বাড়িয়াছে—চুরোটে সিগারেটে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—চা, কফি, কোকো পান করিতে হয়। বঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া বিবাহ, ভোজ, নৃত্যগীতে ও আমোদ আহ্লাদে এবং বৃথা লোক লৌকিকতায় অর্থশ্রাদ্ধের ত্রুটি নাই। এ অর্থ কি বাঁচান যায় না?

আমরা কত ভাল ভাল জিনিস খাই। কত ক্ষীর সর দুধ, মাছ, মাংস খাই, আর আমাদের দেশবাসী ভ্রাতা ভগ্নীগণের শাকান্নের অভাব—দুগ্ধপোষ্য শিশু দুধ পায় না, আর আমরা দুধের সঙ্গে কলা খাই, চিনি খাই, সন্দেশ খাই। আইস বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীগণ! আজ হইতে আমরা বিলাসিতা পরিত্যাগ করি ও নিজেদের আহারের মাত্রা কমাইয়া পরের আহারের সংস্থান করি।

এই দেখ জাপানে আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। কি ভয়ানক কথা! যে জাপান আমাদের ভবিষ্য জীবনের আশা ও সুখের পথে দণ্ডায়মান, সেই জাপানের এই দুরবস্থা। আমাদের দেশে বহু লোক শিল্পশিক্ষার জন্য জাপানে গিয়াছেন, যাইতেছেন ও চিরদিনই যাইবেন। জাপান ছাড়া আমাদের উপায় নাই।

আইস আমরা সকলে মিলিয়া

জাপানের একটু আধটু উপকার করিতে পারি কিনা চেষ্টা করি। আমরা চেষ্টা করিলে "দুর্ভিক্ষ ধনভাণ্ডার" নামে একটী ভাণ্ডার খুলিতে ও টাকা সংগ্রহ করিতে পারি। ঐ টাকা দিয়া জাপানের ও দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের সাহায্য করিতে পারি।

আমরা বামাবোধিনীর গ্রাহিকা ও পাঠিকা ভগিনীগণ সংখ্যায় কম হইব বলিয়া মনে করি না। সকলেই যদি উঠিয়া পড়িয়া লাগি, অর্থের পরিমাণও কম হইবে বলিয়া মনে করি না। পরোপকার ধর্ম্ম পরম ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম সকলেরই পালনীয়। এই পরোপকার ধর্ম্ম দ্বারা ইহকালের যশ ও পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় হয়।

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা
(প্রভাতী ও দুটী কথা রচয়িত্রী)।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডয়ার্ড রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা সহ নিউকাসলে ভ্রমণার্থ গিয়া আরমষ্ট্রং কলেজ, নূতন আতুরালয় এবং ভিক্টোরিয়া মূর্ত্তির আচ্ছাদন মহাসমারোহে খুলিয়াছেন।

২। ভারত-সুসন্তান গোখলে বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন সভায় "ভারতের স্বায়ত্ত শাসন" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। লর্ড রিয়াই সভাপতি ছিলেন।

৩। ফরাসী সুবিখ্যাত অধ্যাপক সিলবান লেভী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের "হিন্দু আইন" পুস্তক পাঠে এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তাহা অবলম্বন করিয়া পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শীতকালের বক্তৃতা কয়েকটী দিবেন বলিয়াছেন।

৪। আলিগড়ে যুবরাজ-পত্নীর পদার্পণে শুভফল ফলিয়াছে—তত্রত্য মুসলমান মহিলাগণ একটী শিক্ষয়িত্রী কলেজ স্থাপনার্থ টাকা সংগ্রহ করিতেছেন।

৫। জুলাই মাসে পার্লেমেণ্ট বন্ধ হইয়া আগামী অক্টোবরে খুলিবে।

৬। গত ১৪ই জুন হুগলীর মসলেম ইন্‌ষ্টিটিউট স্বর্গীয় হাজে মহম্মদ মসীনের দানভাণ্ডারের শত বার্ষিক স্মরণোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

৭। মান্দ্রাজের সাকৃতিমন্দিরে এক স্বদেশী নারী সভা হয়, তাহাতে ৪০০ মহিলা উপস্থিত হন। শ্রীমতী উমাবাই সভাপতির কার্য্য করেন। বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী প্রচলনে সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

৮। গত ১৮ই জুলাই লেডী কর্জনের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। তিনি লেডী ডফারিণ ফণ্ড এবং দেশীয় ধাত্রীদিগের

ছাত্রবৃত্তি ফণ্ডের অনেক সহায়তা করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন্।

৯। ভারতের গৌরবস্থানীয় সুযোগ্য পুত্র বারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (W. C. Bonnerjee) পরলোকগমন-সংবাদ জাতীয় শোক-সংবাদরূপে ভারত-বাসীদিগকে অতি গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে। তিনি যেমন সুবিদ্বান্, সুবক্তা ও স্বীয় ব্যবসায়ে সুদক্ষ ছিলেন, সেইরূপ হৃদয়বান্, বদান্য ও স্বদেশ-হিতৈষীদিগের অগ্রণী ছিলেন। ৬২ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডস্থ নিজের খিদিরপুর বাটীতে গত ২১এ জুলাই দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিধাতা তাঁহার সুকৃতির পুরস্কার দিউন্।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। মেরী কার্পেন্টার—শ্রীকুমুদিনী মিত্র বিএ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। যে বিদুষী রমণী শিখের বলিদান পুস্তক লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তিনি ভারত-হিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেন্টারের জীবনী লিখিয়া সহৃদয়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানি স্ত্রীলোক-মাত্রেরই বিশেষ পাঠ্য।

২। দৈবজ্ঞান—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও সঙ্কলিত। মূল্য ৵০ আনা। পূর্ব্বতন মহাত্মা হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদেরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পন্দন, জেষ্ঠীপতন, দৈববাণী ও কাকচরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন, এই পুস্তকে তাহা সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষে আস্থাবান্ ও কৌতূহলী পাঠক এই পুস্তকপাঠে লাভবান্ হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

বেহুলা।

কবি-কেশরীর মানস-সম্ভবা,
প্রতিভাশালিনী সুষমা-বৈভবা,
রাণী—মহারাণী সীমন্তিনীকুলে,
সতী-শিরোমণি বেহুলে!১
সুধীরা, সুশীলা, করুণা-রূপিণী,
দিব্য প্রেম তেজে মহাতেজস্বিনী,
অটলা, অচলা বিপদ অকূলে;
দুখিনী—সুখিনী বেহুলে!২
অয়ি লীলাবতি, তব লীলা ভবে,
তব কীর্ত্তি খ্যাতি চির দিন রবে;
চির দিন কবি তব পাদ-মূলে
আশ্রয় লভিবে, বেহুলে!৩
পাষাণী পদ্মার নাগকুলভয়ে
সারা নিশি জাগ ব্যাকুলহৃদয়ে,
অঙ্কে লয়ে পতি-চরণ রাতুলে
লোহের বাসরে বেহুলে!৪

অদৃষ্ট বিধানে সুপ্ত নখিন্দর,
গরজে বাহিরে কাল বিষধর,
"দুর্গা" "দুর্গা" বলে ডাকিলে আকুলে,
তুমি ভক্তিমতী বেহুলে !৫
সূচ্যগ্র সমান রন্ধ্রপথে চরে
মনসার নাগ মনসার বরে,
ছিল রন্ধ্র এক কামারের ভুলে,
বাসরে তোমার, বেহুলে !৬
পশিল পন্নগ, হায় হায়-হায় !
এ কালের হাতে কে এবে বাঁচায় ?
(তুমি) হানিলা ছুরিকা দৃঢ় করে তুলে,
নাশিলে অরাতি বেহুলে !৭
(তবু) বিধাতার লিপি কে করে খণ্ডন ?
মনসার কোপ করে প্রশমন ?
যত বিনাশিলে তুমি অহিকুলে,
তত এলো ধেয়ে, বেহুলে !৮
কালকূট নাগ কাল সহোদর,
অশরীরী পশি বাসরভিতর
দংশিল নিঠুর, শিরে কেশমূলে
নখিন্দরে তব, বেহুলে !৯
(আহা) মুহূর্ত্তে শুকা'ল প্রাণ-প্রস্রবণ,
কোথা সে সুন্দর দেহের বরণ ?
কালিমা পড়েছে বদনমণ্ডলে
প্রাণেশের তব, বেহুলে !১০

অজানা আতঙ্কে শিহরিল প্রাণ,
ডুবিল চন্দ্রমা, আঁধার গগন,
ঝাঁপিলে, অতল বিপদ অকূলে
শোক-বিবসনা বেহুলে !১১
নীরব বিজন নিথর অবনী,
রাক্ষসীর বেশে আসিয়া রজনী—
তব প্রাণপতি লয়ে গেল ছলে,
হায় ! অভাগিনী বেহুলে !১২
বিষাদ-বেদনে হৃদয় দহিল,
সে সুখ স্বপন হায়রে ফুরাল ;
শিরে করাঘাত কাতরে হানিলে,
অয়ি ! শোকাকুলে বেহুলে !১৩
চারিদিক্ শূন্য নিস্তব্ধ মেদিনী,
দুঃখেতে আচ্ছন্ন শোকে উন্মাদিনী,
বুকে লয়ে পতি চরণ রাতুলে,
মূরছি পড়িলে, বেহুলে !১৪
হায় ভগবান্ ! কি ভালে লিখিলে,
বিবাহ-বাসরে পতি কেড়ে নিলে ?
অদৃষ্টকে নিন্দি কত বিলাপিলে,
লৌহের বাসরে, বেহুলে !১৫
বাঁচাতে পতিরে প্রাণান্ত যতনে
করি যোড়হাত বসিলে ধেয়ানে
ব্যাকুলিতমনে ত্রিসংসার ভুলে,
তুমি ভক্তিমতী, বেহুলে !১৬

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

জাগ্রতে !

ভারত-বাসীরা যদি
জেগেছ জাগার মত।
কর্ম্ম কর নিরবধি,
লয়ে দীক্ষা মাতৃব্রত।

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।"
কর্ম্ম হতে সৃষ্টি স্থিতি।
সর্ব্বকাম হবে সিদ্ধি,
কর্ম্ম যদি কর নিতি।

প্রলয় হুঙ্কারে সবে,
বজ্রমন্ত্রে সমস্বরে
'বন্দে মাতরম্' রবে,
কর্ম্ম কর মা'র তরে।
ঐক্যে হয়ে দৃঢ়তর,
স্বশক্তিতে ভর করি,
দৈন্য দুঃখ দূর কর,
অলসতা পরিহরি।
অচল হিমাদ্রি হতে—
কন্যা কুমারিকাবধি
কর্ম্ম-ধ্বজা এ ভারতে,
উড়াও গো নিরবধি।
সাধা, কাঁদা, পায়ে ধরা,
আবেদন, নিবেদন,
পরদ্বারে ভিক্ষা করা,
দাও লিপ্সা বিসর্জ্জন।
মহাপাপ ভিক্ষাবৃত্তি,
থাকিতে আপন বল।
স্বশক্তিতে বাঁধ ভিত্তি,
দিবে বিধি কর্ম্মফল।
পুনঃ মোহ নিদ্রা হতে
জাগিয়া উঠেছ যদি,
দেবাদেশ এ জাগ্রতে,
কর্ম্ম কর নিরবধি।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

সাধন-স্বপন।

একদা নিশীথে দেখিনু স্বপন—
জগতে অতুল নয়ন-শোভন,
কুসুমে খচিত মঞ্জুল কানন,
মৃদুল মৃদুল বহিছে বায়।
বিহগ গাহিছে মধুর কূজনে,
মধুপ ধাইছে ললিত গুঞ্জনে,
হাসিছে চাঁদিমা তারকা ভূষণে,
সলিলে কুমুদী হাসিয়া চায়।
মাধবী মালতী কেতকী মল্লিকা,
চামেলী রজনী কামিনী যূথিকা,
গোলাপ টগর চাঁপা সেফালিকা,
ঢালিছে হাসিয়া সুরভি শ্বাস।
সুরম জোছনা-প্লাবিত কানন,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী করে বিচরণ,
হাসিছে যামিনী ভুবনমোহন,
পরিয়া সাধের রজতবাস।
লতিকা-বেষ্টিত বিরামভবন,
শোভিছে চৌদিকে মানসরঞ্জন,
গম্ভীরে দাঁড়ায়ে আছে তরুগণ,
সাজিয়ে নবীন পল্লবদলে।
সুনীল দীর্ঘিকা স্বচ্ছ মনোহর,
কুমুদ কহ্লার শোভে থরে থর,
ঝিকি মিকি ঝিকি তারকানিকর,
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিছে জলে।
ধীরে ধীরে ধীরে বীণার ঝঙ্কার,
উঠিল মঞ্জুল কাননমাঝার,
কুসুম ঢালিল সুরভিসম্ভার,
উচ্ছ্বাসে গাহিল বিহগদল।
চকিতে উজল হইল গগন,
হাতে হাতে ধরি সুরবালাগণ,
নামিল ধরায় বিমল বদন,
উল্লাসে ভরিল কানন-তল।

মৃদুল হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া,
কমল কুমুদ ফুটিছে হাসিয়া,
সুরবালাগণ তাহাতে আসিয়া,
বসিল অধরে মধুর হাসি।
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিতেছে জলে,
নন্দনশোভন পারিজাত গলে,
যেন বীণাপাণি বসি শতদলে,
ছড়ায়ে অমর সুষমারাশি।
ফুলময় বীণা তুলে লয়ে করে,
প্লাবিয়া কানন মোহন ঝঙ্কারে,
গাহিল সকলে সমবেত স্বরে,
ভারতের যত অতীত গীতি।
গাহিতে গাহিতে কি যেন আবেশে,
ঝঙ্কারিল বীণা নবীন উল্লাসে,
জাগ নর নারী গভীর উচ্ছ্বাসে,
জাগাতে ভারতে নূতন স্মৃতি।

দেবতা-প্রেরিত আমরা সকলে,
জাগাতে সম্মানে এসেছি ভূতলে,
জাগ নর নারী—জাগ কুতূহলে,
দেবতা-আশীষ কর গ্রহণ।
ত্যজি মোহ-নিদ্রা মেলহ নয়ন,
দেবাদেশ সবে করহ শ্রবণ,
মাতৃনাম মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
দেখাও ভারতে নব জীবন।
নীরবিল বীণা, হইল উজল,
আবার তেমনি গগনমণ্ডল,
সুরবালাগণ ত্যজিয়া কমল,
উঠিল সকলে বিমানপথে।
মুগ্ধ আঁখি মম চাহিয়া চাহিয়া,
চকিতে উধাও আকাশে মিশিয়া,
হেরিনু নবীন প্রভাতে জাগিয়া,
হাসিছে অরুণ কনক-রথে।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

সুন্দর কি ?

প্রকৃতির লগ্ন ছবি, ভূধর, সাগর,
জীব জন্তু, তরু লতা, বিশ্ব চরাচর,
শিশুর সরল হাসি মাতৃ-অঙ্ক-পরে,
অমৃত ধারার মত যেই গেছে ঝরে,
ধন্য হয় সেই গৃহ পুণ্য ভূমি হয়
হে সুন্দর তব ছায়া বিরাজে তথায়।
নারী-কুল-শিরোমণি নারী সেই জন,
হস্ত যাঁর সেবাব্রতে (প্রাণ) ব্রহ্মে নিমগন,

সে পুরুষ, সুপুরুষ, যাঁর আঁখি হ'তে
পবিত্রতা ব্রহ্ম-জ্যোতি ঝরে দিনে রেতে।
স্বদেশের সেবা-ব্রতে তোমা পানে চাহি
চলেছে জীবন-তরী যে নাবিক বাহি,
তিনিই মহৎ তাঁর উদ্দেশ্য মহান্।
আর কে সুন্দর ? যার উচ্ছ্বসিত প্রাণ
হে সুন্দর ! তব ধ্যানে মগ্ন অনুক্ষণ।
সকল সৌন্দর্য্য মাঝে সেই মহাজন,
লভিয়াছে শ্রেষ্ঠ পূত অমর জীবন।

সরলা দত্ত।

ফিরে দাও।

আহা, ফিরে দাও দাও
পদানত বাঙ্গালীরে কেমনে কাঁদাও ?

নিপতিত পদতলে, ভাসিছে আঁখির জলে,
একবার একটুকু আঁখি তুলে চাও,

আহা ফিরে দাও দাও।
(এত) সকরুণ প্রার্থনায়, দ্রবিল না মন হায়!
এই নাকি মহারাজা বড় স্নেহময়,
আমরা সন্তান তাঁর, করিতেছি হাহাকার,
কেন লইছেন কাটি মোদের আশ্রয়?
দয়াময় রাজা তুমি, ফিরে দাও জন্মভূমি,
শত ধারে মস্তকেতে বর্ষিবে আশীষ,
হয়োনা নিঠুর এত, হতভাগ্য পদানত
বাঙ্গালী জাতির হৃদে কেন ঢাল বিষ?

শ্রীসুরুচিবালা সেন।

পূর্ণিমার নিশীথিনী।

পূর্ণিমার রাতি, শশাঙ্কের ভাতি, গগনের বাতি প্রায়,
পতঙ্গ জোনাকী, তারাবলী দেখি, হই কত সুখী হায়!
তরুলতাগণ, কৌমুদী বসন, পরি সুশোভন অই,
চাঁদোয়ার ন্যায়, নভ শোভা পায়, কিবা সুখী তায়, হই!
কিবা নিশীথিনী, সহাস্যবদনী, বসন চাঁদনী পরি,
চন্দ্রমা কপালে, তারা-হার গলে, মৃদুমন্দ দোলে, মরি;
লেশ অন্ধকার, কোথা, নাহি আর, প্রফুল্লিতাকার, সব,
জানি হে ঈশ্বর, প্রফুল্ল অন্তর, সাজালে সুন্দর, ভব।
ধন্য প্রেমময়, আনন্দ-নিলয়, চির-শোভাময় তুমি।
পূত ভক্তি জলে, চরণ কমলে, আজি কুতূহলে নমি।

ত্রি—দেবী, কুসুমর—বীরভূম।

নিভৃত চিত্ত।

নিভৃত গেহ, পূরিত স্নেহ,
বিজন গভীর মরমে।
নাহিক ম্লান, সাহানা তান,
বাজিছে বাঁশরী সরমে।
ফুটেছে ফুল, রূপ অতুল,
কাননে সুরভি লহরে।
মধুর হাস, মেদুর শ্বাস,
বাজিছে হৃদয়গহ্বরে।
মূরতি একা, রয়েছে বাঁকা
জীবন মরণ মাঝারে।
অন্তর দৃষ্টি, হের সে সৃষ্টি,
পশিয়ে নিভৃত আগারে।
তুমি ত পান্থ, নিতান্ত ভ্রান্ত,
দূর দুরান্ত প্রান্তরে।
দিব্য নয়নে, চাহ সে বয়ানে,
তৃষিত ব্যাকুল কেন রে?
পূজেছি নিতি, গাহিয়ে গীতি,
স্বরগ মরত মাতায়ে।
লভিয়া বর, সোণার ঘর,
রচেছি হৃদয় ভরিয়ে।
সুথির শান্ত বাসনা ক্লান্ত,
অচঞ্চল বীচি প্রবাহে।
উঠেনা ঢেউ, দেখেনা কেউ,
মগন অতল তলে হে।

মনোজবা-রচয়িত্রী।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

1. I am the son of God inasmuch as I have the spirit of holiness in me and this spirit is the true life of man. A man is dead in sin and he must be quickned by the spirit to rise from the dead. O God, vouchsafe unto me Thy grace to be alive and fit for being called 'Thy son.'

2. The means of attaining the spirit of holiness :—

(1) Renunciation of the pleasures of the world.

(2) Thorough resignation to the will of God.

(3) Devotional exercises by communion, prayer and reciprocation of love.

(4) Constant endeavour by thought, speech, and act to establish the kingdom of God.

3. How the spirit of holiness is lost :—

(1) By carnality.

(2) By absorption in the affairs of the world.

(3) By neglecting to pray to God and to pray incessantly.

(4) By neglecting to act according to the promptings of the holy spirit.

THE HEART'S RESPONSE.

(By a girl of 18 years).

Oh heart! Why at this early hour
Hast thou to thy inmost bower
Admitted zephyrs that will light
Sparks of dormant passion bright—
Why a funeral pyre prepare
For Peace with all her rapture rare?
The heart seemed in response to beat
And answer gave in music sweet :—
"Revolution, change, reverse
Is the order of God's universe ;
Each has its duty to fulfil,
Prescribed by the Creator's will ;
Mine it is to take with care
What is allotted my share ;
But thine, oh soul, it is to trim
And keep there human passions dim,
That burn and blaze within my bower,
By strength of will and moral power ;
For I am mortal, but, oh soul,
Thou immortally art whole.

—Lalita Gupta.

MR. MAHARANA GOUDEN of Coimbatore has given Rs. 5,000 towards Mrs. Besant's Hindu Girls' School, Madras, which she is starting on the lines of the Central Hindu College, Benares.

THE thanks of the Lieutenant Governor are conveyed in the *Calcutta Gazette* to Babu Koylash Chandra Roy Mohasoy of Balasore for the creation of an endowment of Rs. 3,100, to be called "Babu Sristidhor Roy Mohasoy's Water Supply Fund."

Pandit Hari Krishna, retired Subordinate Judge of Fyzabad, has presented Rs. 10,000 to the Central Hindu College at Benares to found a scholarship mainly for Kashmiris who may desire to prosecute their studies after matriculation.

The Reproduction of Degenerates—A doctor of Prague has traced the history of a case of criminal heredity. In five generations, a single pair has produced more than 200 vagabonds, thieves, idiots, imbeciles, prostitutes, beggars, and murderers. The particulars which are given of the various branches of this family show that, though they were degenerate from

their first, they kept on marrying and reproducing their kind

A SENSATIONAL event is reported from the Philippines—the sinking of a whole mountain in Northern Luzon. A lake spreading over five acres now takes its place. The shock was felt for miles around. Lieutenant Fernandez, who reports the occurrence, reached Vigan, Mocos Sur, about May 8th. He says that, while riding a short distance from Arup, about twenty miles east of Vigan, and a few miles South-East of Bangued, the capital of Abra, a terrible noise was heard, as if the globe were being torn asunder. This was followed by a great commotion in the earth, similar to that experienced in an earthquake but more violent. After riding for a considerable time, the centre of the disturbance was reached near the village of Arup, where it was found that a large mountain, known as Monte de Tula, had settled down out of sight, and in its place was a lake of considerable size!

The death is announced of Professor Manuel Garcia, inventor of the Laryngoscope, aged 101 years.

We are exceedingly sorry to learn that Lady Curzon died on the 18th of July of heart failure.

Famine in Russia.—Government has asked the Duma to grant ten millions sterling to relieve 27 Governments, suffering from failure of crops.

The fastest flowing river in the world is the Sutlej in India. Its descent is 12,000ft. in 180 miles.

New York is suffering from a heat-wave. Fourteen deaths have already taken place and many are prostrate.

Cambridge Mathematical Tripo—Seven years ago Mr. R. P. Paranjpye headed the Wranglers' list. This year Mr. Arunachala Tyaga Rajun, son of Mr. K. Arunachala Sastri of Krishna District has been bracketed with an Englishman as Senior Wrangler. Mr. Birendra Nath Dey, Midnapur, as 6th, and the follwing 6 other Indians have been included in the list.

41. Mr. P. Dutt.
44. Mr. J. C. Bagchi.
56. Mr. K. R. R. S. Ran.
67. Mr. V. S. Sukthankar.
68. { Mr. A. A. Khan. / Mr. D. Singha.

Lady Journalists at home—
This year, the "Women Journalists At Home" was held in London by the kind invitation of Mrs. Bland Sutton in her beautiful house in Brook Street, and was under the presidentship of Mrs. T. P. O'Connor. No less than eight hundred people responded to the invitation, and fully enjoyed the treat given on the occasion.

Lord Curzon, speaking at the Hardwicke Society dinner, said that tranquillity in India was due, not to military force, but to respect for, and confidence in, law.

Bai Meherbai, grand daughter of Mr. Dadabhai Naoroj, late Member of Parliament, has successfully passed the final medical examination at Edinburgh. Bai Manockbai, Mr. Dadabhai's own daughter, who passed the final medical examination several years ago, has been employed for some time in the hospital for females at Jamnagar.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 517. Sept., 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

৪৪ বর্ষ। ৫১৭ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩১৩। সেপ্টেম্বর, ১৯০৬। | ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর চতুশ্চত্বারিংশ জন্মোৎসব।

বামাবোধিনীর ৪৪ সাংবৎসরিক শুভ জন্মোৎসবে আমরা জীবনদাতা সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের চরণে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি। তিনি বামাবোধিনীর সকল আপদের শান্তি করুন্ এবং ইহাকে নবজীবন ও নবোত্মমে পূর্ণ করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণের সহায় হউন্। আজি বামাবোধিনী ইহার অনু-গ্রাহক গ্রাহক গ্রাহিকা ও হিতৈষী সকল বন্ধুকে অভিবাদন করিয়া নূতন বর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে, সকলে দোষত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া ইহার মঙ্গল প্রার্থনা করুন্ ও ইহার কার্য্যের সহায়তা করিয়া ইহাকে কৃতার্থ করুন্।

বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে এবার আমরা আর কি আলোচনা করিব? স্বদেশীয় ভাবের মহোচ্ছ্বাসের মধ্যে স্বদেশের কথাই বলি।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া বঙ্গবাসি-গণ গত এক বৎসরকাল মাতৃভূমির পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ধ্বনিতে সমুদয় দেশ পূর্ণ করিয়াছেন। আমাদের চক্ষে ইহা সামান্য মানবশক্তির ক্রিয়া নহে, ইহার মধ্যে ঐশী শক্তি দেদীপ্যমান। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে—আজ অন্ধতম পল্লি-গ্রামেরও ঘরে ঘরে সকলে জাগিয়াছে এবং মাতৃপূজার জন্য ব্যগ্র। দেশবাসী সকলে একমন একপ্রাণ একলক্ষ্য—এ দেশের পক্ষে ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য অভাবনীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর করুন এই স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতির হিতসাধনোত্তম চিরস্থায়ী ও সুনিয়মিত হউক, তাহা হইলেই পতিত দুর্ভাগ্য ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে।

গত বৎসর এই আগষ্ট মাসে লর্ড কর্জ্জন ছলে বলে কৌশলে বঙ্গচ্ছেদের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া লন এবং গেজেটে তাহা ঘোষণা করেন। দেশবাসীদিগের অবিশ্রান্ত কাতর ক্রন্দন এবং আবেদন আন্দোলনে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, তাহাতেই

বাঙ্গালিগণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া গত বৎসর ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে মিলিত হইয়া স্বদেশব্রত গ্রহণ করেন এবং বিদেশী বর্জ্জন ও দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। ইহার ফল যাহা হইয়াছে, তাহা অলৌকিক এবং ভবিষ্যতে আরও আশ্চর্য্য ফল ফলিবে তাহার আশা পাওয়া যাইতেছে। এ বৎসর এই ৭ই আগষ্ট দিবসে প্রায় ২০।২৫ হাজার লোক অপার সার্কুলার রোডের বৃহৎ স্কোয়ারে মিলিয়া মহাসমারোহে স্বদেশ-ব্রত-গ্রহণের সাংবৎসরিক উৎসব করিয়াছেন, বঙ্গের অন্যান্য অনেক স্থানেও বিরাট সভা সকল হইয়াছে। গত এক বৎসরে যে জাতীয় মহা ঘটনা সকল ঘটিয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন (Boycott)—ইহার ফলে ভারতের রক্তশোষক বিদেশী বণিক্‌গণ মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। বিলাতী বস্ত্র, লবণ, চিনি, গহনা, পোষাক, খেলানা, বাসন, সুরা, সিগারেট প্রভৃতি অনেক দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ বা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। বিলাত-প্রস্তুত দ্রব্যের এত আদর বাড়িয়াছিল যে, ইংরাজহস্ত-গঠিত দেবমূর্ত্তি ঠাকুর ঘরে এবং বিলাতী তৈয়ারি হাঁড়িকুড়ি বাসন কোসন রন্ধনশালায় পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এখন তাহার স্রোত রুদ্ধ হইয়াছে।

২। স্বদেশজাত দ্রব্যের আদর ও প্রসার—বস্ত্রবয়নের ঠক্‌ঠকি কল প্রভৃতি কেবল নগরে নয়, কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম প্রভৃতিতেও বসিয়াছে এবং তাহাদ্বারা স্থানীয় অভাব কতক পূর্ণ হইতেছে। বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের কলের কাপড় আর পড়িতে পায় না; যেমন প্রয়োজন, তৎসঙ্গে সঙ্গে আয়োজনও বাড়িয়াছে। কৃষিক্ষেত্র সকলে তুলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে এবং ঘরে ঘরে চর্‌কা বসিয়া সূতা কাটিবার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশালাই, কলম, কালী, চিঠির কাগজ ও খাম, বোতাম, ছাতা প্রভৃতি দ্রব্য নূতন ধরণে স্বদেশ হইতে প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহার কাট্‌তি ক্রমে বাড়িতেছে।

৩। লক্ষ্মীমিল—বাঙ্গালীদিগের উদ্যোগে বস্ত্রবয়নের এই বৃহৎ কল ক্রয় করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য ১২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল, ২৪ লক্ষ টাকা অংশ বিলি দ্বারা উঠিয়াছে। এইরূপ কল আরও কয়েকটা হইলে যেমন দেশীয় বস্ত্রের অভাব দূর হইবে, তৎসঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বহুলোকের জীবিকারও সংস্থান হইবে।

৪। জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা—দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য মহোদয়গণ মিলিত হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্বরূপ "National Council of Education" নামক সমিতি সংস্থাপন করিয়া ইতিমধ্যে শিক্ষা ও পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহার জন্য কয়েক লক্ষ টাকাও ফণ্ডস্বরূপ জমিয়াছে।

৫। স্বদেশী শিল্প-বিদ্যালয়—ভারতবাসী-দিগের জন্ত এটী নিতান্ত আবশ্যক। ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত মহাশয়কে ধন্যবাদ, তিনি ১০ লক্ষ টাকা দিয়া একটী উৎকৃষ্ট বাটীতে "Technical School" নামক বিদ্যালয় খুলিয়াছেন এবং তাহাতে শতাধিক ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। আশা করা যায় ক্রমে ইহার ক্ষেত্র ও কার্য্যক্ষেত্রের উন্নতি হইবে।

৬। বিদেশে শিল্পাদি শিক্ষা—এই উদ্দেশে কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গীয় যুবকগণ জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে যাইতেছেন। এ বৎসর বহুসংখ্যক যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত বা আত্মীয়দিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া নানা দেশে গিয়াছেন। হাইকোর্টের উকিল বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল্ এই কার্য্যের নেতৃস্বরূপ চিরস্মরণীয়।

৭। বিরাট সম্মিলন ও বক্তৃতার স্থান—এখন স্বদেশী সভাস্থলে যেরূপ হাজার হাজার লোক আসিয়া থাকেন, তাহাতে উপযুক্ত স্থানের নিতান্ত অভাব এবং গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থানে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এরূপ সম্মিলনের বিরোধী হওয়াতে এই অভাব আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাব উন্নতির প্রসূতি। কলিকাতাবাসিগণ এই অভাব মোচনার্থ ৫ বিঘা জমি লইয়া "Federation Hall" নামক গৃহের স্থান করিয়াছেন। রাজধানীর অন্যান্য স্থানে এবং মফঃস্বলেও এইরূপ সম্মিলন ও বক্তৃতার স্থান সকল প্রস্তুত হইতেছে।

৮। জাতীয় মিলন—হিন্দু ও মুসলমানে চিরবৈর ভাব প্রসিদ্ধ। এখন উভয় জাতির নেতৃগণ এক মাতৃভূমির সন্তান—সহোদররূপে মিলিতেছেন ও একত্র কার্য্য করিতেছেন। খৃষ্টান বৌদ্ধ ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতিও আপনাদিগের বিশেষত্ব ভুলিয়া মাতৃভূমির কল্যাণ উদ্দেশে একমন একপ্রাণ হইয়া খাটিতেছেন। ইহা অপূর্ব্ব দৃশ্য এবং ভাবী মহা মঙ্গলের পূর্ব্ব-সূচনা।

৯। বঙ্গ ভাষার উন্নতি—কেবল ইংরাজীতে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পত্রাদি লেখা দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যাধিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সাধারণে তাহারই সমাদর করিত। এখন সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র প্রভৃতি মহামতিগণ অনর্গল মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন এবং সর্ব্বসাধারণে তৎশ্রবণে অধিকতর প্রীত ও উৎসাহিত হইতেছেন। এই সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে জাতীয় ভাবের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে।

১০। জাতীয় ভ্রাতৃভাব—এত দিন ইহা মুখে ছিল, কিন্তু এখন কার্য্যেতে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্ববাঙ্গালায় যেরূপ মহা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, তাহাতে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ও দুঃসহ ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। কিন্তু 'আপনার মায়ের ছেলেদিগকে বাঁচাইতে হইবে' এই ভাবে

প্রণোদিত হইয়া বঙ্গমাতার নানা প্রদেশের সন্তানগণ যেরূপ যত্ন পরিশ্রম অর্থদান ও সেবার কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ। তাহারই গুণে দুর্ভিক্ষ ও অনেক পরিমাণে দমন হইয়া আসিতেছে। আর দুর্ভিক্ষাপেক্ষা ভয়ঙ্কর পূর্ব্ব বঙ্গবাসীদিগের প্রতি রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার সমগ্র বঙ্গবাসীর চেষ্টাতেই শিথিল হইয়াছে।

১১। স্বাধীন ভাবের উদ্দীপন—এই একবৎসরের মধ্যে রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র এবং অন্যান্য স্থানের কর্ম্মচারিগণ (Strike) ধর্ম্মঘটের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ আর কস্মিন্‌কালেও দেখা যায় নাই। দাসত্বপ্রিয় পরপদলেহনকারী বাঙ্গালিগণ আত্মমর্য্যাদা বুঝিয়াছেন এবং আপনাদের ন্যায্য স্বত্বাধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগস্বীকার করিতে শিখিয়াছেন, ইহা কম আশ্চর্য্য নহে। ইহাদ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের আপাততঃ অনিষ্ট হইলেও জাতীয় জীবন গঠন ও উন্নতি সাধনের ইহাই সহায় হইবে।

১২। সংযম ও নিয়মপরতা—বাঙ্গালীরা যে দশ বিশ সহস্র লোক এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুশৃঙ্খলে মিলিতে পারেন এবং ধৈর্য্যসহকারে সকল নিগ্রহ সহ্য করিয়া আপনাদিগের লক্ষ্যে স্থির থাকিতে পারেন, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। গত ১৬ই অক্টোবরের চিরস্মরণীয় রাখিবন্ধন, বরিশালের প্রদেশীয় সভা এবং নানা স্থানের বহুসংখ্যক আন্দোলন-সভা ইহার সত্যতার সাক্ষ্যদান করিতেছে। "বন্দে মাতরং" জাতীয় মহামন্ত্র হইয়াছে, হিন্দুমুসলমান-মিলিত জাতীয় পতাকা হইয়াছে এবং বঙ্গসন্তানগণ যেখানে থাকুন, মাতৃসম্বন্ধে আপনাদিগকে এক বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন, ইহা এক মহা জাতীয় জীবন সংগঠনের সূত্রপাত, বলা বাহুল্য।

জাতীয় উত্থানে স্ত্রীলোকদিগের যোগ মণিকাঞ্চনী যোগ হইয়াছে। কবিবর হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন :—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"

ভারতরমণীগণ জাগিয়াছেন এবং মহাপূজায় হৃদয় মন প্রাণ দিয়া যোগদান করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা সকল দিকে দেখিয়া মহা পুলকিত হইতেছি। গৃহলক্ষ্মীগণ গৃহসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—বিদেশীয় দ্রব্য সকল পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী দ্রব্যে গৃহ সকল সুসজ্জিত করিতেছেন। যাঁহারা বিলাতি গহনা পোষাক পরিতেন, তাঁহারা তাহা বর্জন করিয়াছেন। অনেকে বিলাতি জিনিষ ছুঁইবেন না এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন।

গৃহলক্ষ্মীগণ আবার রাজলক্ষ্মী ও নগর-লক্ষ্মী হইয়া দেশের ভাবনা ভাবিতেছেন। কত সুন্দর সুন্দর গদ্য পদ্য প্রবন্ধে তাঁহারা স্বদেশানুরাগের পরিচয় দিতেছেন। তাহাতেই সন্তুষ্ট নন, শত শত রমণী স্থানে স্থানে পুরুষদিগের ন্যায় সভা সমিতি করিয়া ওজস্বিনী বক্তৃতা ও আপনাদিগের কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। পুরুষ-

দিগের সভায় স্ত্রীলোকের সমাগম একান্ত বিরল ছিল। এখন কি কংগ্রেস, কি কনফারেন্স, কি অন্যান্য আন্দোলন-সভা, সর্ব্বত্র স্ত্রীলোকগণ সুযোগ পাইলেই দলে দলে উৎসাহসহকারে মিলিত হইতেছেন।

আমরা উপরে যে জাতীয় মহা ঘটনা কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতরে ভিতরে বঙ্গনারীদিগের হস্ত যথেষ্ট আছে। লক্ষ্মীমিলের ফণ্ডে যে ২৪ লক্ষ টাকার সংস্থান হইয়াছে, শুনিতে পাই তাহার ১৮ লক্ষ স্ত্রীলোকের প্রদত্ত। বিদেশে শিক্ষার্থ প্রেরণে মাতৃগণ যদি সহায় না হইতেন, এত সন্তান কি গৃহ-ত্যাগ করিয়া দূরদেশে যাইতে পারিত? দুর্ভিক্ষদমনে স্ত্রীলোকদিগের প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বয়কট বা বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনে এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে, তাঁহাদেরই অধিক প্রভাব দৃষ্ট হইয়াছে। আমরা দেখিয়া পরমানন্দিত হইলাম শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী-প্রমুখ কলিকাতার বিদুষী মহিলাগণ "মহিলা শিল্পসমিতি" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়া শিল্প-কার্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। সভার উদ্দেশ্য কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। সূচীকার্য্য—বখেয়া প্রভৃতি সাদা সেলাই আরম্ভ করিয়া জরী, রেশম, পশম, সুতার সকল প্রকার কারুকার্য্য।

২। কাঁটার কার্য্য—নিটিং ক্রোসে টাটিং—লেস্ বোনা, গোটা বোনা, ফিতা বোনা ইত্যাদি।

৩। কলের কাজ—Sewing Machine, Knitting Machine, Embroidering Machine ইত্যাদি। ইহার সঙ্গে তাঁতের বন্দোবস্ত। কাপড়ের তাঁত মেয়েরা চালাইতে পারিবেন কি না সন্দেহ, তবে আসামী তাঁত বা তুটিয়া তাঁত (যাহাতে সতরঞ্চি হয়) চালাইতেও পারেন।

৪। হাতের কাজ—কাপড় ছাঁটা, পুঁথির কাগজ, কাপড়, মোম, মাটী, কাঠ, চামড়া প্রভৃতির জিনিস প্রস্তুত করণ।

৫। চিত্রবিদ্যা।

৬। সঙ্গীত, গান ও স্বরলিপি।

মফস্বলের অনেক স্থলেও যে এইরূপ অনুষ্ঠান হইতেছে, আমরা তাহার সংবাদ পাইতেছি।

স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের দেশের বালকেরা যে আশ্চর্য্য সহায়তা করিতেছে, তাহা স্বীকার না করিলে নিতান্ত অন্যায় হয়। তাহারাই ইহার প্রচারক হইয়া "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে দেশবাসীদিগকে মাতাইতেছে এবং সকলের প্রাণে নব উৎসাহ ও নব শক্তির সঞ্চার করিতেছে। তাহারাই ব্রতধারী হইয়া "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়" "আন্টিসার্কুলার ও আন্টি-পার্টিসান সোসাইটি" "সন্তান সমিতি" "ব্রতি সমিতি" প্রভৃতি সংগঠনপূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জাতীয় ভাণ্ডার ও দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে; দেশীয় বস্ত্রাদি স্কন্ধে করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিতেছে; আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর আন্দোলন ও কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। ইহাদিগকে নেতৃগণ সুনিয়মিত করিয়া চালাইতে পারিলে জাতীয় ভবিষ্যৎ ভাগ্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সংগঠিত হইতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগকে আজকার শুভদিনে অভিনন্দনপূর্ব্বক বলিতেছি আমাদের জাতিগঠনের প্রধান ভার তাঁহাদের হস্তে। তাঁহারা একদিকে তাঁহাদিগের বয়স্থ পিতা, স্বামী ও সহোদরদিগকে উৎসাহদান দ্বারা দৃঢ়ব্রত করুন, আর একদিকে জাতির ভাবী আশার স্থল সন্তানদিগকে মানুষ করিয়া তুলুন, তাহা হইলেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হইবে এবং দেশের সকল অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শাসন পরিবর্ত্তন—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোট লাট পদ হইতে সার বামফিল্ড ফুলার ১০ মাস রাজত্বের পর চির-অবসর লইয়াছেন, ইহাতে বঙ্গের প্রতিনিধি ছোট লাট মাননীয় এল হেয়ার তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের অনুপস্থিতিকালে মাননীয় ফ্রান্সিস স্লাক তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

ফুলার সাহেব তাঁহার অবিবেচনা, জবরদস্তী, হিন্দু মুসলমানে অমিলনবৃদ্ধি, ও ছাত্রদিগের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি নানা কারণে যেমন এ দেশের লোকদের, সেইরূপ বিলাতের রাজপুরুষদের অপ্রীতিভাজন হন, শেষে ষ্টেট সেক্রেটারী জন মোর্লি পদের অযোগ্য বলিয়া তাঁহাকে ভংসনা করেন এবং শুনা যায় পদত্যাগে ইঙ্গিতও করেন। যাহা হউক লর্ড কর্জনের অপেক্ষাও ইনি কৃপাপাত্র। আশা করা যায় শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনে পূর্ব্ববঙ্গের কিছু শান্তি হইবে, কিন্তু বঙ্গচ্ছেদ রহিত না হইলে বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ের শান্তিলাভ হইবে না।

প্রধান বিচারপতি—হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় পদ পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিনিধি চিফ জষ্টিস সার চন্দ্রমাধব ঘোষ অতি সুখ্যাতির সহিত কয়েক মাস পদোচিত কার্য্য করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি ছোট আদালতের সংস্কার করিয়া আপনার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরব তাঁহাদ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে।

জষ্টিস মুখুর্য্যে—ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জজিয়তী পদে স্থায়ী হইলেন। এ সংবাদে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটীর সভাপতি হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সংশোধনরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইনি আমাদিগের ভাবী আশাস্থল।

ভারতশাসন সমালোচনা—আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী ডবলিউ জে ব্রায়াণ্ট কিছু দিন হইল ভারত ভ্রমণ করিয়া ইহার সম্বন্ধে প্রায় ৪০টী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইংরাজ ভারতকে ইংলণ্ডের লাভার্থ শাসন করিতেছেন, ভারতের উপকারসাধন তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। ইংরাজশাসন যথেচ্ছাচারী ও জবরদস্তীপূর্ণ। দুই বিষয়ে রুশীয় জবরদস্তী শাসন অপেক্ষাও

ইহা অপকৃষ্ট :—(১) দেশবাসীর উচ্চ পদে অনধিকার এবং (২) দেশের টাকা বিদেশের জন্য শোষণ।

লর্ড কর্জনের ন্যায় ইংরাজগণ ইংরাজশাসনকে সপ্তমস্বর্গে তুলিয়া ইহাকে আদর্শ শাসন বলিয়াছেন। কিন্তু বিদেশীয় বুদ্ধিমান্ ও অভিজ্ঞ লোকের অপক্ষপাত বিচারে তাহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে। ফলেও কি দেখা যায়? জাপান ৩০ বৎসরে এক মহাশক্তি হইল, আর ভারতীয়গণ দেড়শত বৎসর ইংরাজশাসনে থাকিয়াও অদ্যাপি রাজচক্ষেই প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্য!!

লক্ষ্মী-মিল—শুভসংবাদ, এই বস্ত্র-বয়ন যন্ত্রের সমুদায় মূল্য শোধ হইয়া গিয়াছে এবং সুব্যবস্থাপূর্ব্বক ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

একটী মিলে দেশের অভাব পূরণের আশা করা যায় না, কিন্তু ইহার প্রস্তুত বস্ত্র সকল ক্রয় করিয়া উৎসাহ দান করিলে কল সংখ্যা ক্রমে বাড়িবে। ঘরে ঘরে চরকায় সূতা তৈয়ার হউক এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে তাঁত সকল বহুক, তাহাতে অভাব অনেক পূর্ণ হইবে।

শিল্প বিদ্যালয়—কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডে এই বিদ্যালয় খুলিয়াছে। ইতিমধ্যে শতাধিক ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহার বাটীটী রাজপ্রাসাদ তুল্য। স্কুলের উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন ৩টী বিভাগ। প্রথম দুই বিভাগে বিজ্ঞানশিক্ষাসহ নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে, বেতন মাসিক ৩৲ টাকা। নিম্নশ্রেণীতে কেবল কাজ শেখান হইবে, বেতন মাসিক ২৲ টাকা।

বারিষ্টার তারকনাথ পালিতকে ধন্যবাদ, তাঁহারই প্রদত্ত ১০ লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া এই মহদনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে। দেশহিতৈষী ধনাঢ্যগণ ইহার ফণ্ড আরও পরিপুষ্ট করুন।

জাতীয় শিক্ষাসমিতি—National Council of Education নামে যে সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা ইতি-মধ্যে কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। এই সমিতি প্রবেশিকা ও এফ এর ন্যায় দুইটী পরীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহাতে ৭ শতাধিক পরীক্ষার্থী হয়। পরীক্ষা-ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটী জাতীয় কলেজ ও স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জাতীয় কলেজের জন্য যে কয়েক লক্ষ টাকা জমিয়াছে, তাহা প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত নহে। আরও অনেক টাকা চাই। আর একটী কথা গবর্ণমেণ্ট-শিক্ষাবিভাগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া যেখানে অভাব আছে, সমিতি তৎপূরণেরই চেষ্টা করুন্। কৃষি শিল্প ব্যায়াম আবশ্যক এবং সর্ব্বোপরি নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক।

দুর্ভিক্ষ—এবৎসর সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। রুসিয়া জাপান প্রভৃতি বিদেশে যেমন, ভারতেরও প্রায় সর্ব্বপ্রদেশে তেমনি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা বিশেষরূপে বিপন্ন।

গবর্ণমেণ্ট সাহায্যার্থ অল্পই করিয়াছেন, এবার দেশের লোকে দেশহিতৈষিতায় প্রণোদিত হইয়া অনেক অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় অমঙ্গল হইতে মঙ্গল ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

শিক্ষাদানে বাধ্যতা—বরদারাজ গুইকুমারের আদেশানুসারে ওখামণ্ডল-ধারী এবং কোডিনার তালুকে পিতা মাতা

প্রত্যেক বালককে শিক্ষাদানে বাধ্য হইয়াছেন। আগামী ১লা অক্টোবর অন্যান্য জেলায় এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইবে।

ইংরাজ-রাজ ১৫০ বৎসর ভারতের কর্ত্তৃত্বভার লইয়া যাহা করিতে পারেন নাই, গুইকুমার তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। প্রজাহিতৈষী সুবিচক্ষণ রাজার গুণে বরদা অনেক বিষয়ে আদর্শ রাজ্য হইয়েছে।

দান—কাশীর হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজ তাহার ফণ্ডে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (২) জারবাই হর্মুসজী দাদাচাঞ্জী নাম্নী পারসী বিধবা রমণী তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ৩০ হাজার টাকা গরিব পারসী রমণীদিগের আশ্রয়গৃহ নির্ম্মাণার্থ দান করিয়াছেন। (৩) ধাত্রী থাকমণি ঘোষ তাঁহার সুন্দর দ্বিতল বাটী মৃত্যুকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়া গিয়াছেন।

রেলওয়ে ভঙ্গ—তীস্তানদীর জলপ্লাবন হেতু কুচবেহার ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে ভগ্ন হওয়াতে রেল ভ্রমণের বিঘ্ন হইয়াছে।

চন্দ্রগ্রহণ—গত ৪ঠা আগষ্ট চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কাশী হরিদ্বার প্রভৃতি যাত্রীর মহা ভিড় হয়।

৭ই আগষ্ট—এই দিন বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা হেতু বয়কট অর্থাৎ বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের ব্রত গৃহীত হয়। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে মহা সমারোহে এই দিনের বার্ষিক উৎসব হইয়াছে।

জাহাজ ও নৌকাডুবী—(১) সিরিও নামক ইটালীয় জাহাজ ৮০০ লোক লইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেছিল, কার্টাজিনার নিকট জাহাজ ভগ্ন হয়, তাহাতে ২০০ লোক ডুবিয়া মরিয়াছে। (২) মথুরার নিকট এক নৌকা ডুবী হইয়া ২০জন লোক মারা গিয়াছে।

আশ্চর্য্য প্রসব—একজন ব্রহ্মদেশীয় রমণী আদালতে সাক্ষ্য দিতেছিল, হঠাৎ পীড়াক্রান্ত হইয়া বিচারকের অনুমতি লইয়া কয়েকটী স্ত্রীলোকের সহিত পশ্চাতের কুঠারীতে যায়। পরে খবর আসিল, রমণী একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সে সহজ লোকের মত আদালতের বাটীতে বেড়াইতেছে!!

শতদল।

(৫১৬ সংখ্যা—১২০ পৃষ্ঠার পর)।

৩২। "স্বার্থপরতা" হইতে বঞ্চনা, প্রতারণা, পক্ষপাত, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নারকীয় পাপের উৎপত্তি হয়।

৩৩। নিবিড় মেঘমালা সৌর-কিরণ-মালা যেরূপ আচ্ছন্ন করে, 'স্বার্থপরতা' জ্ঞান-জ্যোতিঃ সেইরূপ আবরিত করিয়া থাকে।

৩৪। পৈশাচিক স্বার্থপরতা পাপে